পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 213 Friday, 4 July, 2025 * ৩০ বর্ষ, ২১৩ সংখ্যা * ১৯ আষাঢ় ১৪৩২, শুক্রবার, ৪ জুলাই ২০২৫ * আজ ৮ পাতা * মূল্য- ৩ টাকা

রাজ্যের সব কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টস ইউনিয়ন রুম বন্ধ করার নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাইঃ নির্বাচন হয়নি। কলেজে কোনও নির্বাচিত ইউনিয়ন নেই। অথচ ইউনিয়ন চলছে, ইউনিয়ন রুমও খোলা থাকছে। এই বিষয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এবার সেই মামলায় ইউনিয়ন রুম বন্ধ রাখার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। যতদিন পর্যন্ত ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত রাজ্যের সব কলেজের ইউনিয়ন রুম বন্ধ থাকবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত কয়েক বছরে রাজ্যের প্রায় কোনও কলেজেই ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়নি। সেই ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি জানিয়ে বছর কয়েক আগে একটি মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। আজ, বৃহস্পতিবার সেই মামলায় বিচারপতি সৌমেন সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেন, কোনও নির্বাচন না হওয়া সত্ত্বেও ইউনিয়ন চলছে কলেজগুলোতে, যা বেআইনি। এরপরই বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত আজ থেকে গোটা রাজ্যের সব কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের রুম বন্ধ থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের অনুমতি ছাড়া ছাত্র ইউনিয়নের রুম খোলা যাবে না বলে নির্দেশ বিচারপতির। ছাত্র

সংসদ নির্বাচন নিয়ে কী ভাবছে রাজ্য? হলফনামা দিয়ে তা জানাতে হবে রাজ্যকে। আগামী ১৭ জুলাইয়ের মধ্যে রাজ্যকে জানাতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন না হলেও কলেজে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি থাকছে কি না, সেই প্রশ্নও তুলেছিলেন বিচারপতি। তবে মামলাকারী আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কোনও কলেজে এমন কিছু দেখেননি তিনি। রাজ্য কি নির্বাচন নিয়ে পরামর্শ দিতে পারে না? এমনটাই প্রশ্ন বিচারপতি সৌমেন সেনের। রাজ্যের বক্তব্য, এই ধরনের পরামর্শ আইনত দেওয়া যায় না। আগামী ১৬ জুলাই মামলার শুনানি। তার আগে হলফনামা দেবে রাজ্য। এই মামলায় কার্যত আইনের জয় হল বলেই মনে করছেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন, এসএফআই-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ''দিনের পর দিন এই ইউনিয়ন রুমে নানা বেআইনি কাজকর্ম চলছে। বহিরাগতদের যাতে বের করে দেওয়া হয়, তেমনই ব্যবস্থা করুক আদালত।'' অন্যদিকে, বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা বলেন, ''ইউনিয়ন রুমে কী নেই! অস্ত্র, টাকা পয়সা সব আছে। অবিলম্বে এগুলো বন্ধ করা উচিত।'' এদিন কসবা ধর্ষণকান্ড সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করল বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাসের ডিভিশন বেঞ্চ। এদিকে এদিনের শুনানিতে মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ঘটনার তিন ঘণ্টার মধ্যেই মহিলা পুলিশ আধিকারিক একজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন। এরপরই কলেজের (আইন) সংবিধান সম্পর্কে রাজ্যের কাছে জানতে চায় হাইকোর্ট। আগামী ১০ জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

অমিত শাহকে চিঠি লিখলেন মমতা

সাইবার অপরাধ নিয়ে চাইলেন কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাইঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় উস্কানিমূলক কনটেন্ট এবং ডিজিটাল প্রতারণার বিস্তার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পরিস্থিতিকে সমাজের স্থিতিশীলতার পক্ষে বড় চ্যালেঞ্জ বলে চিহ্নিত করে দ্রুত কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে লিখেছেন, 'ইদানীং সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক মিথ্যে গল্প, ভুয়ো ভিডিও, এবং প্ররোচনামূলক পোস্ট ছড়িয়ে পড়ছে। যার ফলে সমাজে অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে, বাড়ছে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা। সবচেয়ে চিন্তার বিষয়, এই ধরনের কনটেন্টের হাত ধরে সহিংসতা বাড়ছে এবং মহিলাদের উপর অপরাধের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।' চিঠিতে তাঁর দাবি, 'এসবের পাশাপাশি দ্রুত বেড়ে চলেছে সাইবার অপরাধ। প্রতারণা, পরিচয়পত্র চুরি, ব্যক্তিগত ছবি ও তথ্য অপব্যবহার, বদনাম করার মতো নানা ঘটনার জেরে শুধু সাধারণ মানুষ নয়, বহু

প্রতিষ্ঠানও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই চক্রে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী মহিলারা, শিশু, প্রবীণ এবং দুর্বল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের মানুষজন। যাঁদের পক্ষে এই সব প্রযুক্তিগত অপরাধ রুখে দাঁড়ানো বা প্রতিকার খোঁজা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ছে।' মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'ডিজিটাল প্রযুক্তি যত দ্রুত এগোচ্ছে, তত দ্রুত বদলাতে হবে আইনি কাঠামো এবং তার প্রয়োগও। কারণ প্রযুক্তি ব্যবহারের নামে অপরাধের পরিসর যেভাবে বাড়ছে, তাতে শুধু আইন থাকলেই চলবে না, তার প্রয়োগ এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার দরকার আরও বেশি।' তাঁর দাবি, 'সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। সাধারণ মানুষকে শেখাতে হবে কীভাবে ডিজিটাল কনটেন্ট যাচাই করতে হয়, কোন তথ্য বিশ্বাসযোগ্য এবং কোনটি গুজব বা ভুয়ো।' এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় তিনি কিছু সুপারিশ করেছেন। যেমন, ডিজিটাল সাক্ষরতা বাড়াতে বিশেষ সচেতনতামূলক শিবির করা যেতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব ও ভুয়ো তথ্য চিহ্নিত করার জন্য বিশেষ টাস্ক ফোর্স মোতায়েন করতে হবে। সন্দেহজনক অনলাইন কার্যকলাপের রিপোর্টিং পদ্ধতি আরও সহজ করতে হবে। নারী, শিশু, প্রবীণ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সাইবার নিরাপত্তা সহায়তা চালু করা দরকার। চিঠির শেষে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন। এটি কেবল রাজ্য নয়, সমগ্র দেশের নিরাপত্তা, সামাজিক স্থিতাবস্থা এবং নাগরিকদের কল্যাণের প্রশ্ন।'

দুর্গাপুজো আর মহরমের মিছিল হবে একই রাস্তায় শমীক ভট্টাচার্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাইঃ বিজেপির লড়াই সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে নয়। রাজ্য সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পরই বার্তা দিলেন শমীক ভট্টাচার্য। সংখ্যালঘুদের পাশে নিয়ে লড়ার কথাই বললেন তিনি। আজ, বৃহস্পতিবার সায়েন্স সিটি-তে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদের উপস্থিতিতে শমীক ভট্টাচার্যের নাম বঙ্গ বিজেপির পরবর্তী সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এরপরই মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংখ্যালঘুদের বিশেষ বার্তা দেন শমীক। এদিন শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ''বিজেপির লড়াই সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নয়। আমরা লড়ছি, আপনাদের জন্য। আমরা চাই আপনাদের বাড়ির ছেলেদের হাত থেকে পাথর কেড়ে বই দিতে। যারা তলোয়ার নিয়েছে, তাদের হাতে কলম ধরিয়ে দিতে চাই। এটাই বিজেপির লড়াই। এটা করে দেখাবে।'' শমীক আরও বলেন, ''দুর্গা পুজো আর মহরমের মিছিল একই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবে। কোনও বিভাজন নেই। বাংলায় বহুত্ববাদকে বাঁচাতে হবে। সংখ্যালঘুরা নজরুলের কথা শুনবে। উগ্রপন্থীর ভাষা শুনবে না।'' সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে শমীক বলেন, ''পরবর্তী প্রজন্ম কী করবে সেটা ভাবুন। যারা আমাদের ভোট দিচ্ছেন না, তারা ভোট দেবেন না। কিন্তু নিজেদের প্রশ্ন করুন, যারা খুন হয়েছে, তাদের মধ্য ৯০ শতাংশ

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদের ঘোষণার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির নতুন সভাপতি হলেন শমীক ভট্টাচার্য। ছবি- সৌরভ দত্ত

মুসলমান খুন হয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে বাংলাকে মুক্ত করতে চাই।'' এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে কার্যত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন শমীক। যুব মোর্চার সভাপতি থেকে কীভাবে রাজ্য সভাপতি হলেন, সে কথা বলতে গিয়ে আবেগে ভাসেন শমীক। জানান, কীভাবে মঞ্চে নার্ভাস হয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। এরপর দলের কর্মীদের বার্তা দিয়ে নতুন রাজ্য সভাপতি বলেন, ''যারা পুরনো, তারা মনে রাখবেন নতুন মানুষ পার্টিতে না এলে পার্টি বাড়বে না। আমরা তো আর কুমোরটুলি থেকে কর্মী বানিয়ে আনব না। দলে সব স্তরের মানুষের দরকার।'' সেই সঙ্গে নতুন নেতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ''মনে রাখবেন পুরনো মানুষগুলো পরাজয় হবে জেনেও, জমানত বাজেয়াপ্ত হবে জেনেও, পতাকা ধরে রেখেছিলেন। তাদের জন্যই বিজেপি আজ এই জায়গায়। এখন যার হাতে পতাকা সেই বিজেপি, যে সক্রিয় সেই বিজেপি। আপনি পাড়ায় প্রাসঙ্গিক কি না, মানুষ আপনাকে চেনে কি না, মানুষ আপনাকে বিজেপি বলে পরিচয় দেয় কি না, সেটাই বড় প্রশ্ন।'' এদিন তিনি আরও বলেন, ''অনেক লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে চলেছে বিজেপি। রাজনৈতিক দল হিসেবে একসময় বাংলায় কোনও গুরুত্বই ছিল না বিজেপির। আজ আমরা ২ থেকে ৩০৩ -এ পৌঁছেছি।''

বকেয়া না মেটানোয় আদালত অবমাননার মামলা, সুপ্রিম শুনানির দিকে তাকিয়ে সরকারি কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাইঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করায় ফের আদালতের দোরগোড়ায় পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মীরা। আদালতের নির্দেশের পরও রাজ্য বকেয়া মহার্ঘ ভাতা না মেটানোয় এবার সরাসরি আদালত

অবমাননার মামলা দায়ের করল 'কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ওয়েস্ট বেঙ্গল'। শীর্ষ আদালত গত ১৬ মে নির্দেশ দিয়েছিল, ছয় সপ্তাহের মধ্যে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে হবে। সেই সময়সীমা শেষ হয়েছে ২৭ জুন। কিন্তু কর্মীদের অভিযোগ, এখনও পর্যন্ত একটি টাকাও হাতে পাননি তাঁরা। ফলে বাধ্য হয়েই তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। প্রসঙ্গত, সময়সীমা পেরানোর আগেই সুপ্রিমকোর্টে রাজ্যর আর্জি ছিল, বকেয়া ডিএ মেটানোর জন্য আরও ছ'মাস সময় দেওয়া হোক। রাজ্যের তরফে আদালতে জানানো হয়, বকেয়া ডিএ দিতে হলে রাজ্যের আর্থিক কাঠামো ভেঙে পড়বে। তাদের দাবি, প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার দায়ভার বর্তাবে রাজ্যের উপর। একাংশ কর্মচারীদের ২৫ শতাংশ ডিএ মেটাতে গেলেও ১০ হাজার কোটির বেশি অর্থের প্রয়োজন, যা ২০২৫-২৬ বাজেটে ধরা হয়নি। ফলে ঋণ ছাড়া উপায় নেই, আর কেন্দ্রীয় অনুমতি ছাড়া সে ঋণ নেওয়া সম্ভব নয়। রাজ্যের যুক্তি, ডিএ কোনও মৌলিক অধিকার নয়, বরং তা 'ঐচ্ছিক'। কেন্দ্রের হারে ডিএ দেওয়ারও কোনও দায় নেই রাজ্যের, কারণ কেন্দ্র-রাজ্যের আর্থিক কাঠামো এক নয়। রাজ্য 'রোপা ২০০৯' অনুযায়ী নিজস্ব নিয়মে ডিএ দেয়। এ ব্যাপারে বৃহস্পতিবার সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, ''রাজ্য সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অমান্য করেছে। তাই আদালত অবমাননার নোটিস ধরানো হল। আর আদালতে রাজ্যের আবেদন ধোপে টিকবে না। কারণ, ডিএ যে আইন স্বীকৃত সেটা সুপ্রিমকোর্ট মেনে নিয়েছে। কিন্তু ডিএ সরকারি কর্মচারীদের মৌলিক অধিকার কিনা সেটা পরবর্তী শুনানিতে আদালত জানাতে পারে। তাই ৪ আগস্ট মামলার পরবর্তী শুনানির আমরা নজর রাখছি।'' ভাস্করবাবুর মতে, ডিএ সরকারি কর্মচারীদের মৌলিক অধিকার, আদালত একথাকে স্বীকৃতি দিলে শুধু বাংলা নয়, সারা দেশের সরকারি কর্মচারীদের জন্য নয়া নিয়ম লাগু হয়ে যাবে। সরকারি কর্মচারীদের তরফে এই প্রশ্নও তোলা হচ্ছে যে যখন অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের বেতন ফেরত নিতে দেরি করছে সরকার, তখন আর্থিক সঙ্কট দেখিয়ে প্রকৃত কর্মীদের প্রাপ্য আটকে রাখা কি ন্যায়সঙ্গত? এই দ্বিচারিতার প্রশ্নেই পরবর্তী শুনানিতে রাজ্যের চাপ বাড়ানোর কৌশল নিচ্ছেন সরকারি কর্মচারীরা। পাল্টা হিসেবে রাজ্যই বা আদালতে কী বলে, তা নিয়েও কৌতূহল রয়েছে সব মহলে।

আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা, কমতে পারে শুল্ক, চিনকে পিছনে ফেলতে হাত মেলাচ্ছে দুই দেশ!

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাইঃ এপ্রিলেই একাধিক দেশের উপর পারস্পরিক শুল্ক চাপিয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প। যার মধ্যে ছিল ভারতও। ভারতের উপর প্রায় ২৬ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছিল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। যদিও পরবর্তীতে সেই শুল্ক ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করে দেওয়া হয়। আর এবার এক সংবাদসংস্থা সূত্রে খবর, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ভারত ও আমেরিকার মধ্যে একটি অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে। ভারতের উপর প্রস্তাবিত

আমেরিকান শুল্কের যে ৯০ দিনের স্থগিতাদেশ রয়েছে তা ওঠার কথা আগামী ৯ জুলাই। আর তার আগেই ভারতের সঙ্গে একটি চুক্তি করে ফেলতে চাইছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। অবশ্য, দুই দেশই বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়েই দ্বিধাগ্রস্ত। আমেরিকা চাইছে ভারত তাদের বাজার জেনেটিক্যালি পরিবর্তিত খাদ্য শস্যের জন্য উন্মুক্ত করে দিক। কিন্তু এমনটা হলে ক্ষতি হবে আমাদের দেশের কৃষকদেরই। আর সেই কারণেই এই বিষয়ে এগোতে চাইছে না ভারত। এ ছাড়াও আমেরিকা ভারতের কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজারে প্রবেশ করতে চাইছে। আর এমনটা হলে গ্রামীণ জীবিকা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়বে। আর এমনটা হোক, চায় না কেন্দ্র। ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট অর্গানাইজেশনস অনুমান করছে আমেরিকার সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে গেলে আগামী ৩ বছরের মধ্যে সে দেশের ভারতের রফতানির পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যাবে। একটি সূত্র বলছে, ট্রাম্পের এই পারস্পরিক শুল্ক চালু হয়ে গেলে চাপে পড়বে একাধিক দেশ, যারা আমেরিকায় বিভিন্ন পণ্য রফতানি করে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় নাম হল চিন। আর এই চুক্তি চালু হওয়ার আগে ভারত-আমেরিকার আভ্যন্তরীণ চুক্তি সম্পন্ন হলে ভারত অনেক কম শুল্কে আমেরিকায় বিভিন্ন পণ্য রফতানি করতে পারবে। যা চিনকে একটা বিরাট ধাক্কা দিতে পারে।

শান্তনু সেনের রেজিস্ট্রেশন বাতিল, আপাতত করতে পারবেন না ডাক্তারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাইঃ চিকিৎসক তথা রাজনৈতিক নেতা শান্তনু সেনের বিরুদ্ধে ওঠে বড় অভিযোগ। বৃহস্পতিবার তাঁকে ডেকেছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিল। আর সেখানেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন শান্তনু। তাই তাঁর রেজিস্ট্রেশন সাসপেন্ড করা হল। আপাতত ২ বছরের জন্য সাসপেন্ড করা থাকবে রেজিস্ট্রেশন, ফলে চিকিৎসক হিসেবে ২ বছর প্র্যাকটিস করতে পারবেন না শান্তনু সেন। দিনের পর দিন ভুয়ো ডিগ্রি ব্যবহার করে মানুষের চিকিৎসা করছিলেন, এমনই অভিযোগ ওঠে শান্তনুর বিরুদ্ধে। এদিন ভুয়ো বিদেশি ডিগ্রি ব্যবহারের সেই অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলেই জানিয়েছেন রোগী কল্যাণ সমিতিক চেয়ারম্যান সুদীপ্ত রায়। ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিল'কে না জানিয়ে ওই ডিগ্রি ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে।

অভিযোগ ওঠার পর শান্তনু সেন দাবি করেন, কাউন্সিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁকে তলব করেছে, কোথাও কোনও অনিয়ম হয়নি। মেডিক্যাল কাউন্সিল প্রতিহিংসামূলক আচরণ করছে বলেও মন্তব্য করেছিলেন তিনি। এফআরসিপি ডিগ্রি নিয়ে শান্তনুর সাফাই হল, এই ডিগ্রি সাম্মানিক, রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই ব্যবহার করা যায়। কাউন্সিলের চিঠি পাওয়ার পর যথাযথভাবে আবেদন করে রেজিস্ট্রেশন নথিভুক্ত করার জন্য ১০ হাজার টাকা জমা করেছেন তিনি। সেই টাকাও ফেরত দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ শান্তনুর। বৃহস্পতিবার দুপুর ২টোয় ডাকা হয়েছিল তাঁকে। তৃণমূলের আর এক চিকিৎসক নেতা নির্মল মাজি বলেন, ''শান্তনু সেনকে সাসপেন্ড করা ঠিক সিদ্ধান্ত। ওঁর আচরণের জন্য দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। উনি যাঁকে আক্রমণ করছেন, তিনি আমাদের সবার নেতা।'' শান্তনু সেনের দাবি, তাঁর ডিগ্রি বৈধই, রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদনও করেছিলেন, আরটিআই-ও করেছিলেন। কিন্তু তিনি কোনই উত্তর পাননি। তাঁর কথায়, ''আমার রেডিওলজির যোগ্যতা রয়েছে। যদি অন্যায় করতাম, আমি আমার অজ্ঞতাটা মেনে নিয়ে কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে চলে যেতাম।''

ওড়িশায় বাংলা ভাষাভাষীর শ্রমিকদের হয়রানির প্রতিবাদে সে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি মনোজ পন্থের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাইঃ ওড়িশায় কাজ করতে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের উপর ভাষাগত বৈষম্য ও পুলিশের হয়রানির ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এই প্রসঙ্গে এক তীব্র প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন ওড়িশার মুখ্যসচিব মনোজ আহুজার কাছে। চিঠিতে মনোজ পন্থ উল্লেখ করেন, রাজ্যের শ্রমিকরা যারা মূলত নিম্ন আয়ের পরিবারের অন্তর্গত, যাঁরা দিনমজুর, রিকশাচালক, নির্মাণ শ্রমিক বা গৃহকর্মীর মতো কাজ করেন, তাঁরা জীবিকার তাগিদে ওড়িশার বিভিন্ন জায়গায় পাড়ি দিয়েছেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাঁদের বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে সন্দেহভাজন হিসেবে দেখা হচ্ছে। তাঁদের চিহ্নিত করে 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী' বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হচ্ছে, এমনকি গ্রেফতারও করা হচ্ছে। চিঠির বক্তব্য অনুযায়ী, শুধুমাত্র বাংলা বলার জন্য যদি কাউকে বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে ধরা হয়, তাহলে তা একদিকে আইনি বিচ্যুতি, অন্যদিকে একটি ভাষা ও জনগোষ্ঠীকে ঘিরে নির্মিত সামাজিক বৈষম্যও বটে। তিনি বলেন, ''এটা শুধু অনুচিত বা অন্যায় নয়, বরং পুরোপুরি পক্ষপাতদুষ্ট এবং অপমানজনক।'' চিঠিতে উঠে এসেছে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। বিভিন্ন জেলা থেকে পাওয়া অভিযোগে দেখা গেছে, পশ্চিমবঙ্গের বহু বাসিন্দা যাঁরা আইন অনুযায়ী সঠিক পরিচয়পত্র যেমন আধার, ভোটার আইডি, রেশন কার্ড ইত্যাদি সঙ্গে রেখেছেন, তাঁরাও ওড়িশা পুলিশের হেনস্থার মুখে পড়ছেন। সরকারি রেকর্ডে পর্যন্ত তাঁদের থাকার প্রমাণ রয়েছে, তবু তাঁদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এমনকি অনেক সময় তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে, তাঁদের গ্রেফতার করা হচ্ছে বা কাজ হারানোর পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। পুলিশের এই ধরনের আচরণ স্থানীয় প্রশাসনের প্রশ্রয়ে আরও বেড়ে চলেছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে চিঠিতে। চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয় যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যে এই ধরনের একাধিক ঘটনার তথ্য হাতে পেয়েছে, যেখানে শ্রমিকরা যথাযথ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও হয়রানির শিকার হয়েছেন। অথচ এখনও পর্যন্ত এই সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান বা স্বস্তি মেলেনি। এই প্রেক্ষিতে মুখ্যসচিব ওড়িশা সরকারের কাছে স্পষ্ট দাবি জানিয়েছেন, যাঁদের বিরুদ্ধে সন্দেহ রয়েছে, তাঁদের ন্যায্য ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যাচাই করা হোক। যথাযথ কাগজপত্র জমা দিলে কোনও ব্যক্তিকে 'অবৈধ' বলা যাবে না। পুলিশ বা স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে যাতে স্বেচ্ছাচারিতা না হয়, সেই বিষয়ে কড়া নজরদারি রাখা হোক। বাংলা ভাষাভাষী শ্রমিকদের উপর ভিত্তিহীন অভিযোগের তদন্ত হোক ও দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। যাঁরা হেনস্থার শিকার হয়েছেন, তাঁদের উপযুক্ত আইনি সহায়তা ও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। চিঠির শেষে মনোজ পন্থ লেখেন, 'এই বিষয়ে অবিলম্বে সংবেদনশীল ও মানবিক হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন। আশা করি আপনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরিস্থিতির দ্রুত নিষ্পত্তি করবেন।' এই চিঠি সামনে আসার পর বিষয়টি রাজনৈতিক মহলেও আলোড়ন তুলেছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, এ কীভাবে সম্ভব, একজন ভারতীয় নাগরিক শুধুমাত্র তাঁর মাতৃভাষায় কথা বলছেন বলেই তাঁকে সন্দেহ করা হবে? মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, এটা জাতীয় সংহতির ওপর সরাসরি আঘাত। বাংলাভাষীদের স্বার্থ রক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কী পদক্ষেপ করে এবং ওড়িশা সরকার কতটা সহযোগিতা করে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

শমীক বঙ্গ-বিজেপি সভাপতি হতেই 'বিস্ফোরক' প্রাক্তন প্রেমিকা অনন্যা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাইঃ বঙ্গ বিজেপির নয়া সভাপতি হিসেবে শমীক ভট্টাচার্যের নাম সামনে আসতেই ময়দানে তৃণমূল কর্মীদের বড় অংশ। অবিবাহিত বিজেপি নেতার প্রেম নিয়ে চর্চা চলছে। ভাইরাল হয়েছে প্রাক্তন প্রেমিকা অনন্যা চক্রবর্তীর সঙ্গে শমীকের কল রেকর্ডিং। অনন্যার সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের কথোপকথন হাতিয়ার করে প্রচার চলছে। শমীক ভট্টাচার্যকে চরিত্রহীন প্রমাণের চেষ্টা চলছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ খেলেছেন তাঁর প্রাক্তন অনন্যা চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার সকালে অনন্যা চক্রবর্তী ফেসবুকে লেখেন, 'বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি হওয়ার জন্য শমীক ভট্টাচার্যকে অনেক শুভেচ্ছা। আগামীর যাত্রা শুভ হোক। তোমার জন্য আমি খুব গর্বিত বাবু। এটা তোমার প্রাপ্য ছিল। আমরা সম্পর্ক বানাই, সম্পর্ক ভাঙে, কষ্ট পাই। একজন অন্য জনের শত্রু হয়ে যাই। বাইরের লোক জন সেটার ফায়দা তোলে। লোক জন উস্কানি দেয়। ভালো মুহূর্ত গুলো, হাতে হাত ধরে চলা, বিনিদ্র রাত জাগা সে গুলো কি ভোলা যায়?? দিনের শেষে বন্ধুত্বটা বেঁচে থাকে।' উত্তর ২৪ পরগনার

ইছাপুরের বাসিন্দা অনন্যা। পেশায় স্কুল শিক্ষিকা। সম্পর্কে ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সমর মুখোপাধ্যায়ের নাতনি। কম বয়সে এক সেনা জওয়ানের সঙ্গে বিয়ে হয় অনন্যা চক্রবর্তীর। বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি মা হন। তারপর ডিভোর্স। একাই বড় করেছেন ছেলেকে। তাঁর ছেলেও এখন ভারতীয় সেনার জওয়ান। এই অনন্যার সঙ্গেই প্রায় বছর দশেক আগে সম্পর্কে জড়ান শমীক। ইছাপুর কণ্ঠাদ্ধারে অনন্যার ফ্ল্যাটে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। অনন্যার ছেলের বিয়েতেও গুরুদায়িত্ব নেন শমীক। অনন্যারও যাতায়াত ছিল শমীকের বাড়িতে। অনন্যা চক্রবর্তীর দাবি, এতকিছুর পরেও বিয়েতে আপত্তি ছিল শমীকের। এ নিয়েই বিবাদ শুরু। সেটা ২০১৮ সালে। দূরত্ব বাড়ে। এর মাঝে ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে দমদম থেকে প্রার্থী হন শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর হয়ে প্রচারেও নামেন অনন্যা। এরপর আবার বিরোধ। শোনা যায় অনন্যার সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টা সামনে আসতেই বছর পাঁচেক আগে দলীয় পদ হারান শমীক। অন্যদিকে ছেলে-বউমা-নাতি আর স্কুল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন অনন্যাও। ফাঁকা সময়ে দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন। কখনও কাশ্মীর তো কখনও ভিয়েতনাম। এর মাঝে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। বঙ্গ বিজেপিতেও অনেক বদল হয়েছে। শমীক ভট্টাচার্য হয়েছিলেন রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র। তাঁকে রাজ্যসভাতেও পাঠিয়েছে দল। সেই শমীক এখন বঙ্গ বিজেপির সেনাপতি। তাঁর সভাপতিত্বে বাংলায় ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে লড়বে পদ্ম শিবির। শমীকের এই সাফল্যে খুশি অনন্যা। জানিয়েছেন শুভেচ্ছা।

ঘূর্ণিঝড়, বন্যাকে জয় করে কৃষিতে নতুন রেকর্ড গড়ল বাংলা, কৃষকদের কুর্নিশ মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাইঃ কৃষিক্ষেত্রে আবারও নজির গড়ল বাংলা। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে রাজ্যে ধান উৎপাদন হয়েছে ২৫৬.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন-এত পরিমাণ ধান এর আগে কোনও বছরে উপন্ন হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই এই ঐতিহাসিক সাফল্যের কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়ে কৃষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। ঘূর্ণিঝড় দানা এবং একাধিক জেলায় ভয়াবহ বন্যার পরেও এই রেকর্ড ফলন বাংলার কৃষি ব্যবস্থার শক্তি ও কৃষকদের অদম্য মনোবলেরই প্রমাণ বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর। তাঁর কথায়, ''এই সাফল্যের পিছনে আছে 'কৃষক বন্ধু', 'বাংলা শস্য বিমা', 'সুফল বাংলা', খাজনা মুকুব, কৃষিযন্ত্রানীকরণ এবং সরকারি ক্রয়ের মতো মানুষের পক্ষে নেওয়া নানা নীতি।''

দিল্লির এইমস থেকে ছুটি পেলেন বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই ঃ শারীরিক অবস্থার উন্নতির পর অবশেষে দিল্লির এইমস থেকে ছুটি পেলেন প্রাক্তন বিচারপতি ও তমলুকের বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। গত মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে এখনই কলকাতায় ফিরছেন না তিনি-অস্থায়ীভাবে দিল্লির সরকারি বাসভবনেই থাকছেন।অগ্ন্যাশয়ের সমস্যায় ভুগছিলেন অভিজিৎ। প্রথমে কলকাতার এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। পরে পরিবার ও দলের সিদ্ধান্তে তাঁকে দিল্লির এইমস -এ নিয়ে যাওয়া হয়।সেখানে একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে চিকিৎসা চলে, শরীর থেকে 'ফ্লুইড' অপসারণও করা হয়। কলকাতার হাসপাতালেও একই ধরনের চিকিৎসা হয়েছিল আগেই। এক সপ্তাহ আগে তাঁকে আইসিইউ থেকে জেনারেল ওয়ার্ডে সরানো হয়েছিল।

উত্তরসূরির কথা ঘোষণা দলাই লামার

ধর্মশালা, ৩ জুলাই ঃ নিজের উত্তরসূরির কথা ঘোষণা করলেন বৌদ্ধ ধর্মগুরু দলাই লামা। গত বুধবার দলাই লামা নিশ্চিত করেছেন, তাঁর অবর্তমানেও তাঁর এক জন উত্তরসূরি থাকবেন, যিনি বিশ্ব জুড়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার এবং প্রাচীন ঐতিহ্য অব্যাহত রাখবেন।অনেকেই বর্তমান দলাই লামাকে ছাড়া ভবিষ্যতে কী হবে, সেই আশঙ্কা করেছিলেন। এদিন দলাই লামা তাঁর অবর্তমানেও কার্যালয় চালু রাখার নির্দেশ দেন। এছাড়া এও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, দলাই লামার কার্যালয় ছাড়া উত্তরসূরির উপরে কারওরই প্রভাব খাটবে না।

শিবু সোরেনের স্বাস্থ্য স্থিতিশীল, দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা

রাঁচি, ৩ জুলাই ঃ রাজ্যসভার সাংসদ শিবু সোরেনের স্বাস্থ্য স্থিতিশীল। তিনি দিল্লির স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ৮১ বছর বয়সী শিবু সোরেনের কিডনি সহ অনেক গুরুতর রোগ রয়েছে। তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার পর তাঁকে রাঁচি থেকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, বিধায়ক কল্পনা সোরেন এবং বসন্ত সোরেন গত বেশ কয়েকদিন ধরে দিল্লিতে রয়েছেন। তাঁরা গুরুজির স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখছেন। ঝাড়খণ্ডের নেতারা দিল্লিতে হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করছেন এবং শিবু সোরেনের স্বাস্থ্যের খবর নিচ্ছেন। ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন স্থানে তাঁর দ্রুত আরোগ্যের জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হচ্ছে।

হিমাচলে প্রবল বর্ষার প্রলয়

শিমলা,৩ জুলাই ঃ বর্ষা নামতেই হিমাচল প্রদেশ যেন হাঁপিয়ে উঠেছে প্রকৃতির তাণ্ডবে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় পাহাড়ি রাজ্যের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে প্রবল বৃষ্টির বেগ। শিমলা, মাণ্ডি, কাংড়া, হমিরপুর, সোলান ও সিরমৌর এই ছয় জেলায় জারি হয়েছে বন্যা সতর্কতা। বৃহস্পতিবার হিমাচল আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার গোটা রাজ্যেই ভারী বৃষ্টির জেরে হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে। ৫ জুলাই থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা। অর্থাৎ একটানা অতি ভারী থেকে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।বুধবার রাত থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টিতে রাজ্যের বহু এলাকা ভিজে একসার। কুল্লুর স্নো গ্যালারির কাছে নদীতে আকস্মিক জলস্তর বৃদ্ধির ফলে মানালি-কেলং রোড বন্ধ হয়ে যায়।

ঘানার সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানে সম্মানিত নরেন্দ্র মোদী, বন্ধুত্ব আরও মজবুত করার বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাইঃআন্তর্জাতিক মঞ্চে আরও একবার ভারতের কূটনৈতিক অবস্থানকে গৌরবান্বিত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ঘানা সরকারের তরফে দেশটির সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান 'দ্য অফিসার অব দ্য অর্ডার অব দ্য স্টার অব ঘানা' প্রদান করা হয়েছে তাঁকে। ঘানার রাজধানী আক্রায় আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এই সম্মান তুলে দেন ঘানার রাষ্ট্রপতি জন দ্রামানি মাহামা।এই অসাধারণ সম্মান প্রাপ্তির পর প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, তিনি গভীরভাবে সম্মানিত ও আবেগাপ্লুত। সেই সঙ্গে তিনি এও বলেছেন, এই সম্মান শুধুমাত্র তাঁর একার নয়, এটি ভারতের ১৪০ কোটিরও বেশি মানুষের সম্মান, এবং ভারতের সঙ্গে ঘানার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ, ঐতিহাসিক সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি। প্রধানমন্ত্রী মোদী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, এই সম্মান তাঁর কাছে এক নতুন দায়িত্বের বোধ নিয়ে এসেছে। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীর, উষ্ণ এবং ফলপ্রসূ করে তোলাই এখন তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তাঁর কথায়, এই সম্মান কেবল ব্যক্তিগত নয়, বরং ভারত ও ঘানার মধ্যে রক্ত-মাংসের মত সম্পর্কের প্রতীক। আমি এই সম্মান উৎসর্গ করছি দুই দেশের নাগরিকদের বন্ধুত্ব, বিশ্বাস ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার প্রতি।ঘানার এই সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের ক্রমবর্ধমান মর্যাদাকেই আরও একবার তুলে ধরল। আফ্রিকা মহাদেশে ভারতের সক্রিয় উপস্থিতি এবং সহযোগিতামূলক নীতির ফলস্বরূপ গত কয়েক বছরে অনেক আফ্রিকান দেশের সঙ্গেই ভারতের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় উঠেছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সম্মান শুধু কূটনৈতিক সৌজন্য নয়, বরং একটি রাজনৈতিক বার্তাও বয়ে এনেছে। ঘানা, আফ্রিকার অন্যতম প্রাচীন গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বহুদিন ধরেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজস্ব অবস্থান ধরে রেখেছে। সেই দেশের তরফে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এই সম্মান প্রদান এই বার্তা দেয় যে, ভারত-ঘানা সম্পর্ক শুধু কৌশলগত নয়, মানবিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনেও মজবুত।ঘানার রাষ্ট্রপতি জন দ্রামানি মাহামা বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অসাধারণ নেতৃত্ব দেখিয়েছেন। ভারত এবং ঘানার সম্পর্ক গত দশকে যে অভাবনীয় অগ্রগতি করেছে, তার পেছনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। আমরা গর্বিত, তাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করতে পেরে।প্রসঙ্গত, মোদী সরকারের প্রথম থেকেই আফ্রিকান দেশগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করা, যৌথ উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সহায়তা এবং বাণিজ্যিক পরিসর প্রসারিত করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় প্রযুক্তি, ওষুধ, শিক্ষা এবং কৃষি সহায়তা ঘানার মতো দেশগুলিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারির সময় ভারত যেভাবে ঘানাসহ অন্যান্য আফ্রিকান দেশকে ভ্যাকসিন সরবরাহ করেছে, তা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ভারতের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দায়বদ্ধতার নিদর্শন হয়ে দাঁড়ায়।এই সম্মান প্রাপ্তির মাধ্যমে ভবিষ্যতে দুই দেশের মধ্যে আরও নতুন চুক্তি, বিনিয়োগ, শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিময় ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার সম্ভাবনাও তৈরি হলো বলে মনে করছেন কূটনৈতিক মহল।সম্মান গ্রহণ করে মোদী আরও বলেন, আজকের দিনে আন্তর্জাতিক কূটনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্মান। ভারতের সংস্কৃতি চিরকালই বিশ্ববন্ধুত্বের ধারক ও বাহক। ঘানার মানুষের উষ্ণতা ও শুভেচ্ছা আমি হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করছি। ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে আমি ঘানার জনগণকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিশ্লেষকদের মতে, এই সম্মান অর্জন শুধু প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত প্রভাবকেই আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি দেয়নি, বরং ভারতকে ভবিষ্যতের উন্নয়নশীল বিশ্বের নেতা হিসেবে তুলে ধরার পথেও এক নতুন দিশা দেখাল।বস্তুত, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব, ভারতের কূটনৈতিক অভিযাত্রা এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার ভবিষ্য সম্ভাবনা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে।যতই বিশ্বের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ তৈরি হোক না কেন, এই সম্মান প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধিতে ভারতের জন্য এক ব। প্রাপ্তি হয়ে থাকল। ঘানা ও ভারতের এই মৈত্রী আরও দৃঢ় হবে-এই বার্তাই দিল ৩ জুলাইয়ের সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর সম্মান গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়েছে।

ঘানার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই ঃআফ্রিকার ঘানা সফরে গিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত তিন দশকে এই প্রথম ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী এ দেশে গেলেন। তাঁকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন ঘানার রাষ্ট্রপতি জন দ্রামানি মাহামা। দু'জনের বৈঠকও হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী জানান, আমরা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সংযোগ উন্নত করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেছি। ফিনটেক, দক্ষতা উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। ভারত এবং ঘানা খনিজ, প্রতিরক্ষা, সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং জ্বালানির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার বিশাল সুযোগ দেখতে পাচ্ছে। সাংস্কৃতিক সংযোগ বৃদ্ধির বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে বলে জানান।

১৮টি কোচ নিয়ে ছুটবে লালকুয়াঁও-প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস, বাড়ছে যাত্রী সুবিধা

হলদোয়ানি,৩ জুলাই রেলযাত্রীদের জন্য সুখবর। লালকুয়াঁও থেকে প্রয়াগরাজগামী বিশেষ ট্রেনে এবার থাকছে আরও দু'টি অতিরিক্ত এসি থ্রি টায়ার কোচ। এই পরিবর্তনের ফলে ট্রেনটির মোট কামরার সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ১৮টি। স্থায়ী ভাবে কোচ সংখ্যা বাড়ানোর এই সিদ্ধান্ত রেল কর্তৃপক্ষের মতে যাত্রীদের সুবিধা বাড়াবে এবং চাপ কমাবে।গত বুধবার রেল সদর দফতরের এক জনসংযোগ আধিকারিক জানান, আগামী ৪ জুলাই থেকে এই ট্রেনে থাকবে। ৪টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির কোচ, ৫টি স্লিপার ক্লাস, ৪টি এসি থ্রি টায়ার, ২টি ইকনমি এসি থ্রি টায়ার, ও একটি ফার্স্ট এসি কাম সেকেন্ড এসি কোচ।এছাড়াও , ইজ্জতনগর মন্ডলের অধীনে চলা একাধিক স্পেশাল ট্রেনের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। লালকুয়াঁও-কলকাতা সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন (০৫০৬০) চলবে ১০ জুলাই থেকে ২৮ আগস্ট পর্যন্ত, প্রতি বৃহস্পতিবার। উল্টো দিকে কলকাতা-লালকুয়াঁও (০৫০৫৯) চলবে ৮ থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত। লালকুয়াঁও-রাজকোট ট্রেন চলবে ৬ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই, প্রতি রবিবার। লালকুয়াঁও-বনারস সিটি ট্রেন পাওয়া যাবে ৮ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত, সপ্তাহে তিন দিন-মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও রবিবার। রেল দফতরের আশা, এই নতুন ব্যবস্থায় উত্তর ভারতের যাত্রীদের যাতায়াতে সুবিধা হবে।

অমরনাথ যাত্রাঃতীর্থযাত্রীদের প্রথম দলকে পতাকা দেখিয়ে যাত্রার সূচনা করলেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর সিনহা

জম্মু, ৩ জুলাই ঃশ্রী অমরনাথ যাত্রার তীর্থযাত্রীদের প্রথম দলকে পতাকা দেখিয়ে যাত্রার সূচনা করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। লেফটেন্যান্ট গভর্নর সিনহা এর আগে জম্মুর যাত্রী নিবাস বেস ক্যাম্পে পূজা-অর্চনা করেন। তীর্থযাত্রীরা বেস ক্যাম্প ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হর-হর মহাদেব এবং বম-বম ভোলের ধ্বনিত মুখরিত হয়।এদিন সকালে জম্মুর ভগবতী নগর বেস ক্যাম্প থেকে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে মোট ৫৮৯২ জন তীর্থযাত্রী অমরনাথ যাত্রার উদ্দেশ্যে রওনা হন। এর মধ্যে ২৪৮৭ জন ভক্ত বালতাল রুটে এবং ৩৪০৩ জন পহেলগাম রুটে রওনা হন। কাশ্মীর উপত্যকা থেকে শ্রী অমরনাথের পবিত্র গুহায় তীর্থযাত্রা ৩ জুলাই শুরু হবে। বালতাল এবং পহেলগাম রুট দিয়ে তীর্থযাত্রা শুরু হয়েছে।এদিনের অনুষ্ঠানে লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা বলেন, জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন, শ্রী অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড এবং জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দারা তীর্থযাত্রীদের জন্য তাদের দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করেছেন। ২০২২ সাল থেকে অমরনাথ যাত্রায় আগত ভক্তদের জন্য সুযোগ-সুবিধা উন্নত করা হয়েছে। গুহায় যাওয়ার দুটি পথ আগে ছয় ফুট প্রশস্ত ছিল যা এখন ১২ ফুট প্রশস্ত। আগে অন্ধকার ছিল, এখন আলোর সংযোগ করা হয়েছে।

পহেলগাম হামলার পর অতিরিক্ত সতর্কতা প্রশাসনের

শ্রীনগর, ৩ জুলাইঃঅতিরিক্ত নিরাপত্তা এবং কঠোর নজরদারির মধ্যে দিয়ে শুরু হল এবারের বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। হিমালয়ের ১২,৭৫৬ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত পবিত্র অমরনাথ গুহার উদ্দেশে প্রতি বছরের মতো এবারও দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী জম্মু ও কাশ্মীরে আসছেন এই বিশেষ তীর্থযাত্রায় অংশ নিতে।এদিন সকালে জম্মুর ভগবতীনগর যাত্রী নিবাস থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রার সূচনা করেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা। ভোররাতেই প্রথম ব্যাচ যাত্রা শুরু করে পবিত্র গুহার দিকে। এবার যাত্রার মেয়াদ ৩৮ দিন, যা দুটি ভিন্ন পথ-পহেলগাম এবং বালতাল-দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।অমরনাথ যাত্রা কেবলমাত্র এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি দেশের সংস্কৃতি ও আস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ পরিচায়ক। প্রতিবছর এই যাত্রায় যোগ দিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্ত কাশ্মীরে ছুটে আসেন। বরফের প্রাকৃতিক গঠনে সৃষ্ট শিবলিঙ্গ দর্শনের আশায় এই কঠিন পাহাড়ি পথে পাড়ি দেন বহু মানুষ।তবে এবারের যাত্রা শুরু হচ্ছে অত্যন্ত কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনির মধ্যে। কারণ, সম্প্রতি পহেলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনার পরে রাজ্য প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলি কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ। ইতিমধ্যেই সেনা, আধা-সেনা, কাশ্মীর পুলিশ, এনএসজি, এবং অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলি সমন্বয়ে একটি ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় গঠন করা হয়েছে।সড়কপথ, হেলিকপ্টার ও ড্রোনের মাধ্যমে চলছে নজরদারি। যাত্রাপথে বহু জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে আধুনিক স্ক্যানিং যন্ত্র, এক্স-রে চেকপয়েন্ট , এবং ফেস রিকগনিশন ক্যামেরা। প্রতিটি গাড়ি ও তীর্থযাত্রীকে কঠোরভাবে চেক করা হচ্ছে, এবং কোনো অজানা বস্তু বা অচেনা ব্যক্তির ওপর রাখা হচ্ছে বিশেষ নজর।এদিন সকালে অমরনাথ যাত্রার দ্বিতীয় ব্যাচ যাত্রা শুরু করে। মোট ৫,২৪৬ জন তীর্থযাত্রী ২৬৮টি গাড়িতে করে রওনা দেন পবিত্র গুহার দিকে। এই বিশাল যাত্রাপথে রয়েছেন ৪৭৪ জন পুরুষ, ৭৯৫ জন মহিলা, ১৯ জন শিশু, ২৪ জন সাধু, ৩৩ জন সাধ্বী এবং একজন রূপান্তরকামী মানুষ।তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ চিকিৎসা শিবির, অক্সিজেন ক্যাম্প, রিলিফ ক্যাম্প এবং বিশ্রামাগার প্রস্তুত রাখা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রতিটি যাত্রীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়পত্র ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সংরক্ষিত রাখা হচ্ছে যাতে যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।এছাড়াও এবছর প্রথম বারের মতো যাত্রীদের জন্য চালু করা হয়েছে বিশেষ মোবাইল অ্যাপ, যার মাধ্যমে রুট ম্যাপ, আবহাওয়ার খবর, এবং যাত্রাপথে নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য পেতে পারছেন তীর্থযাত্রীরা।

তেলের চাহিদা তুঙ্গে হলেও তেল প্রাপ্তিতে পিছিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ওয়াশিংটন, ৩ জুলাই ঃ আমরা সবাই জানি, পশ্চিম এশিয়া তেলের ভাণ্ডার। কিন্তু তাদের টেক্কা দিয়ে যে ' টার স্যান্ডস'-এ কানাডা বহু এগিয়ে সেটা আমরা ক'জন জানি? তেলের ব্যবহারকারী হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহু এগিয়ে। কিন্তু অপরিশোধিত তেল প্রাপ্তিতের এই দু' অনেকটাই পিছিয়ে।' টার স্যান্ডস' কাকে বলে? এটি হলো তেল বালিয়ারি। এক ধরণের অপ্রচলিত পেট্রোলিয়াম। এতে বালি, কাদামাটি, জল এবং বিটুমিনের মতো ঘন তেলের মিশ্রণ থাকে। বিটুমিন হল একটি হাইড্রোকার্বন যা পেট্রোল এবং অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্যে পরিশোধিত করা যায়।কানাডায় এর বিপুল ভাণ্ডার! কিন্তু 'ওপেক' (অর্গানাইজেশন অফ পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ)-এর সদ্যপ্রকাশিত সমীক্ষায় তেলের ভাণ্ডারের দেশভিত্তিক তালিকায় তাদের অবস্থান বিশ্বে চতুর্থ। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নবম স্থানে।এই তেলের ভাণ্ডারের ওপর নিয়ন্ত্রণই নাকি এখন বিশ্বের ক্ষমতাশালী দেশগুলোর পাখির চোখ!

রাজ্যের সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট ইউনিয়ন রুম বন্ধের নির্দেশ

কলকাতা, ৩ জুলাই ঃ রাজ্যের সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট ইউনিয়ন রুম বন্ধের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দে-র ডিভিশন বেঞ্চ। এই নির্দেশ কার্যকর করতে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতরকে অবিলম্বে নোটিস জারি করারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত।কসবায় আইন কলেজের ইউনিয়ন রুমে ছাত্রীকে ধর্ষণের মামলার শুনানিতে বৃহস্পতিবার সামনে আসে যে রাজ্যের একাধিক কলেজের ইউনিয়নরুমে বহিরাগতদের আড্ডা এবং অসামাজিক কার্যকলাপ হচ্ছে। এ ব্যাপারে আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন।মামলায় তিনি আদালতে বলেন, রাজ্যের কোনও কলেজেই বর্তমানে স্টুডেন্ট ইউনিয়ন গঠন হয়নি, এমনকি উচ্চ শিক্ষা দফতরের কাছ থেকে আরটিআই-এর জবাবেও তা স্পষ্ট হয়েছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ইউনিয়ন না থাকলে ইউনিয়ন রুম খোলা রাখার যৌক্তিকতা কোথায়?এরপরই মামলার শুনানিতে বিচারপতিরা জানিয়ে দেন, সব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিলম্বে ইউনিয়ন রুম বন্ধ করতে হবে। সেই সঙ্গে রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, ওই ঘর কোনওভাবেই অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। যদি বিশেষ কোনও পরিস্থিতিতে রুম ব্যবহার করার দরকার হয়, তবে সংশ্লিষ্ট কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিত ভাবে আবেদন জানাতে হবে।

মাঝপথে জ্বালানি ভরতে নেমে বাতিল এয়ার ইন্ডিয়ার ওয়াশিংটনগামী বিমান

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই ঃ দিল্লি থেকে ওয়াশিংটনগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ভিয়েনায় জ্বালানি নেওয়ার জন্য অবতরণ করে বুধবার। সেই সময়ে নিয়মিত পরীক্ষার সময় ওই বিমানটিতে কিছু সমস্যা দেখা গিয়েছিল। এর পরেই বিমানটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে ভোগান্তিতে পড়তে হয় ওই যাত্রীদের।এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে জানা গেছে, বিমানে একটি সমস্যা দেখা দেওয়ায় ভিয়েনা থেকে ওয়াশিংটনগামী এআই ১০৩ বিমানটি বাতিল করা হয়। ভিয়েনায় বিমানের নিয়মিত পরীক্ষার সময়, একটি ত্রুটি দেখতে পাওয়ায় রক্ষণাবেক্ষণ-এর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই ত্রুটি মেরামত করার প্রয়োজন ছিল। সেই কারণে ভিয়েনা থেকে ওয়াশিংটনগামী বিমানটি বাতিল করা হয়। যাত্রীদের বিমান থেকে নেমে যেতে বলা হয়। কারণ মেরামতের কাজ শেষ করতে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন ছিল। আরও জানা গেছে, ওই বিমানটি বাতিল হওয়ার পরে ওয়াশিংটন থেকে দিল্লিগামী বিমানটিও বাতিল করা হয়।

মালিতে ভারতীয়দের অপহরণ, আল-কায়দা ঘনিষ্ঠ জঙ্গি হামলায় উদ্বিগ্ন দিল্লি

নয়াদিল্লি ও বামাকো, ৩ জুলাইঃ পশ্চিম আফ্রিকার অস্থির রাষ্ট্র মালি-তে ফের জঙ্গি তাণ্ডব। একটি সিমেন্ট কারখানায় আচমকা সশস্ত্র হানায় তিন ভারতীয় নাগরিককে অপহরণ করেছে জঙ্গিরা। আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আল-কায়দা-ঘনিষ্ঠ একটি দল এই অপহরণের নেপথ্যে রয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনায় প্রবল উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নয়াদিল্লি। ভারত সরকার মালির প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেছে। অপহৃত ভারতীয়দের নিরাপদে মুক্ত করার জন্য ইতিমধ্যেই কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেছে বিদেশ মন্ত্রক।স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, মঙ্গলবার মালির একটি সিমেন্ট উৎপাদনকারী শিল্প এলাকায় হঠাই হামলা চালায় একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতী। পরিচয় গোপন রেখে দ্রুতগতিতে হামলা চালিয়ে তিন ভারতীয় কর্মীকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। জঙ্গিদের পরিচয় নিশ্চিত না হলেও প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, এই অপহরণে যুক্ত রয়েছে আল-কায়দার সহযোগী সংগঠন ' আল-ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন' বা জেএনআইএম (JNIM)।জেএনআইএম-এর বিরুদ্ধে মালিতে আগেও একাধিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। পশ্চিম আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান জঙ্গি হুমকির মধ্যে জেএনআইএম এখন অন্যতম সক্রিয় এবং বিপজ্জনক ইসলামপন্থী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত।মালির রাজধানী বামাকোতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের শীর্ষ কর্মকর্তারা এই ঘটনায় তাৎক্ষণিক উদ্যোগ নিয়েছেন। অপহৃতদের মুক্ত করতে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে যোগাযোগ চালানো হচ্ছে। এক বিবৃতিতে ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, মালির প্রশাসনের সঙ্গে আমরা নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রেখে চলেছি। অপহৃত ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপদে ও দ্রুত উদ্ধার করতে যা যা প্রয়োজন, তা করা হবে। বিষয়টি আমরা অগ্রাধিকার দিয়ে দেখছি।সেই সঙ্গে মালিতে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের প্রতি সতর্ক থাকার নির্দেশও জারি করেছে ভারত সরকার। পরামর্শে বলা হয়েছে, ভারতীয় নাগরিকরা যেন অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত এড়িয়ে চলেন এবং যদি কোনও বিপদের আশঙ্কা হয়, তাহলে অবিলম্বে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।এই ঘটনা শুধু কূটনৈতিক নয়, মানবিক দিক থেকেও অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কারণ, মালির পরিস্থিতি গত কয়েক বছর ধরেই অনিশ্চিত এবং অস্থির হয়ে উঠেছে। সেনা অভ্যুত্থান, জঙ্গি হামলা, জাতিগত সংঘর্ষ-সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বিদেশি নাগরিক ও বিদেশি সংস্থার কর্মীরা সন্ত্রাসবাদীদের নিশানা হয়ে উঠছেন ক্রমাগত।উল্লেখযোগ্য যে, ২০১৭ সালেও মালিতে অপহরণ হয়েছিল ভারতীয় নাগরিক। পরে কূটনৈতিক স্তরে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তাঁকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল।জেএনআইএম-এর মতো সংগঠনগুলি সাধারণত বিদেশি নাগরিকদের অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি করে অথবা রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও সংগঠন এই অপহরণের দায় স্বীকার করেনি বা কোনও দাবি জানায়নি, তবুও জেএনআইএম-ই যে এর পিছনে রয়েছে, তা কার্যত নিশ্চিত বলে মনে করছে মালির নিরাপত্তা সংস্থা।বিশ্লেষকদের মতে, এই ঘটনা কেবল মালির নিরাপত্তা ব্যবস্থার ত্রুটি নয়, বরং ভারতের আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও প্রবাসী সুরক্ষা নীতিরও একটি কঠিন পরীক্ষা। আফ্রিকা, বিশেষত সাহেল অঞ্চল, ক্রমশ জঙ্গি কার্যকলাপের আঁতুড়ঘর হয়ে উঠছে। ভারতের সেখানে ব্যবসায়িক, পরিকাঠামো ও কূটনৈতিক উপস্থিতি বাড়লেও, একই সঙ্গে এই ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়ছে।ঘটনার খবর জানাজানি হতেই ভারতে নিযুক্ত মালির দূতাবাস থেকেও একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, অপহৃত ভারতীয়দের নিরাপদে উদ্ধারে তারা সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে।এদিকে অপহৃত তিনজনের পরিবার ইতিমধ্যেই ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং দ্রুত তাদের সন্তানদের দেশে ফিরিয়ে আনার আবেদন জানিয়েছে।বর্তমানে জাতীয় স্তরে এই অপহরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। যেখানে ভারতের সরকারের সক্রিয়তা, আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং প্রবাসী সুরক্ষা নীতি সব কিছুই একসঙ্গে গুরুত্ব পাচ্ছে।সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় ভারত আন্তর্জাতিক স্তরে বরাবরই দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। এই প্রেক্ষিতে মালির এই অপহরণ-কাণ্ড যে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক অঙ্গনে ভারতকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে বাধ্য করবে, তা বলাই বাহুল্য।এই মুহূর্তে সমস্ত নজর মালির প্রশাসন এবং ভারতীয় কূটনৈতিক তৎপরতার উপর। তিনজন ভারতীয় নাগরিক কত দ্রুত ও নিরাপদে ফিরতে পারেন, তার দিকেই তাকিয়ে দেশবাসী।

পূর্ব রাজস্থানে ভারী বৃষ্টিপাত, অনেক জেলায় বন্যা পরিস্থিতি

জয়পুর, ৩ জুলাই ঃরাজস্থানের পূর্বাঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যের অনেক জেলায় মুষলধারে বৃষ্টিপাত হওয়ায় অনেক জায়গায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার আবহাওয়া বিভাগ রাজ্যের ৩১টি জেলায় বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করেছে, যার মধ্যে কয়েকটি জেলায় কমলা সতর্কতাও ঘোষণা করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতর অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় চিত্তৌরগড়ের বাসিতে, বেওয়ারের রায়পুরে, ভিলওয়ারার হামিরগড়ে, কোটার মোদকে, চিত্তৌরগড়ের গঙ্গারারে রেকর্ড বৃষ্টিপাত হয়েছে। আবহাওয়া কেন্দ্র জয়পুরের মতে, বৃহস্পতিবার টঙ্ক, সওয়াই মাধোপুর, ঝুনঝুনু এবং সিকার জেলায় খুব ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এসব এলাকায় কমলা সতর্কতা জারি করা হযেছে। একই সময়ে, জয়পুর, ভরতপুর, পালি, জালোর, সিরোহি, বারমের, আলওয়ার, কোটা, বারান এবং উদয়পুরে বজ্রপাত ও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের এক মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি

জম্মু, ৩ জুলাই ঃপুলিশ অভিযুক্ত এক মাদক ব্যবসায়ী এবং তার দুই ভাইয়ের ১ কোটি টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। জম্মু ও কাশ্মীরে বুধবার কাঠুয়া জেলায় ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে মাদক ব্যবসায়ী কোরেপুন্নু গ্রামের বাসিন্দা, নাম লিয়াকত আলী । নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস (এনডিপিএস) আইনের ৬৮-এফ ধারায় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বছরের শুরুতে তার বিরুদ্ধে দায়ের করা চারটি মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত। পুলিশ আরও জানিয়েছে যে, ১.০৬ কোটি টাকার একটি আবাসিক বাড়ি, জমি এবং ট্র্যাক্টর অবৈধভাবে অর্জিত সম্পত্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যা তাদের আয়ের উৎসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এই মাদক মামলায় লিয়াকত আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে মনে করা হয়েছে খবর সূত্র থেকে জানা গেছে মনে হয়।

রাশিফল

মেষঃ আজ আপনি উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখবেন। ক্রেডিট এবং প্রভাব ব্যবহার করে, বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করা হবে। প্রশাসনিক আলোচনা যোগাযোগের উপর জোর দেবে। ব্যবস্থার সমর্থন পাওয়া যাবে। আপনি অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবেন। কাজে স্বচ্ছতা থাকবে। আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন।

বৃষঃ যে অনুভূতিগুলি আপনাকে অনুপ্রাণিত করে সেগুলিকে চিহ্নিত করুন। ভয়, সন্দেহ, রাগ, লোভ ইত্যাদির মত নেতিবাচক ভাবনাগুলিকে আপনার ছাড়া উচিত। শুভ দিন হবে আজকে।

মিথুনঃ আজকের দিনে আপনার জন্য অনেক নতুন জিনিস শেখার এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ নিয়ে আসবে। আপনার চিন্তাভাবনায় স্বচ্ছতা থাকবে, যা আপনাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষদের পরামর্শ দেওয়ার এবং অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা দেবে। কথোপকথন আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে, বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে আপনি লাভবান হবেন। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও যোগাযোগের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে, তাই আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন।

কর্কটঃ আজ আপনার সম্পূর্ণ মনোযোগ এবং সচেতনতার সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করা উচিত। সময়মতো কাজ শেষ করার চেষ্টা করুন। পেশাগত কাজে শিথিলতা এবং অসাবধানতা দেখাবেন না।

সিংহঃ অত্যধিক দুশ্চিন্তা এবং চাপ আপনার স্বাস্থ্য নষ্ট করতে পারে।

কন্যাঃ আজকের দিনটি আপনার পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবনে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং স্পষ্টতা আপনাকে অন্যদের মধ্যে আলাদা করে তুলবে। জটিল সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার জন্য আপনার চিন্তাভাবনা এবং বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা ব্যবহার করুন।

তুলাঃ সামাজিকতার জন্য আজকের দিনটি ভালো, আপনি হয়তো কোনও পার্টি দেবেন ও বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো সময় উপভোগ করবেন।।

বৃশ্চিকঃ কেউ আপনার মেজাজ বিপর্যস্ত করতে পারে কিন্তু এই বিরক্তিগুলিকে আপনার নাগালে আসতে দেবেন না। শুভ দিন হবে

ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসবে এই দিন। আপনার ইতিবাচক শক্তি এবং উৎসাহ আপনাকে অনেক কাজে সাফল্য এনে দেবে। ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনে সামঞ্জস্য বজায় রাখার চেষ্টা করুন।

মকরঃ আজ আপনি ন্যায়সঙ্গত নীতির পক্ষে থাকবেন। সব ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হতে হবে। যুক্তিসঙ্গত আচরণ বজায় রাখবে। জনগণের পরামর্শ বাস্তবায়িত হবে।

কুম্ভঃ এমন কোন কাজকর্মে নিযুক্ত হোন যা উৎসাহব্যঞ্জক এবং আপনাকে ভারমুক্ত রাখবে। আজ, আপনি আপনার ব্যবসা জোরদার করতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যার জন্য আপনার নিকটবর্তী কেউ আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে।

মীনঃ আজকের দিনটি আপনার অন্তরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সময়। আপনার অন্তর্দৃষ্টি এবং অনুভূতি এই দিন বিশেষ ভাবে শক্তিশালী হবে, যা আপনাকে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে সঠিক নির্দেশনা পেতে সাহায্য করবে। সৃজনশীলতার একটি নতুন স্তর উন্মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শিল্প, সঙ্গীত বা লেখার মাধ্যমে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করার চেষ্টা করুন এটি কেবল আপনাকে সন্তুষ্ট

আবহাওয়া

রাজ্যজুড়ে ফের ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। শনিবার পর্যন্ত আবহাওয়া এমনটাই থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। মূলত উপকূল ও পশ্চিমের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ওই দিন ভারী বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং নদিয়াতে। শুক্রবার দুই ২৪ পরগনা, দুই বর্ধমান এবং নদিয়া জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।উত্তরবঙ্গেও সপ্তাহভর ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শুক্রবার দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শুক্র ও শনিবারও ওই জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টি চলবে।।

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন- ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৬ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৭৭ শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ১৫. মিলিমিটার পর্যন্ত হয়।

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। ভাটা-সকাল ০৯টা ৫৪মনিট এবং রাত ০৯টা ৫২মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৪টা ৫৮মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে হবেই।

প্লাস্টিক বর্জনের বার্তা নিয়ে শ্রীরামপুরে সচেতনতা মূলক র‍্যালি

দুরন্তবার্তা, পূর্বস্থলী প্রসেনজিৎ দেবনাথ ঃ পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে প্লাস্টিক বর্জনের বার্তা ছড়িয়ে দিতে এক বিশেষ চেতনতা র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এদিন শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে র‍্যালিটি উত্তর শ্রীরামপুর বাজার পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। র‍্যালিতে ব্যানার, ফেস্টুন, স্লোগান ও প্ল্যাকার্ডের মাধ্যমে প্লাস্টিক দূষণের ক্ষতিকর দিকগুলি তুলে ধরা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক, শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রিতা দেবনাথ, উপপ্রধান স্বপন ঘোষ সহ পঞ্চায়েত সদস্য, স্থানীয় শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, স্বেচ্ছাসেবক ও এলাকার সাধারণ মানুষ। সকলে মিলে একযোগে প্লাস্টিকমুক্ত সমাজ গঠনের আহ্বান জানান। র‍্যালির শেষে উত্তর শ্রীরামপুর বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ও কর্মীরা। দোকানদারদের একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জনের বার্তা দেওয়া হয় এবং তার পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব বিকল্প যেমন কাপড়ের ব্যাগ, কাগজের প্যাকেট ব্যবহারের অনুরোধ জানানো হয়। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও এই ধরনের সচেতনতা মূলক কর্মসূচি নিয়মিতভাবে চলবে এবং প্লাস্টিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে আরও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে এলাকার পরিবেশ সুরক্ষায় মানুষ আরও বেশি করে সচেতন হবেন বলে আশাবাদী পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।

পরিবেশ সুরক্ষায় অঙ্গীকার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানা ঃ আমরা একটি প্লাস্টিক-মুক্ত গ্রামের স্বপ্ন দেখি এবং সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য কাজ করে চলেছি। আমাদের গ্রামকে পরিচ্ছন্ন ও সবুজ রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। আসুন, আমরা সবাই মিলে প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তুলি। এমনি একটি পরিবেশ সুরক্ষায় দুটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ছিলেন নামখানা ব্লকের হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান দেবব্রত মন্ডল, সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ব্লকের বিডিও অমিত কুমার সাহু, উপপ্রধান শরৎচন্দ্র দুয়ারী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্লাস্টিক দূষণ সম্পর্কে সচেতন করতে পথ নাটিকা

সৌরভ দাশ,হিঙ্গলগঞ্জ আর্ন্তজাতিক প্লাস্টিক মুক্ত দিবসে পথ নাটিকার মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা হিঙ্গলগঞ্জে। হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এলাকার মানুষকে প্লাস্টিক ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অবগত করে, তা বর্জন করার আহ্বান জানানো হয়। এদিন হিঙ্গলগঞ্জ বিডিও অফিস থেকে শুরু হয়ে সচেতনতামূলক পদযাত্রা হিঙ্গলগঞ্জ কালিবাড়ি মোড়ে আসে, সেখানেই এই বিশেষ পথনাটিকা উপস্থাপনা করেন বিডিও অফিসের কর্মীরা। এ উপস্থিত ছিলেন হিঙ্গলগঞ্জ বিডিও,হিঙ্গলগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ অন্যান্নরা।

প্লাস্টিক ব্যাগ বর্জন দিবসে পথে বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত

দুরন্তবার্তা, নবব্যারাকপুর ঃ নববারাকপুর আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক ব্যাগ মুক্ত দিবসকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার দুপুরে ব্যারাকপুর ২ ব্লকের বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে যুগবেড়িয়া পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে থেকে মুড়াগাছা মোড় পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য সুসজ্জিত সচেতনতা পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন বিলকান্দা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপা পাইক ।প্লাস্টিক ব্যাগ বর্জন করুন সুস্থ পরিবেশ অর্জন করুন শ্লোগানকে সামনে রেখে উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সদস্যরা, স্বাস্থ্যকর্মী, আশাকর্মী, আইসিডিএস, ভেক্টর কন্ট্রোল ইউনিট, স্বর্নজয়ন্তী রোজগার যোজনার মহিলারা সংঘবদ্ধ ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্লাস্টিক নয় বিকল্প চাই বিভিন্ন প্লাকার্ড ফেস্টুন নিয়ে সামিল হয় পদযাত্রায়। পঞ্চায়েত প্রধান দীপা পাইক জানান বিলকান্দা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্লাস্টিক মুক্ত করতে তিনদিন ধরে চলছে বিভিন্ন সচেতনতা মূলক প্রচারভিযান, পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি। পঞ্চায়েত অফিসের সামনে প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে। প্লাস্টিক ডোনেশন ক্যাম্পে প্লাস্টিক জাতীয় বর্জ্য দিয়ে গেলে গ্রামবাসীদের হাতে একটি করে কটন চটের থলি ব্যাগ প্রীতি উপহার প্রদান করা হয়। একটাই বার্তা প্লাস্টিক মুক্ত পঞ্চায়েত গড়ে তুলতে বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত বদ্ধপরিকর। পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপশি দূষণ মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে প্লাস্টিক বর্জন করুন কটন চটের ব্যাগ ব্যবহার করুন এই বার্তার মধ্যে দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত জুড়ে একাধিক সচেতনতা পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। পাশাপাশি এদিন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় আশাকর্মী দের হাতে চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়।

সায়েন্স সিটিতে নয়া সভাপতিকে বরণ

দুরন্তবার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাই ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র রাজ্য সভাপতি হিসেবে বৃহস্পতিবার দায়িত্ব নিলেন শমীক ভট্টাচার্য এদিন কলকাতার সায়েন্স সিটিতে বিজেপির তরফে আয়োজিত 'রাজ্য সভাপতি নির্বাচন ও অভিনন্দন সমারোহ' নামে এক অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে বঙ্গ বিজেপির ব্যাটন তুলে দেন দলের সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ গত মঙ্গলবার বঙ্গ বিজেপির তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সভাপতি নির্বাচনের ঘোষণা করা হয় বুধবার ছিল মনোনয়ন পর্ব সেই পর্ব মিটতেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে বিজেপিতে সুকান্ত মজুমদারের উত্তরসূরী হতে চলেছেন রাজ্যসভার সাংসদ শমীকবাবু তার পর এদিন সায়েন্স সিটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গ বিজেপির 'অধিনায়ক'-এর দায়িত্ব নেন তিনি এদিন ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এরাজ্যে বিজেপির রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, প্রাক্তন রাজ্য নেতা রাহুল সিনহা, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি অসীম ঘোষ-সহ আরও অনেকে।

ক্রমবর্ধমান সাইবার অপরাধ রুখতে কঠোর আইনের দাবি মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ উসকানিমূলক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট এবং ক্রমবর্ধমান সাইবার অপরাধ রুখতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রের কাছে কঠোর আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়েছেন। এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে আজ চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ভুয়ো খবর, মিথ্যে ভিডিও ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। এতে সমাজে অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে, শান্তি ও সামাজিক ঐক্য নষ্ট হচ্ছে। মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ ও আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষদের উপর এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ছে। চিঠিতে মমতা ব্যানার্জি লিখেছেন, সাইবার অপরাধ এখন আর শুধু তথ্যচুরি বা প্রতারণা নয়; এর পরিধি বেড়ে গিয়ে সমাজে গভীর মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক সংকট তৈরি করছে। ভুয়ো খবর ছড়ানোর ফলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ, ও সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে বর্তমান আইন যথেষ্ট নয় বলে মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন। তাই ডিজিটাল অপরাধ দমন করতে আরও কঠোর ও কার্যকরী আইন প্রণয়নের তিনি দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি ডিজিটাল মাধ্যমের অপব্যবহার এবং ভুয়ো খবর চেনার জন্য ডিজিটাল সাক্ষরতা, সচেতনতামূলক প্রচার বাড়ানোর উপর মুখ্যমন্ত্রী জোর দেন।

দুর্গা-অসুর রূপে সেজে মঞ্চ মাতালেন সিভিক ভলান্টিয়াররা

দুরন্তবার্তা, পুরুলিয়া, ৩ জুলাই ঃ যে শহরের নাম শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে লাল মাটি, ছৌ নাচ আর পাহাড়ি প্রকৃতি, সেই পুরুলিয়া এবার সাক্ষী থাকল আরও এক সাংস্কৃতিক চমকের। তবে এই চমক এনে দিলেন কোনো পেশাদার শিল্পী নন, রাজ্যের সিভিক ভলান্টিয়াররা। প্রতিদিন যাঁদের দেখা যায় ট্রাফিক সামলাতে বা থানার বাইরে দাঁড়িয়ে কর্তব্যে নিযুক্ত থাকতে, তাঁরাই একদিনের জন্য পরিণত হলেন দেবী দুর্গা ও অসুরে। আর তাঁদের সেই অভিনয়, আবেগ ও মঞ্চ-আবিষ্কারে মুগ্ধ হয়ে গেল গোটা জেলা। ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার বলরামপুর থানা এলাকায়। সেখানকার সিভিক ভলান্টিয়ারদের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে বলা হয়েছিল। তেমনই এক ভাবনায় উঠে আসে দুর্গা ও অসুরের পৌরাণিক যুদ্ধের নাট্যরূপ। নাটকটির পরিকল্পনা ও নির্দেশনা দেন থানারই এক পুলিশ আধিকারিক, যিনি নিজেও সংস্কৃতির প্রতি নিবেদিত। উদ্দেশ্য ছিল একটাই; দায়িত্ব পালনের বাইরে গিয়ে সমাজের সামনে তুলে ধরা পুলিশের মানবিক ও সাংস্কৃতিক মুখ। সাধারণত দুর্গা ও অসুরের যুদ্ধ মানেই মঞ্চে বাজিমাত করা দৃশ্য। কিন্তু তা যদি ফুটিয়ে তোলেন রাস্তায় কাজ করা সিভিক ভলান্টিয়াররা, তবে তা শুধু চমক নয়, এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। এই নাটকে দুর্গা রূপে অভিনয় করেন সিভিক ভলান্টিয়ার চাঁদনা মাহাতো। অসুরের ভূ মিকায় ছিলেন অভিজিৎ গড়াই। তাঁদের অভিনয়ে যেমন ছিল দক্ষতা, তেমনই ছিল আত্মবিশ্বাস ও আন্তরিকতা। প্রতিটি সংলাপ, প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি আর আব্ব বহসংগীতে ছিল পেশাদারিত্বের ছোঁয়া। দর্শকদের হাততালি আর উল্লাসেই বোঝা গেল, কতটা সাড়া ফেলেছে তাঁদের এই পরিবেশনা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছিল স্থা নীয় একটি বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। উপস্থিত ছিলেন বলরামপুর থানার আইসি থেকে শুরু করে অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষ। কেউ ভাবতে পারেননি, সাদামাটা ইউনিফর্ম পরা মানুষগুলো এমন মোহময় রূপে ধরা দিতে পারেন। চাঁদনা মাহাতো বলেন, 'আমি কখনো ভাবিনি দুর্গা রূপে মঞ্চে উঠব। প্রথমে একটু ভয় লাগছিল। কিন্তু রিহার্সাল করতে করতে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। মঞ্চে উঠে দর্শকদের মুখ দেখে মনে হলো, সত্যিই একটা কিছু করতে পেরেছি।' অপরদিকে অভিজিৎ গড়াইয়ের কথায়, 'আমরা সারাদিন পথে থাকি, মানুষকে সাহায্য করি। কিন্তু আমাদেরও তো একটা মন আছে, আবেগ আছে। সেই আবেগ থেকেই এই অভিনয়।' অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা পুলিশ আধিকারিক সৌম্যব্রত পাল বলেন, 'সিভিক ভলান্টিয়াররা প্রতিদিন নিজেদের সাধ্যমতো সমাজের সেবা করে চলেন। তাঁদের মানসিক বিকাশ, সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ দেওয়াটাও প্রশাসনের দায়িত্ব। তাই আমরা এই উদ্যোগ নিই, যাতে তাঁদের প্রতিভা সমাজের সামনে আসে।

ঝাড়খণ্ডের রুক্ষ জমিতে সবুজ বিপ্লব, গোবিন্দভোগ চাষে ভাগ্য ফিরল 'দিদি'দের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রাম, ৩ জুলাই অনেকেই বলেন এই মাটি ফেটে চৌচির। কেউ বলেন এখানে কিছু ফলে না। কিন্তু সেই সব 'অসম্ভব'-কে মিথ্যে প্রমাণ করে এবার ঝাড়খ ণ্ড সীমান্তঘেঁষা পশ্চিমাঞ্চলে গড়ে উঠছে সবুজ বিপ্লবের নতুন কাহিনি। আর এই বিপ্লবের চালিকাশক্তি হলেন গ্রামের 'দিদি'রা;স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। তাঁদের হাত ধরেই শুরু হয়েছে গোবিন্দভোগ ধানের চাষ, আর সেই সোনার ফসলে মিলছে লদ্দীলাভ। দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিমাঞ্চলের ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খরা ও অনাবৃষ্টির প্রভাবে কৃষিকাজ ছিল প্রায় অব্যবহার্য। জমিতে ধান ফলানো তো দূরের কথা, অনেকে জমি চাষের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই পরিস্থিতির বদল এনেছে এক নবউদ্যম ও প্রশাসনিক সহায়তা। বিশেষ করে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে চাষের কাজে উদ্বুদ্ধ করে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে প্রশিক্ষণ, চাষের যন্ত্রপাতি এবং উন্নত মানের গোবিন্দভোগ ধানের বীজ। গোবিন্দভোগ; নামটিই যথেষ্ট। সুগন্ধী, নরম এবং খাদ্যপ্রেমীদের অন্যতম প্রিয় এই চাল এখন আর শুধু নদিয়া-বর্ধমান বা মুর্শিদাবাদের সীমাবদ্ধ নয়। বরং, পশ্চিমাঞ্চলেও এই ধানের চাষ হয়ে উঠেছে লাভজনক কৃষির প্রতীক। সরকারি উদ্যোগে 'এক ব্লক এক পণ্য' প্রকল্পের আওতায় ঝাড়গ্রাম জেলার বেশ কিছু ব্লকে গোবিন্দভোগ চাষে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে রয়েছে বিপণন সহায়তাও। স্থানীয় 'দিদি'রা জানাচ্ছেন, প্রথমে ভয় ছিল। এই শুকনো জমিতে ধান ফলবে কি না, তা নিয়ে সকলেই সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু কৃষি দফতরের আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ ও পর্যাপ্ত সেচব্যবস্থার সহায়তায় জমিতে ধানের চারা ফলানো সম্ভব হয়েছে। গোবিন্দভোগ চাষে মূলত প্রয়োজন হয় কম জল, যা এই অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত। তার উপর, এই ধানের বাজারদর অন্যান্য সাধারণ ধানের তুলনায় অনেকটাই বেশি। ফলে, পরিশ্রমের ফল মিলছে হাতে-নাতে। তাঁদের মধ্যে একজন, কাঁঠালবন গ্রামের বাসিন্দা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা মীনতি হাঁসদা বললেন, 'আগে ভাবতাম, আমাদের এই মাটিতে কিছুই ফলবে না। কিন্তু এবার যেদিন নিজের হাতে ধানের গোছা ঘরে তুললাম, সেদিন চোখে জল এসে গিয়েছিল। শুধু ফসল নয়, আত্মবিশ্বাসও ফিরে পেয়েছি।' এই গোবিন্দভোগ চাষের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র। ধান ভাঙানো, পরিষ্কার ও প্যাকেজিংয়ের কাজ করা হচ্ছে স্থানীয় স্তরেই। এর ফলে তৈরি হচ্ছে কর্মসংস্থান, বাড়ছে গ্রামীণ অর্থনীতি। পাশাপাশি, স্থানীয় বাজারেই বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকী, কিছু গোষ্ঠী অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পণ্য বিক্রির পথও খুঁজে পাচ্ছেন। জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানালেন, তএই অঞ্চলে নারীকেন্দ্রিক কৃষি বিপ্লব গড়ে তোলার পরিকল্পনা বহুদিনের। কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকর হচ্ছে এখন। মহিলাদের স্বনির্ভরতার সঙ্গে কৃষিকাজের সংযুক্তি হচ্ছে। প্রশাসন শুধু সহায়তা করছে। আসল নায়ক এই 'দিদি'রাই।দ এখন অনেক জায়গাতেই ধান চাষ শুধু ফসল তোলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। বরং তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে কৃষি পর্যটন, স্থানীয় হস্তশিল্প ও খাবারকে কেন্দ্র করে বিকল্প অর্থনীতি। গোবিন্দভোগ ধানের নাম করে কৃষিপ্রধান মেলাও বসছে বিভিন্ন মৌসুমে। এতে নিজেদের উৎপাদিত ধান ও চাল সরাসরি ভোক্তাদের কাছে তুলে ধরতে পারছেন এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। উল্লেখযোগ্য যে, রাজ্যের নারী-কেন্দ্রিক প্রকল্প 'লদীর ভান্ডার', 'কৃষক বন্ধু', 'স্বয়ংসম্পূর্ণ গোষ্ঠী উন্নয়ন' ইত্যাদির সঙ্গে মিলিয়েই এই ধরনের প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে। মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন ঘটছে সরাসরি মাঠের মাটি থেকেই। এই সাফল্য শুধু অর্থনৈতিক নয়, এর সামাজিক প্রভাবও স্পষ্ট। যেখানে এক সময় পুরুষদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল চাষবাসের ক্ষেত্রে, সেখানে এখন মহিলারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কোন বীজ ব্যবহার হবে, কখন চাষ শুরু হবে, কোথায় বেচা হবে। পরিবারে, গোষ্ঠীতে, এমনকী গ্রাম পঞ্চায়েতেও তাঁদের মতামত গুরুত্ব পাচ্ছে। চাষ, উৎপাদন, বিপণন; এই তিন স্তরে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ যেমন সমাজে সমতা আনার পথে এগোচ্ছে, তেমনই নতুন প্রজন্মকেও কৃষির প্রতি আগ্রহী করে তুলছে। অনেকে এখন কৃষিকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে চাইছেন, যা গ্রামীণ অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। গোবিন্দভোগ শুধু এক ধরনের ধান নয়, বরং তা হয়ে উঠছে আত্মমর্যাদার প্রতীক। এক সময় যে জমিতে ঘাসও গজাত না বলে মনে হতো, সেই জমিতেই এখন দিদিদের ঘামে ফলছে সোনার ফসল। আর এই সাফল্য যে ভবিষ্যতের বাংলা কৃষিকে এক নতুন দিশা দেখাবে, তা বলাই বাহুল্য।

ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে কালীগঞ্জে স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প, নিরাপত্তায় জোর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, কালীগঞ্জ, ৩ জুলাই ঃ ভোট মিটে গেলেও হিংসা থামেনি। পূর্বস্থলী, তেহট্ট, করিমপুরের পর এবার নজরে এল কালীগঞ্জের মোলান্দি গ্রাম। রাজনৈতিক সংঘর্ষ, বাড়িঘর ভাঙচুর, রাতে হুমকি; সব মিলিয়ে অশান্তি যেন পিছু ছাড়ছে না। এই পরিস্থিতিতে এলাকাবাসীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে মোলান্দিতে স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প বসানোর সিদ্ধান্ত নিল জেলা পুলিশ প্রশাসন। সূত্রের খবর, ভোট পরবর্তী সময়ে মোলান্দি গ্রামে লাগাতার রাজনৈতিক সংঘর্ষের অভিযোগ উঠছে। কখনও শাসকদল ও বিরোধীদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ, কখনও আবার রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর বা মারধরের অভিযোগ। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, বারবার পুলিশে জানালেও তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। গ্রামের একাংশ তো বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। এই আবহে মঙ্গলবার বিকেলে মোলান্দিতে পৌঁছয় কালীগঞ্জ থানার পুলিশ ও নদীয়া জেলা পুলিশের আধিকারিকরা। গ্রাম পরিদর্শন করে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তাঁরা। তারপরই সিদ্ধান্ত হয়, এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে ও মানুষের মনোবল ফেরাতে স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প গড়া হবে। জেলা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, 'সম্প্রতি মোলান্দিতে বেশ কয়েকটি ছোটখাটো সংঘর্ষ ও ভয় দেখানোর ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাই আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার। তাই সেখানে একটি স্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করা হচ্ছে। পুলিশ নিয়মিত টহল দেবে, যাতে কেউ কোনও রকম উত্তেজনা ছড়াতে না পারে।' জানা গিয়েছে, এই ক্যাম্পে দিনে ও রাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ কর্মী মোতায়েন থাকবেন। থাকবে একাধিক মোবাইল টিম, যারা আশপাশের গ্রামগুলিতেও নজরদারি চালাবে। ক্যাম্প বসানোর জন্য একটি পরিত্যক্ত স্কুলঘর বা পঞ্চায়েত ভবনকে অস্থায়ীভাবে ব্যবহার করা হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে। মোলান্দি গ্রামের বাসিন্দাদের একাংশ এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, 'আমরা এতদিন ধরে ভয়ে রাত কাটাচ্ছি। ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পাই। কেউ কেউ তো ভোটের পর থেকে গ্রামেই ফেরেনি। এই অবস্থায় যদি ক্যাম্প হয়, তাহলে অন্তত কিছুটা নিশ্চিন্তে থাকা যাবে।' তবে স্থানীয় বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, এই হিংসার পেছনে রয়েছে শাসকদলের লাগাতার সন্ত্রাস। তাঁদের দাবি, ফল প্রকাশের পর থেকেই একাধিক বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, লুট হয়েছে দোকানপাট, থানায় অভিযোগ করেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাঁদের প্রশ্ন;এতদিন কেন ক্যাম্প বসানো হয়নি? অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্ব সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে দাবি করেছেন, 'এটা বিরোধীদের সাজানো নাটক। ভোটে হেরে গিয়েই তারা মিথ্যে অভিযোগ করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে। পুলিশ নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে। ক্যাম্প বসলে কার কী সমস্যা?' মোলান্দিতে স্থায়ী ক্যাম্প বসানোর সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক কৌশলের অংশ বলেও মনে করছেন অনেকে। কারণ, একাধিক জেলা ও ব্লকে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগের পর বিরোধীরা সরব হয়ে উঠেছিল রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। রাজ্যপাল থেকে মানবাধিকার কমিশন;সব জায়গাতেই অভিযোগ জমা পড়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটেই পুলিশ প্রশাসনের এই পদক্ষেপ, যাতে জনমানসে বার্তা দেওয়া যায় যে, সরকার মানুষের পাশে আঞ্ছ ছে। তবে রাজনৈতিক তরজা যাই হোক, গ্রামবাসীদের জন্য এই ক্যাম্প যেন হয়ে উঠেছে এক আশার আলো। কারণ, দিনের শেষে তাঁদেরই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন নিরাপত্তা ও শান্তি। একজন প্রবীণ বাসিন্দা বলেন, 'রাজনীতি করুক নেতা-মন্ত্রীরা। আমরা চাই, ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যাক, আমরা রাতের বেলা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি।' এই ক্যাম্প বসানোর পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকায় আরও কিছু উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে। যেমন, গ্রামসভার মাধ্যমে শান্তির বার্তা দেওয়া, যুব ক্লাব ও স্থানীয় শিক্ষক-অধ্যাপকদের দিয়ে সচেতনতা প্রচার, পুলিশের সঙ্গে জনতার সম্পর্ক মজবুত করা ইত্যাদি। মোলান্দির এই পদক্ষেপ একদিকে যেমন রাজনৈতিক হিংসা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে, তেমনই এটি হতে পারে রাজ্যের অন্যান্য অশান্ত এলাকায় দৃষ্টান্ত। কারণ, ভোট আসে ও যায়, কিন্তু মানুষের নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক জীবনযাপন; এটাই যে সবচেয়ে জরুরি, সেটাই যেন আবারও মনে করিয়ে দিল মোলান্দির এই স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পের সিদ্ধান্ত।

বিক্ষোভের মুখে রাজ্যের মন্ত্রী, কালো পতাকা দেখিয়ে ক্ষোভ গ্রামবাসীদের

দুরন্তবার্তা, মন্তেশ্বর, ৩ জুলাই ঃ মন্তেশ্বর, ৩ জুলাই রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর সফর ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল মন্তেশ্বরে। সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে গ্রামবাসীদের তীব্র ক্ষোভের মুখে পড়লেন তিনি। অভিযোগের সুর এতটাই তীব্র ছিল যে, পথ আটকে তাঁকে দেখানো হয় কালো পতাকা। শাসকদলের এক নেতার উপস্থিতিতেই ঘটে এই ঘটনা, যা রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক তৈরি করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বর ব্লকের এক গ্রামে। সূত্রের খবর, ওই এলাকায় সম্প্রতি একটি সরকারি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। সেই কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে এবং জনসংযোগ বজায় রাখতে মঙ্গলবার দুপুরে সেখানে যান রাজ্যের গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা দফতরের প্রতিমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকরাও। তবে গ্রামে পা দিতেই পরিস্থিতির মোড় ঘুরে যায়। একঝাঁক স্থানীয় বাসিন্দা মিছিল করে এসে মন্ত্রীর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের হাতে ছিল কালো পতাকা, মুখে ক্ষোভের স্লোগান। তকাজ হয় না, নেতা শুধু কথা বলেনদ;এই ধরনের নানা অভিযোগ তুলে তাঁরা সরাসরি মন্ত্রীকে কাঠগড়ায় তোলেন। এমনকী, কেউ কেউ বলেন, এই গ্রামে ভোটের সময় ছাড়া কোনও জনপ্রতিনিধির দেখা মেলে না। বিক্ষোভকারীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বন্যা নিয়ন্ত্রণের মতো একাধিক সমস্যার সমাধান হয়নি। বর্ষা এলেই জল জমে, স্কুলে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। একাধিকবার ব্লক অফিসে অভিযোগ জানানো হলেও কোনও ফল মেলেনি। তার উপর, সরকারি প্রকল্পের কাজে দুর্নীতির অভিযোগও তুলেছেন তাঁরা। এই অবস্থায় একজন রাজ্যমন্ত্রী এলাকায় এলেও যখন সমস্যার কোনও বাস্তবিক সমাধান নেই, তখন তাঁকে অভ্যর্থনা নয়, বরং প্রতিরোধের মধ্যে দিয়েই তাঁকে জবাব দিতে চেয়েছেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের বক্তব্য, মুখে মুখে কথা বলে আর আশ্বাস দিয়ে বছরের পর বছর পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মাটির মানুষ এখনও সেই একই দুর্দশার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, শুরুতে মন্ত্রী গাড়ি থেকে নামতে চাননি। কিন্তু পুলিশ ও তৃণমূল নেতাদের হস্তক্ষেপে বিক্ষোভ সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণে আসে। মন্ত্রী গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং অভিযোগ শোনেন। তবে তাতে গ্রামবাসীদের ক্ষোভ খুব একটা কমেনি বলেই জানা গেছে। কেউ কেউ সরাসরি তাঁকে বলেন, 'আপনারা শুধু আসেন ছবি তুলতে। কাজে বিশ্বাস করেন না।' ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চর্চা। বিরোধী দলগুলির বক্তব্য, শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীরা এখন সাধারণ মানুষের কাছে আর বিশ্বাসযোগ্য নন। মানুষের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন বলেই এই ধরনের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে মন্ত্রীদের। বিজেপি, সিপিএম এবং কংগ্রেসের স্থানীয় নেতারা জানিয়েছেন, 'মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে। প্রতারণার বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ শুরু হয়েছে।' অন্যদিকে, শাসকদলের পক্ষ থেকে এই ঘটনার গুরুত্ব খাটো করে দেখা হয়েছে। তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, তএটা পরিকল্পিত প্রতিবাদ। কিছু বিরোধী প্রভাবিত লোক এইভাবে উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা করেছে। যাঁরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই প্রকল্পের বাইরে পড়ে গিয়েছেন বা অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত।দ তবে প্রশ্ন উঠছে, যদি এই প্রতিবাদ এতই অযৌক্তিক হয়, তাহলে এত জন সাধারণ মানুষ কেন পথে নামলেন? কেনই বা তাঁদের অভিযোগে বারবার উঠে এল বঞ্চনার আক্ষেপ? বিরোধীরা বলছেন, রাজ্য সরকারের জনসংযোগের অভাব এবং প্রকল্পে বাস্তবায়নের দুর্বলতার কারণেই সাধারণ মানুষের মধ্যে এতটা ক্ষোভ জমে উঠেছে। মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী অবশ্য তাঁর সফরের শেষে সাংবাদিকদের বলেন, 'মানুষের অসন্তোষ থাকতেই পারে। আমি তাঁদের অভিযোগ শুনেছি এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছি। তৃণমূল সরকার মানুষের পাশে আছে এবং থাকবে।' তবে এই আশ্বাসে কতটা ভরসা রাখছেন গ্রামবাসীরা, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। কারণ, এ যেন বহু শোনা পুরনো প্রতিশ্রুতিরই পুনরাবৃত্তি। এখন দেখার, মন্তেশ্বরের এই বিক্ষোভ শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্বকে কেবল সতর্ক করে, না কি রাজ্য রাজনীতিতে আরও বড় কোনও বার্তা দিয়ে যায়। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট;নেতা এলেই আর ফুল-মালার অভ্যর্থনা মিলবে না, মিলবে জবাবদিহির দাবি, এমনটাই বলছে এই মন্তেশ্বরের কালো পতাকা।

সংখ্যালঘু যুবকদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে বই তুলে দিতে চায় বিজেপি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ জুলাই ঃ কলকাতা, ৩ জুলাই 'বিজেপি চায় সংখ্যালঘু যুবকদের হাত থেকে পাথর-তলোয়ার কেড়ে নিয়ে বই তুলে দিতে।' বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পর এই মন্তব্য করেন শমীক ভট্টাচার্য। রাজ্য সভাপতি হিসেবে প্রথম বক্তৃতায় তিনি সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেস, মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন। তৃণমূলের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, এই রাজ্যের ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে চায় রাজ্যের শাসকদল পাশাপাশি সংখ্যালঘুদেরও বার্তা দেন। জানান, বিজেপি সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নয়। প্রসঙ্গত, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, দায়িত্ব পেলে পুরনো ও নতুনদের সঙ্ঘবদ্ধ করে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের পথে হাঁটবেন তিনি।

'বাংলাদেশ ভাল মুসলিম দেশ থেকে শিক্ষা নেয় না', কটাক্ষ তসলিমার

দুরন্তবার্তা, মৌসুমী সেনগুপ্ত, কলকাতা, ৩ জুলাই ঃ 'বাংলাদেশ ভাল মুসলিম দেশ থেকে শিক্ষা নেয় না। শিক্ষা নেয় আফগানিস্তান আর পাকিস্তানের মতো খারাপ মুসলিম দেশ থেকে।' সামাজিক মাধ্যমে তোপ দাগলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। তিনি বুধবার রাতে লিখেছেন, 'কাজাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কাসিম জোমার্ট তোকায়েভ দুদিন আগে মুসলমান মেয়েদের মুখ ঢাকা নিকাব নিষিদ্ধ করেছেন। খারাপ আবহাওয়ার কারণে, চিকিৎসার কারণে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা খেলাধুলার কারণে যদি মুখ ঢাকতে হয়, সেটা মেনে নেওয়া হবে, কিন্তু ধর্মীয় কারণে মুখ ঢাকা মেনে নেওয়া হবে না। মুখই মানুষের পরিচয় বহণ করে। পরিচয় হীন মানুষ নিশ্চয়ই অন্যের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। প্রেসিডেন্ট বলেছেন 'বোরখা নিকাবের চেয়ে আমাদের জাতীয় কাজাখ পোশাক ঢের ভাল পোশাক'। উজবেকিস্তানে বোরখা-নিকাব পরলে জরিমানা দিতে হয় ২৫০ ডলার। তাজিক প্রেসিডেন্ট ইমামলি রাখমল বলেছেন, 'ইসলামী পোশাক আমাদের সংস্কৃতির বাইরের পোশাক'। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম-দেশ কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তানের শাসকেরা মানুষ হতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশের শাসকেরা কেন মানুষ হতে পারে না? তারা এত অমানুষ কেন? এত নারীবিদ্বেষী কেন? নারীবিদ্বেষী না হলে নারীকে বস্তাবন্দি করার জঘন্য নিয়ম নিষিদ্ধ করতো। নিরাপত্তার কারণেও তো নিষিদ্ধ করতে পারতো।'

কলেজ বন্ধের কারণ নিয়ে কর্তৃপক্ষের চিঠি শিক্ষামন্ত্রীকে

দুরন্তবার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাই ঃ দক্ষিণ কলকাতা আইন কলেজে পঠন পাঠন কেন বন্ধ রয়েছে? কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে? কবে চালু হবে পড়াশোনা? কলেজের পরিচালন সমিতির কাছে একথা জানতে চেয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। চিঠির মাধ্যমে বৃহস্পতিবার তাঁর প্রশ্নের জবাব দিল কলেজ কর্তৃপক্ষ। শিক্ষামন্ত্রীকে কলেজ কর্তৃপক্ষ চিঠি দিয়ে জানিয়েছে যে, বর্তমানে কলেজে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। এছাড়াও তদন্তের স্বার্থে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ ব্যারিকেড করে রেখেছে। এমনকি কলেজের অফিস ঘরেও পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। সেই কারণেই আপাতত কলেজে পঠন পাঠন বন্ধ রাখা হয়েছে। কলেজের পড়াশোনা বন্ধ রাখার কারণ ব্যাখ্যা করলেও, ঠিক কবে পঠন পাঠন চালু করা যাবে, সেবিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে কিছু জানাতে পারেনি কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজের পরিচালন সমিতির সরকারি সদস্য শিবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় জানান, 'আমরা শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠির মাধ্যমে উত্তর দিয়েছি, কেন কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছে। পাশাপাশি হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে বন্ধ রাখা হয়েছে ছাত্রদের ইউনিয়ন ঘর। তবে নিরাপত্ত ারক্ষীর ঘর কতদিন বন্ধ রাখা হবে, সেই নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। কারণ সেটাও বর্তমানে পুলিশের তদন্তের আওতায় রয়েছে।' উল্লেখ্য, কলেজের নিরাপত্তারক্ষীর ঘরেই আইনের ছাত্রীকে গণধর্ষণ করা হয়েছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। অন্যদিকে, কলকাতা হাইকোর্ট উচ্চশিক্ষা দফতরকে নির্দেশ দিয়েছে যে, রাজ্যের প্রত্যেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ইউনিয়ম রুম বন্ধ রাখতে হবে এব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি জারি করারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত হাইকোর্টের এই নির্দেশ মেনে দক্ষিণ কলকাতা আইন কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন রুমও ছাত্র সংসদ ভোট না-হওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

ডোমকলে গোপন অস্ত্র কারখানার, উদ্ধার বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র

দুরন্তবার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩ জুলাই ঃ সীমান্তঘেঁষা জেলা মুর্শিদাবাদে ফের বেআইনি অস্ত্র কারবারের প্রমাণ মিলল। ডোমকলের এক প্রত্যন্ত গ্রামে গোপন অস্ত্র তৈরির কারখানার হদিশ পেয়ে চাঞ্চল্য ছড়াল গোটা এলাকায়। বিশাল তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে বিপুল সংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্র, পাশাপাশি অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম, গুলি, ম্যাগাজিনসহ একাধিক বিস্ফোরক দ্রব্য। ডোমকল থানার অন্তর্গত ওই এলাকায় বেশ কিছু দিন ধরেই সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করছিল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর আসে, গ্রামে একটি বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে চলছে বেআইনি অস্ত্র তৈরি ও সরবরাহের রমরমা ব্যবসা। সেই তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার রাতে অভিযান চালায় জেলা পুলিশ ও ডোমকল থানার যৌথ বাহিনী। এক আধা-পাকা বাড়িতে হানা দিয়েই চমকে যান আধিকারিকরা। একটির পর একটি অস্ত্রের বাক্স, বিপুল পরিমাণ আধা-তৈরি রিভলভার, বন্দুকের খোল, ম্যাগাজিন ও গুলির খোল উদ্ধার হয়। সেখানেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতি, যেগুলি দিয়ে অস্ত্র তৈরির কাজ হয়। এই ঘটনায় পুলিশ প্রথমেই গ্রেফতার করে বাড়ির মালিক ও তার দুই সহযোগীকে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃতরা দীর্ঘদিন ধরেই এই কাজ চালিয়ে আসছিল। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাড়ির মালিক বাইরে থেকে কারিগর এনে কাজ করাত। দিনের বেলা ওই বাড়ির দরজা বন্ধ থাকত, কেউ ভিতরে ঢুকতে পারত না। রাতে দলে দলে লোক ঢুকত, ভোর হওয়ার আগেই মিলিয়ে যেত। গ্রামের কিছু মানুষ বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেও ভয় বা প্রভাবের কারণে কেউ মুখ খোলেননি। পুলিশের অনুমান, এই অস্ত্রগুলি মূলত পাচার হয়ে যেত পাশের জেলা ও রাজ্যের বিভিন্ন অপরাধচক্রের কাছে। কিছু অস্ত্র আবার সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশেও পাচার হত বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের। অস্ত্র ব্যবসার পিছনে রয়েছে সুসংগঠিত একটি চক্র, যাদের সঙ্গে সীমান্ত এলাকার কয়েকজন দাগী অপরাধীর সংযোগ রয়েছে বলেও প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ। তদন্তকারী এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'এই অস্ত্র কারখানাটি শুধুমাত্র একটি অংশ মাত্র। এর সঙ্গে বৃহত্তর কোনও চক্র জড়িত রয়েছে, যাদের হদিশ পেতেই আমরা এখন তল্লাশি চালাচ্ছি। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের জেরা করে আমরা ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি নাম পেয়েছি, শীঘ্রই তাদের ধরার চেষ্টা হবে।' স্থানীয় প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, 'মুর্শিদাবাদ বরাবরই সীমান্তবর্তী এলাকা হিসেবে বেশ কিছু সমস্যা নিয়ে চলে। সীমান্ত চোরাচালান, গরু ও মাদক পাচার, এমনকি অস্ত্র পাচারের জন্য এই জেলা অপরাধচক্রের কাছে এক আকর্ষণীয় করিডর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আমরা সবদিকেই নজরদারি বাড়িয়েছি। এই ঘটনাটিও তারই অংশ।' এই ঘটনার পর ডামকল সহ আশপাশের গ্রামে সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে। অনেকেই বলছেন, এত দিন তাঁরা ভাবতেই পারেননি যে তাঁদের পাড়ার মধ্যে এত বড় অপরাধচক্র কাজ করছে। এলাকায় বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি, জেলা পুলিশের তরফে আশ্বস্ত করা হয়েছে, এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, এর আগেও মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকা থেকে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। কিছুদিন আগেই বহরমপুরে একটি গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয়েছিল একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র। সেই ঘটনার সঙ্গে ডোমকলের এই চক্রের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অন্যদিকে, এই ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক জলঘোলা শুরু হয়েছে। বিরোধীরা দাবি তুলেছে, সরকারের গাফিলতির ফলেই একের পর এক বেআইনি অস্ত্র কারখানা গজিয়ে উঠছে। তৃণমূল নেতৃত্ব যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে জানিয়েছে, 'সরকারের কঠোর পদক্ষেপেই একের পর এক বেআইনি অস্ত্র কারখানা ধরা পড়ছে। আইনশৃঙ্খলার উন্নতিই এর প্রমাণ।' এই অস্ত্র কারখানার সন্ধান আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, মুর্শিদাবাদের গ্রামীণ প্রান্তরে এখনো সক্রিয় রয়েছে বিপজ্জনক অপরাধচক্র, যারা সমাজের গভীরে গেঁথে বসে রয়েছে। প্রশাসনের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ;এই চক্রকে সমূলে নির্মূল করা। আর তার জন্য প্রয়োজন আরও জোরালো অভিযান, গোয়েন্দা তৎপরতা এবং মানুষের সহযোগিতা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২১৩ সংখ্যা, শুক্রবার ১৯ আষাঢ় ১৪৩২

ক্ষমতা হারানোর আতঙ্কেই বন্দি শাসকদল, ব্যতিক্রম নয় তৃণমূলও

ভারতের রাজনীতিতে এক অলিখিত সত্য চিরকাল বিদ্যমান-ক্ষমতা দখলের চেয়ে ক্ষমতা ধরে রাখা অনেক বেশি কঠিন। যে মুহূর্তে কোনও রাজনৈতিক দল শাসনে আসে, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই তার সামনে হাজির হয় একটি অদৃশ্য ছায়া-ক্ষমতা হারানোর ভয়। এই ভয় কখনও কৌশল নির্ধারণে, কখনও প্রশাসনিক পদক্ষেপে, আবার কখনও বিরোধীদের দমন-পীড়নের পথে চালিত করে শাসক দলকে। এই বাস্তবতা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসও আলাদা নয়।২০০১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি বিকল্প শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর, ২০১১ সালে সিপিএমের দীর্ঘ বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস। জনগণের অভূতপূর্ব সমর্থনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে দলটি। কিন্তু এই ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তার আরও গভীরে গিয়ে ধরে রাখার নানান চেষ্টার গল্প।আজ সেই শাসন ১৪ বছর ছাড়িয়েছে। পরিবর্তনের ডাক দিয়ে শুরু হওয়া এই রাজনৈতিক যাত্রাপথ আজ অনেকটাই বদলে গেছে। দলীয় গঠনতন্ত্র থেকে প্রশাসনিক নীতি, সব জায়গাতেই প্রতিফলিত হচ্ছে একটি স্পষ্ট মানসিকতা-ক্ষমতা চলে গেলে কী হবে?রাজ্যে যেকোনও নির্বাচন আসতেই তৃণমূলের ঘনঘন সভা, জনসংযোগ অভিযান, প্রকল্প ঘোষণা, শাসক দলের মন্ত্রীদের গ্রামে-গঞ্জে ছুটে চলা-সবই একটাই বার্তা দেয়ঃ রাজনীতি এখন আর আদর্শের নয়, বরং একটা চিরস্থায়ী ভোট কৌশলের লড়াই।২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপির উত্থান এবং বেশ কিছু আসনে বিজেপির অপ্রত্যাশিত সাফল্য তৃণমূলের মধ্যে যে প্রবল ভয় তৈরি করেছিল, তা আজও দৃশ্যমান। পরবর্তী বছরগুলিতে এই ভয় থেকেই প্রশাসনিক স্তরে এবং রাজনৈতিক মঞ্চে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কখনও কেন্দ্রকে আক্রমণ, কখনও বিরোধীদের হুমকি, কখনও সিবিআই বা ইডি-র বিরুদ্ধে অভিযোগ, আবার কখনও রাস্তায় নামা কর্মীদের উপর পুলিশের কঠোর আচরণ-সব মিলিয়ে স্পষ্ট যে, ক্ষমতা চলে যাওয়ার আতঙ্ক শাসকের মস্তিষ্কে স্থায়ী বাসা বেঁধেছে।ক্ষমতা যখন ভয় জন্ম দেয়, তখন তার ভাষাও বদলে যায়। শাসকদলের বক্তব্যে বারবার উঠে আসে চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, বহিরাগত, সাংবাদিকতা নয়, মুখচোরা গুজব, কিংবা বিকৃত রাজনীতি ইত্যাদি শব্দ। অভিযোগের উত্তর না দিয়ে বিরোধীদের চুপ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা, কোনও প্রশ্নের উত্তরে পালটা অভিযোগ ছুড়ে দেওয়া-এসবই ক্ষমতা রক্ষার এক তড়িঘড়ি প্রতিক্রিয়া।রাজ্যের প্রশাসনিক দফতরগুলি দিন দিন আরও বেশি দলীয় রঙে রঞ্জিত হয়ে পড়ছে। পুলিশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ত-সবক্ষেত্রে একধরনের একমুখী কর্তৃত্ব চালানোর প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বিরোধী মত, এমনকি নিজ দলের মধ্যেকার সমালোচনাকেও সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। এই প্রতিক্রিয়া কিন্তু কেবল আত্মবিশ্বাসের অভাব নয়, বরং ক্ষমতা চলে যাওয়ার এক গভীর স্নায়বিক আতঙ্কের বহিঃপ্রকাশ।শাসকদল একের পর এক প্রকল্প চালু করছে-' লক্ষীভান্ডার', ' সরকার', ' ' স্বাস্থ্য সাথী' ইত্যাদি। প্রকল্পগুলির মধ্য দিয়ে কিছু ইতিবাচক প্রভাব undeniably আছে, কিন্তু প্রশ্ন উঠছে-এই প্রকল্পগুলি কি সত্যিই জনকল্যাণের জন্য, না কি ভোটব্যাঙ্ক মজবুত করার এক সুপরিকল্পিত কৌশল?প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মাঝে তৃণমূলের লোগো লাগানো ব্যাগ বিতরণ, শংসাপত্রে নেতানেত্রীদের ছবি ছাপানো, এমনকি সরকারি অনুষ্ঠানে দলীয় স্লোগান-সবই রাজ্যের শাসকের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ভোটমুখী অস্ত্রে পরিণত করার দৃষ্টান্ত। এবং এই অস্ত্রের লক্ষ্য কেবলমাত্র একটাই-ক্ষমতা যাতে না সরে যায়।যে কোনও সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী মতের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু রাজ্যে বর্তমানে বিরোধীদের বিরুদ্ধে যেভাবে এফআইআর দায়ের হচ্ছে, সভা করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে, কখনও মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে, তা উদ্বেগের কারণ।এই ধরনের প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়া একটাই ইঙ্গিত দেয়-শাসকদল এখন আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছে, এবং ক্ষমতা ধরে রাখতে কেবল রাজনৈতিক নয়, প্রশাসনিক প্রভাবও কাজে লাগাতে চায়। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ অর্থাৎ সংবাদমাধ্যমও অনেক সময় হয়ে উঠছে চাপে থাকা এক মাধ্যম, যার স্বাধীনতাও প্রশ্নের মুখে।ক্ষমতা ধরে রাখতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যেই তৈরি হয়েছে নানা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। স্থানীয় স্তরে পুরসভা, পঞ্চায়েত, এমনকি জেলা নেতৃত্বের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে বিভাজন। কোনও নেতাকে প্রাধান্য দিলে অপর গোষ্ঠী ক্ষুব্ধ, দলত্যাগী কিংবা বিদ্রোহী হয়ে উঠছে।এছাড়াও দুর্নীতির অভিযোগে বহু নেতা গ্রেফতার হওয়ায় দলের ভাবমূর্তি বিপন্ন হয়েছে। এর ফলে অনেক জায়গায় দলীয় কর্মীদের মধ্যেও একধরনের অনাস্থা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু শাসকদল এই সংকটকে মেরামত করার বদলে অধিকাংশ সময় চাপা দেওয়ার পথে হেঁটেছে। যে দল একদিন পরিবর্তন এর প্রতীক ছিল, আজ সে দলের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াস অনেকটা দুর্বল দারি উপর দাঁড়িয়ে ভারসাম্য রক্ষা করার মতো হয়ে উঠেছে।রাজ্যের শাসকদল বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অভিযোগ তোলে। অভিযোগগুলি কতটা বাস্তব, তা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে তৃণমূল যে এই কেন্দ্র-বিরোধিতাকে একটি আবেগ তৈরি করতে ব্যবহার করছে, তা স্পষ্ট।এই অবস্থান রাজ্যের প্রশাসনিক স্বার্থে নাকি কেবলমাত্র এক রাজনৈতিক কৌশল-সেটাও বুঝে ওঠার সময় এসেছে। কেন্দ্র-বিরোধিতার ব্যানারে নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করার চেষ্টা, কিংবা ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কা থেকে জনগণের দৃষ্টি সরানোর প্রয়াস-এসবই উঠে আসছে রাজনৈতিক বিশ্লেষণে।ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়-এ সত্য কোনও রাজনৈতিক দল মেনে নিতে চায় না। কিন্তু একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা হারানো এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তৃণমূল কংগ্রেস দীর্ঘদিন শাসন করছে বলেই যদি ধরে নেওয়া যায় তারা চিরস্থায়ী থাকবে, সেটি গণতন্ত্রের পরিপন্থী।ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য যদি প্রশাসনকে নিযন্ত্রণ করা হয়, বিরোধীদের দমন করা হয়, প্রকল্পের আড়ালে দলীয় প্রচার চালানো হয়, সংবাদমাধ্যমকে শাসানো হয়-তবে তা কেবল সাময়িক লাভ এনে দিতে পারে, দীর্ঘমেয়াদে নয়।একটি রাজনৈতিক দলের আত্মবিশ্বাস নির্ভর করে তার নীতির উপর, তার আদর্শের উপর, তার কর্মপদ্ধতির উপর-ঢাত মাত্র তার ক্ষমতা রক্ষার কৌশলের উপর। তৃণমূলের উচিত এখন introspection করা-ক্ষমতার ভয় তাকে কোন পথে চালাচ্ছে? আর সেই পথ আদৌ কী জনসমর্থনের উপযুক্ত?ক্ষমতা হারানোর ভয় যে একদিন ক্ষমতা হারানোর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে-এই কথাটি ভুলে গেলে শেষরক্ষা হয় না। সেই শিক্ষাই হয়তো শাসকদলের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক পাঠ হওয়া উচিত এখন।

ঃঃ অনুকুল ঠাকুরের বাণীঃঃ

অমৃতময় বারি কপটের নিকট তিক্ত লবন-ময়, তীরে যাইয়াও তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না। কপট ব্যক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে, অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়। তুমি যাই দেখোনা কেন অন্তরের সহিত সবার আগে তার ভালোটুকু দেখার চেষ্টা করো আর এই অভ্যাস তুমি মজ্জাগত করে ফেলো। আত্ম-প্রতিষ্টার তাগিদে যারা শক্তিমান হয় তারা শক্তির দম্ভে সৎ লোককে অবমাননা করতে শুরু করে। চাটুকার ছাড়া অন্য লোককে তারা বরদাস্ত করতে পারে না। বহু লোক তাদের আচরণে অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আর তাই হয় তাদের কাল। অন্তত লোক অন্তরে তাদের কোন আসন প্রতিষ্ঠিত হয় না। অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা হয়, কুশিক্ষিতের শিক্ষক হওয়া সেটাই কঠিন সোজা নয়। সরল ব্যক্তিঃ উর্ধ্ব দৃষ্টি সম্পন্ন চাতকের মতো। কপটী নিম্ন দৃষ্টি সম্পন্ন শকুনের মতো। ছোট হও, কিন্তু লক্ষ্য উচ্চ হোক বড় এবং উচ্চ হয়ে নিম্নদৃষ্টি সম্পন্ন শকুনের মতো হওয়ায় লাভ কি?

ভোটার তালিকা সংশোধন ও তৃণমূলের আপত্তিঃগণতান্ত্রিক প্রক্রিার স্বচ্ছতা না কি রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের আগুন?

আগস্ট মাস থেকে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হতে চলেছে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া। নির্বাচন কমিশনের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, এই সংশোধন পর্বের মাধ্যমে নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্তি, মৃত কিংবা স্থানান্তরিত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া, এবং ঠিকানা পরিবর্তন ইত্যাদি তথ্য হালনাগাদ করা হবে। গণতন্ত্রের ভিত্তি শক্ত করতে ও নির্ভুল ভোটার তালিকা গঠনের উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ।কিন্তু এই স্বাভাবিক প্রশাসনিক পদক্ষেপকে ঘিরেই এবার রাজ্য রাজনীতিতে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচন কমিশনের কিছু নিয়মাবলিকে ঘিরে আপত্তি তুলেছে। তৃণমূলের অভিযোগ, কমিশনের আচরণে পক্ষপাতিত্বের গন্ধ আছে, যা আদতে বিজেপির সুবিধা করে দিচ্ছে।ফলে প্রশ্ন উঠছে-এই সংশোধন প্রক্রিয়া কি কেবলমাত্র ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণের বিষয়, নাকি এর আড়ালে রয়েছে আরও গভীর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট?ভোটার তালিকা কোনও নির্বাচন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। নির্ভুল তালিকা মানে সঠিক ও নির্ভর যোগ্য ভোটার কাঠামো। গণতন্ত্রের সৌন্দর্য এখানেই যে, প্রতিটি ভোটারের উপস্থিতি ও অবদানকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়।নির্বাচন কমিশন প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ সংশোধন পর্বের মাধ্যমে এই তালিকা পর্যালোচনা করে। এবারও সেই ধারাবাহিকতায় আগামী আগস্ট থেকে রাজ্যে শুরু হতে চলেছে বিশেষ সংশোধনের কাজ। জানা গিয়েছে, নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্তি, নাম সংশোধন, ঠিকানা পরিবর্তন, এবং মৃত ভোটারের নাম বাতিল-এই চারটি মূল কাজেই জোর দেওয়া হবে।এই কাজে নাগরিকদের সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি, কারণ তাঁদের নিজেদের তথ্য সঠিকভাবে তুলে ধরা ছাড়া এই সংশোধন কার্য ফলপ্রসূ হবে না।তৃণমূল কংগ্রেসের আপত্তির কেন্দ্রবিন্দু মূলত দুটি বিষয়-প্রথমত, নির্বাচন কমিশনের কিছু নয়া নির্দেশিকা, এবং দ্বিতীয়ত, এই প্রক্রিয়ায় বিজেপির ' প্রভাব' থাকার অভিযোগ।তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন বাংলা নিয়ে এক ধরনের ' নজরদারি' চালাচ্ছে, যেটা অন্যান্য রাজ্যে দেখা যায় না। একাধিক বুথে ' নির্দিষ্ট শ্রেণির ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে বলে তাদের অভিযোগ। তারা আশঙ্কা করছে, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুসলিম, দলিত ও আদিবাসী ভোটারদের নাম ছাঁটাই করা হতে পারে।এছাড়াও, কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে বিজেপি নেতাদের 'ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ' নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। দলের বক্তব্য, নির্বাচন কমিশন যদি নিরপেক্ষ না থাকে, তবে ভোটের ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। তারা কমিশনের সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব দেখছে এবং সেটাকেই সামনে রেখে তৈরি হচ্ছে রাজনৈতিক চাপ ও সংঘাত।নির্বাচন কমিশন অবশ্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তারা বলেছে, এই সংশোধন প্রক্রিয়া একটি নিয়মিত প্রশাসনিক দাযিত্ব। এখানে কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের জায়গা নেই।তাদের বক্তব্য, সকল নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার বা সংশোধনের। তবে যাদের তথ্য অস্পষ্ট, ভুল, কিংবা সন্দেহজনক-তাদের নাম যাচাই করে বাদ দেওয়া কমিশনের দাযিত্ব। এটি কোনও নির্দিষ্ট ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়।তবে প্রশ্ন থেকেই যায়-যদি প্রশাসনিক নিষ্পাপতার আড়ালেই সব কিছু ঘটে, তাহলে কেন একটি বৃহ রাজনৈতিক দল লাগাতার কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছে? আর কমিশনের পক্ষ থেকে কি যথাযথ স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে?এই বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়াটি এমন এক সময়ে শুরু হচ্ছে, যখন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে প্রস্তুতি অনেকটাই শুরু হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের পঞ্চায়েত এবং পুরসভার ভোট নিয়েও রাজনৈতিক উত্তাপ রয়েছে।এই পরিস্থিতিতে ভোটার তালিকার যেকোনও সংশোধনই রাজনীতির কেন্দ্রে চলে আসবে, এটাই স্বাভাবিক। কারণ ভোটার তালিকার ভিত্তিতেই ভবিষ্যতের ভোট ভাগ্য নির্ধারিত হবে। কে বাদ পড়ছেন, কে যুক্ত হচ্ছেন, কোন এলাকার তালিকায় কতজন ভোটার কমছেন-সবই অত্যন্ত সংবেদনশীল ও কৌশলগত বিষয়।তৃণমূলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, বিজেপি 'গোয়েন্দা পদ্ধতিতে' তালিকা যাচাই করছে। কোথায় হিন্দু ভোট বাড়ানো যাবে, কোথায় মুসলিম ভোট কাটবে-এই ভেদনীতি বিজেপির নির্বাচনী চাল। তাদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন সেই কৌশলের অঙ্গ হয়ে উঠছে।অন্যদিকে, বিজেপি পালটা বলছে-তৃণমূল নিজের দুর্নীতিগ্রস্ত ভোটব্যবস্থাকে আড়াল করতে এইসব 'বিচ্ছিরি নাটক' করছে। প্রকৃত ভোটার বাদ যাবে-এই ভয়ে তৃণমূল ইচ্ছাকৃতভাবে সংশোধনের কাজে বাধা দিচ্ছে।এই অবস্থান-পাল্টা অবস্থান একদিকে গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, অন্যদিকে মানুষের ভোটাধিকার নিয়েও একটা অনিশ্চয়তার ছায়া ফেলে দেয়। ভোটার তালিকার মতো একটি মৌলিক ও প্রশাসনিক বিষয় যদি রাজনীতির কুসিত কৌশলের বলি হয়, তাহলে সাধারণ নাগরিকের আস্থা কোথায় থাকবে?রাজনীতির এই সংস্কৃতি আসলে নির্দেশ করে যে, এখন আর জনমতের প্রতিফলন নয়, বরং ভোটব্যাঙ্ক ও ভোট-কৌশলই রাজনৈতিক দলের আসল চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে। মানুষ কে, তার চিন্তাভাবনা কী-তা গুরুত্ব পায় না। বরং গণনায় কে বাদ, কে অন্তর্ভুক্ত-এই অঙ্কই শাসনের ভিত্তি।ভোটার তালিকা সংশোধন নিঃসন্দেহে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অঙ্গ, এবং তা হওয়া উচিত সর্বতোভাবে স্বচ্ছ, ন্যায়নিষ্ঠ এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত। নির্বাচন কমিশনের দাযিত্ব, সমস্ত পক্ষকে আস্থায় রেখে কাজ করা এবং প্রতিটি অভিযোগ বা সন্দেহের নিরপেক্ষ তদন্ত করা।তৃণমূল কংগ্রেস যদি কোনও অসঙ্গতি দেখে থাকে, তবে তার উপযুক্ত প্রমাণসহ অভিযোগ পেশ করা উচিত, আর কমিশনের উচিত সেই অভিযোগ যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে দেখা। একইসঙ্গে বিরোধীদের পক্ষেও প্রমাণ ছাড়া অভিযোগ করে কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করার চেষ্টা অনুচিত।গণতন্ত্রের ভিত্তি মানুষ, তার ভোটাধিকার এবং ভোটে অংশগ্রহণের সঠিক রেকর্ড। এই ভিত্তিকে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে ব্যবহার না করে, সম্মানের সঙ্গে বজায় রাখাই সময়ের দাবি। রাজনীতি নয়-সচেতন নাগরিকের স্বর হোক এই সংশোধন পর্বের পথনির্দেশ। তাহলেই আমরা পৌঁছতে পারব একটি বিশ্বাসযোগ্য, গ্রহণযোগ্য ও সমতার নির্বাচন ব্যবস্থার দিকে।

পস্ক আইনঃশিশুর সুরক্ষার বলয় না কি প্রশাসনিক ব্যবহারে সংবেদনশীলতার অভাব?

ভারতের শিশু সুরক্ষা আইনগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জোরালো অস্ত্র হল POCSO কন্মত, অর্থাৎ Protection of Children from Sexual Offences Act, ২০১২। এই আইন তৈরির মূল উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন অপরাধ প্রতিরোধ করা, এবং যদি কেউ অপরাধ করে, তাকে দ্রুত বিচারের আওতায় আনা। কিন্তু ২০১২ সালে বহু আশার আলো নিয়ে চালু হওয়া এই আইন বাস্তবে কীভাবে প্রয়োগ হচ্ছে? আদৌ কি শিশুদের সুরক্ষার লক্ষ্যে এই আইন কাজ করছে, নাকি বেশ কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহারের সময় প্রশাসনিক গাফিলতি ও সংবেদনশীলতার অভাবে উলটো সমস্যার জন্ম দিচ্ছে?এই প্রশ্নগুলিই আজ আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে, যখন দেশের নানা প্রান্ত থেকে উঠে আসছে একের পর এক ঘটনাবলী, যেখানে আইনটির প্রয়োগ যেমন অপরিহার্য ছিল, তেমনই দেখা যাচ্ছে এর প্রয়োগে কখনও কখনও অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো, কখনও আইনি সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা, আবার কখনও তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়ার অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি।POCSO আইনটি শিশুদের উপর যৌন হেনস্থা, যৌন নিপীড়ন, যৌন শোষণ, এমনকি যৌন দৃশ্যের প্রসার রোধে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও আধুনিক এক আইন। এই আইনে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে কোন কোন আচরণ অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে, কীভাবে তদন্ত হবে, কত সময়ের মধ্যে বিচার শেষ করতে হবে, কী কী ধরনের সাজা প্রযোজ্য।সর্বোপরি, এই আইনটি একটি শিশুবান্ধব ব্যবস্থা তৈরি করে যাতে শিশু ভয় ছাড়াই, নিঃসঙ্কোচে, তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে পারে। তদন্তকারী, বিচারক, এবং চিকিৎসক সবাইকেই নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয় যাতে শিশুটির মানসিক অবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।এছাড়াও এই আইনে বাধ্যতামূলক রিপোর্টিং-এর ধারা রয়েছে। অর্থাৎ কেউ যদি কোনওভাবে জানতে পারেন কোনও শিশুর উপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে এবং তা রিপোর্ট না করেন, তাহলেও তিনি অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবেন।যদিও আইনটি শিশুদের জন্য সুরক্ষা বলয় হিসেবে ভাবা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবচিত্রে এর প্রয়োগে একাধিক সমস্যা উঠে এসেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, সম্পর্কের জটিলতা, পরিবারগত দ্বন্দ্ব কিংবা সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে POCSO আইনের অপব্যবহার হচ্ছে।বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীর পারস্পরিক সম্মতিক্রমে সম্পর্ককেও বহু সময় ' অপরাধ' হিসেবে মামলা রুজু করা হচ্ছে, যেখানে আদতে অপরাধের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। প্রেমের সম্পর্ক বা পারিবারিক সম্মতির বাইরে বিযে. করলেও, আইনত বয়স না হলে, সেই সম্পর্ককে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এতে অনেক সময় ছেলে বা কিশোরটি দীর্ঘদিন জেল হেফাজতে থাকে, বিচার না পাওয়া পর্যন্ত জীবন ও শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।এটি আবার অন্য একটি সামাজিক সংকট তৈরি করছে-যেখানে আইন প্রয়োগের সময় ন্যায্যতা, বাস্তব পরিস্থিতি ও পারস্পরিক সম্মতির সংজ্ঞাগুলি বিবেচনায় না নেওয়ায় আইনের মানবিক দিকটা দুর্বল হয়ে পড়ছে।POCSO মামলায় সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন, তা হল প্রশাসনিক সংবেদনশীলতা এবং বিচার ব্যবস্থার বিচক্ষণতা। শিশু নির্যাতনের ঘটনাগুলির তদন্ত এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, যাতে শিশুটি যেন দ্বিতীয়বার কোনো মানসিক যন্ত্রণার সম্মুখীন না হয়। কিন্তু বহুক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, তদন্ত চলাকালীন শিশুকে বারবার একই কথা বলতে হচ্ছে, আদালতে হাজিরা দিতে হচ্ছে, এমনকি অনেক সময় চিকিৎসাকেন্দ্রে অবমাননাকর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।এছাড়া তদন্তে বিলম্ব, চার্জশিট দাখিলে গাফিলতি এবং বিচারপ্রক্রিযার দীর্ঘসূত্রতা অনেক সময় ভুক্তভোগী শিশুকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। ফলে বিচার না পাওয়া বা দেরিতে পাওয়া, কখনও কখনও শিশুর জীবনে স্থায়ীভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।POCSO আইনকে কেঃদ্র করে একটি বড় প্রশ্ন আজ ঘুরপাক খাচ্ছে-শিশু সুরক্ষার বিষয়টি কি এখন রাজনীতির উপকরণ হয়ে উঠছে? অনেক সময় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে, ব্যক্তিগত শত্রুতা মেটাতে, এমনকি সম্পর্কের জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে এই আইনের অপব্যবহার হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে।একটি অভিযোগ উঠলেই সমাজের একাংশ, পুলিশ, মিডিয়া সক্রিয় হয়ে পড়ে। অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী কি না, তা প্রমাণ হওয়ার আগেই তার সামাজিক চরিত্রহত্যা হয়ে যায়। গণমাধ্যমে নাম, ছবি, পরিচয় প্রকাশ পায়-যা আদতে আইনের পরিপন্থী। এই অবস্থা একজন নির্দোষ মানুষের জীবন ধ্বংস করে দিতে পারে।অন্যদিকে, অনেক প্রকৃত শিশুর অভিযোগই গুরুত্ব পায় না, প্রভাবশালী অপরাধীদের বাঁচাতে নানা প্রকার চাপ সৃষ্টি হয় তদন্তকারী সংস্থার উপর। ফলে দেখা যাচ্ছে-POCSO আইন কার্যত এক দ্বিমুখী ব্যবহারের মধ্যে পড়েছে-একদিকে এর অপব্যবহার হচ্ছে, অন্যদিকে বাস্তব অপরাধীরা অনেক সময় পার পেয়ে যাচ্ছে।এই ধরনের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হলে দরকার একটি বিস্তৃত সচেতনতা অভিযান। স্কুল স্তরে, অভিভাবকদের মধ্যে, পুলিশ ও প্রশাসনের মধ্যে এই আইনটির মৌলিক দিক, ব্যবহারের সীমা ও শিশুবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা প্রয়োজন।বিচারক, আইনজীবী, এবং তদন্তকারী অফিসারদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ছাড়া এই আইনের সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। প্রতিটি জেলা পর্যায়ে শিশু সহায়ক সেল, মনোবিদ সহায়তা, এবং নিরপেক্ষ পরামর্শদাতাদের উপস্থিতি থাকা দরকার যাতে শিশুর সুরক্ষা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পায়।বর্তমানে ডিজিটাল যুগে শিশুরা স্মার্টফোন, ইন্টারারনেট, এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বহু নতুন ঝুঁকির মুখে পড়ছে। সাইবার বুলিং, গোপন ভিডিও রেকর্ড, গেমিং অ্যাপে গোপনে নিপীড়ন ইত্যাদি নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে।POCSO আইনের আওতায় এই ডিজিটাল অপরাধগুলিও যুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু বাস্তব প্রয়োগে পুলিশ-প্রশাসন এখনও পিছিয়ে। ফলে আইনের কাঠামো আধুনিক হলেও, প্রয়োগের কৌশল ও দক্ষতা এখনও অনেক জায়গায় প্রাথমিক স্তরে রয়ে গেছে।POCSO আইন নিঃসন্দেহে ভারতের শিশুদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ। এর মাধ্যমে বহু শিশুকে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়েছে, বহু অপরাধী সাজা পেয়েছে। কিন্তু আইন কেবল তখনই কার্যকরী হয়, যখন তার প্রয়োগ হয় বিবেক, মানবিকতা ও সংবেদনশীলতা সহকারে।POCSO আইনের প্রয়োগে তাড়াহুড়ো, নির্বিচারে গ্রেপ্তার, বা সামাজিক ' তৈরির প্রবণতা, এই আইনকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছে। শিশুদের সুরক্ষা মানে কেবল আইনি নথি নয়-মানে এক নিরাপদ মানসিক ও সামাজিক পরিবেশ, যেখানে তারা নির্ভয়ে,মুক্তঃভাবে বড় হতে পারে।তাইএখনসময়, আইনটিকে শুধুমাত্র শাস্তির দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে, একটি পূর্ণাঙ্গ সুরক্ষাব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলার। তার প্রয়োগে দরকার মানবিক মনোভাব, দায়িত্বশীলতা এবং আইনের মৌলিক উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে কা করার মানসিকতা।শিশুদের জন্য আইন-হোক তাদের পাশে, মাথার উপর নয়। তহলেই POCSO প্রকৃত অর্থে শিশুদের রক্ষা করার আইন হয়ে উঠবে, কোনও ভয়ঙ্কর আইনি অস্ত্র নয়।

রাজনীতির রণনীতিঃ 'বুলি আর 'গুলি-যুগলবন্দিতে কাঁপছে বিশ্বশাসন

বর্তমান বিশ্বরাজনীতি এক অদ্ভুত রূপরেখা নিচ্ছে। নেতাদের ভাষণ, টুইট, বক্তব্য, কিংবা সাংবাদিক সম্মেলনের মঞ্চ-সবখানেই যেন রক্তচক্ষুর প্রদর্শনী চলছে। যুক্তির পরিবর্তে চলছে তর্জনী তুলে ' দেওয়া, আর মতের অমিল হলেই সংঘর্ষে গুলি ছোড়া। রাজনীতির স্টিয়ারিং হুইলে এখন আর কেবল নেতৃত্ব নয়, বরং হুমকি, অপমান, এবং অস্ত্রশক্তির প্রদর্শনই হয়ে উঠেছে এক অন্যতম হাতিয়ার।এ যেন 'বুলি আর 'গুলি যুগলবন্দিতে রাজনীতিকে চালানোর এক নতুন সংজ্ঞা।এই দুই শব্দ-' অর্থাৎ হুমকি ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য এবং ' অর্থা অস্ত্র ব্যবহার-বর্তমানে গণতান্ত্রিক থেকে স্বৈরাচারী, উদারপন্থী থেকে ধর্মভিত্তিক সবধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই ভয়ানকভাবে জাঁকিয়ে বসেছে। একদিকে চলছে বক্তৃতার মঞ্চে বিরোধীদের উদ্দেশ্যে হুংকার ছাড়া, সামাজিক মাধ্যমে চরিত্রহননের ষড়যন্ত্র। অন্যদিকে, তারই ছায়া বিস্তার করছে রাস্তায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে, পার্লামেন্টে -প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ব্যবহার হচ্ছে গুলি।এক সময় রাজনীতি ছিল আদর্শের লড়াই। তর্ক, বিতর্ক ও গণআলোচনার মাধ্যমেই মতপার্থক্যের মীমাংসা হত। এখন পরিস্থিতি এমন যে, তুমি আমার সঙ্গে না, মানে তুমি আমার বিরুদ্ধে। এবং তার শাস্তি হতে পারে কেবল কণ্ঠরোধ নয়, জীবনহানিও।আন্তর্জাতিক রাজনীতির দিকে তাকালেই এই প্রবণতার বহর চোখে পড়ে। আমেরিকায় সাম্প্রতিক একাধিক বন্দুকবাজির ঘটনায় রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কিছু নেতা যেখানে সহিংসতাকে 'মানসিক ভারসাম্যহীনতা' বলে পাশ কাটাতে চেয়েছেন, অন্যদিকে কেউ কেউ পরোক্ষে এমন পরিবেশ তৈরিতে উস্কানিদাতা হিসেবেও চিহ্নিত হয়েছেন।ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসনকালজুড়ে যেমন মুসলিম বিরোধী মন্তব্য, অভিবাসীদের উদ্দেশ্যে কটূক্তিঃ কিংবা বর্ণবিদ্বেষমূলক হুংকার সাধারণ হয়ে গিয়েছিল, তেমনই জো বাইডেনের আমলেও বন্দুক সংস্কারের দাবিকে বারবার রাজনৈতিক বিরোধিতা ও দলীয় চাপের মুখে পড়তে হয়েছে।ভারতের দিকে তাকালেও একই চিত্র স্পষ্ট। নির্বাচনী প্রচারে নেতারা এখন ' নতুন ভাষা খুঁজে পেয়েছেন। অপমান, হুমকি, ধর্মীয় উসকানি-সবই যেন এখন ' কৌশল'-এর অংশ। আর তার ফল হিসেবে বাড়ছে সমাজে বিদ্বেষ, মেরুকরণ ও সংঘর্ষ। কখনও দিল্লির দাঙ্গা, কখনও মণিপুর, কখনও বা জম্মু-কাশ্মীর-বুলির অনুরণনে জ্বলছে জনমানস, আর তার ছায়া নেমে আসছে ' মাধ্যমে রাস্তায়।এই হুমকি আর সহিংসতার রাজনীতি গণতন্ত্রের মূল চরিত্রকেই ধ্বংস করছে। যেখানে বিরোধী মতকে শ্রদ্ধা করার শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে এখন বিরুদ্ধ স্বর মানেই 'দেশদ্রোহী', 'শত্রু', 'দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী'। এমন ভাষা ব্যবহারে রাজনৈতিক নেতারা কেবল নিজ নিজ সমর্থকদের খুশি করছেন না, বরং গোটা সমাজে একটি ভয়ানক বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন-ভিন্ন মত মানেই শত্রু।এই পরিবেশে শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, অধিকারকর্মীরা আর নিরপেক্ষ থাকতে পারছেন না। কেউ প্রতিবাদ করলে তাঁকে টার্গেট করা হচ্ছে। কখনও আইনি ফাঁদে, কখনও হুমকি দিয়ে, কখনও বা খোদ গুলি করে। বিশ্বজুড়েই এই প্রবণতা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে।তুরস্কে এরদোয়ানের সমালোচকরা নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছেন। রাশিয়ায় ভ্লাদিমির পুতিনের বিরোধীদের বিষ খাওয়ানো থেকে কারাগারে পাঠানো-সবই ' ও ' রাজনীতির এক ভয়ানক রূপ।হংকংয়ের স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করতে চীন ' দিয়ে শুরু করে, পরে ' নামিয়ে আনে। ইজরায়েল-গাজা যুদ্ধেও রাজনৈতিক নেতাদের কড়া বক্তব্য ও প্রতিশোধের হুমকি-সব মিলিয়ে এই যুগল শব্দ যুগপ মানবিক বিপর্যয় ডেকে আনে।এই রাজনৈতিক হুমকির চাষপদ্ধতি সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে ভোটের ময়দানে। একদিকে নেতারা বলছেন, ওরা ক্ষমতায় এলে দেশ শেষ হয়ে যাবে, ওরা দেশের শত্রু, ওরা যদি আসে, তোমার মেয়ে নিরাপদ থাকবে না।-এই কথাগুলো আর কেবল বক্তব্য নয়, এটা ভোটের এক ভয়ভীতির কৌশল।অপরদিকে সমর্থকরাও এই হিংসাত্মক ভাষার প্রতিফলন ঘটাচ্ছেন মিছিলে, সোশ্যাল মিডিয়ায় বা দৈনন্দিন জীবনে। সেই ' যখন উত্তেজনায় রূপ নেয়, তখনই তা পরিণত হচ্ছে ' মিছিল বা প্রতিবাদ মঞ্চে দেখা যাচ্ছে পুলিশ বা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের দিক থেকে গুলি চালানোর ঘটনা।এক্ষেত্রে মিডিয়া ও সামাজিক মাধ্যমের ভূমিকাও সন্দেহাতীত নয়। একদল মিডিয়া যখন এই 'বুলি' প্রচারকে স্বাভাবিক করে তোলে, তখন অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই কথাগুলি ভাইরাল হয়ে আগুনে ঘি ঢালে। মিম, ভিডিও ক্লিপ, প্ররোচনামূলক হ্যাশট্যাগ-সব মিলিয়ে এই 'বুলি কালচার'ই হয়ে দাড়ায় এক নতুন রাজনৈতিক ভাষা।এই পরিবেশে সত্য, তথ্য যাচাই, বিবেক-সবই চাপা পড়ে যায় উত্তেজনা ও চটকদার উক্তির জোযারে। ফলে সমাজে ধীরে ধীরে গঠিত হয় এক ' রিয়েলিটি', যেখানে মানুষের আবেগ, ভয়, ঘৃণা-সবই রাজনীতির হাতে অস্ত্র হয়ে ওঠে।যদি এই প্রবণতা রোধ না করা যায়, তবে ভবিষ্যতের রাজনীতি হবে নিছক অস্ত্র প্রদর্শন আর ধমক-চমকের জায়গা। বিরোধী মত থাকবে না, থাকবে না সংবিধানিক শালীনতা। একনায়ক তন্ত্রের মতোই শাসকের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে কণ্ঠরোধই হবে নিয়ম, আর গুলিই হবে সমাধান।এই পরিস্থিতি কেবল রাজনৈতিক নয়, সামাজিক ও মানবিক বিপর্যয়ের দিকেও নিয়ে যাচ্ছে বিশ্বকে। কারণ যে সমাজে যুক্তি ও সহিষ্ণুতা থাকবে না, সেখানে একমাত্র রাজনীতি নয়, মানুষের স্বাধীন চিন্তাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।রাজনীতি যদি হয় মানুষের কল্যাণে পরিচালিত এক শিল্প, তবে তার মূল চালিকাশক্তি হওয়া উচিত যুক্তি, সহমর্মিতা, ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। কিন্তু এখনকার রাজনীতি যেন ক্রমশ পরিণত হচ্ছে অপমান, হুমকি, এবং বন্দুকের গর্জনে।' আর ' দুটি শব্দ যদি রাজনীতির ভাষা হয়ে দাঁড়ায়, তবে সেটা যে কেবল বিপজ্জনক নয়, ভয়ংকরও। বিশ্ব আজ যে সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, সেখানে প্রয়োজন সহিষ্ণুতা, সংলাপ, ও মর্যাদা-না হলে রাজনীতি আর রাষ্ট্রনীতি, উভয়েই এক দিন ফাঁকা গুলির প্রতিধ্বনিতে স্তব্ধ হয়ে যাবে।এখন সময়, এই হুমকি ও সহিংসতার সংস্কৃতিকে না বলা-রাজনীতিকে ফের যুক্তিঃবাদ, শালীনতা ও মানবতার পথে ফেরানো। তা না হলে, আগামী দিনের ইতিহাস হয়তো বলবে-এক সময় রাজনীতি ছিল মানুষের জন্য, পরে সেটা হয়ে উঠল মানুষের বিরুদ্ধে।

পথ নিরাপত্তার প্রচার, অন্যদিকে ঘটছে দুর্ঘটনা

একদিকে জেলাজুড়ে ঘটা করে পালিত হচ্ছে পথ সুরক্ষা দিবস। আবার অন্য দিকে ঘটছে দুর্ঘটনাও। বৃহস্পতিবার সকালেসিমলাপালে একটি পথ দুর্ঘটনায় অভয়া মহান্তি নামে এক মহিলা গুরুতর আহত হন। তিনজন আরোহী সহ একটি মোটর সাইকেলে বেপরোয়া গতিতে ধাক্কা মারে পথচারী গৃহবধু। অচৈতন্য অবস্থায় তাকে বাঁকুড়া শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আবার বুধবারবিকেলে বাঁকুড়া-রানিগঞ্জ ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে অমরকানন কলেজ মোড় এলাকায় এক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। দ্রুত গতিতে আসা একটি বেসরকারি ট্যুরিস্ট বাস নিযন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে উল্টে যায়। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন ট্যুরিস্ট বাসটির বহু যাত্রী। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, বাঁকুড়ার দিক থেকে রানিগঞ্জের দিকে যাওয়ার সময় ট্যুরিস্ট বাসটি আচমকাই কলেজ মোড়ের কাছে নিযন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় অমরকানন গ্রামীণ হাসপাতালে।তারপর প্রাথমিক চিকিৎসার

মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে কালো পতাকা, ঝাঁটা দেখানো সহ গাড়ি ভাঙচুর মন্তেশ্বরে ঃ তাকে খুনের চেষ্টা করা হচ্ছে দাবী মন্ত্রীর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩ জুলাই ঃ নিজের বিধানসভা এলাকাতেই চরম বিক্ষোভের মুখে পড়লেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী তথা মন্তেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। দলীয় কর্মসূচিতে বৃহস্পতিবার সকালে মন্তেশ্বরের মালডাঙা বাজারে পৌঁছতেই তাকে ঘিরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন একদল তৃণমূল কর্মী-সমর্থক। ‘ সিদ্দিকুল্লা হায় হায়’, ‘মন্তেশ্বর তোমাকে চায় না’, ‘তোলাবাজ গো ব্যাক’ স্লোগানে মুখর হয় এলাকা। হাতে ছিল কালো

পতাকা ও ঝাঁটা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, মন্ত্রীর গাড়ি লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয় প্ল্যাকার্ড, চলে ধাক্কাধাক্কিও। এমনকি গাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। [illegible] পান মন্ত্রী, জামায় রক্তের দাগ দেখিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ তোলেন তিনি। বলেন, ডবল কাঁচ না থাকলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। এদিকে বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, চার বছরে একবারও এলাকাবাসীর খোঁজ নেননি সিদ্দিকুল্লা। রাস্তা, পানীয় জল, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সমস্যাগুলি রয়ে গেছে পূর্ববৎই। অভিযোগ, ভোট এলেই তিনি এলাকায় আসেন, তারপর উধাও হয়ে যান। দলীয় কর্মীদের সাথে ভাল ব্যবহার করেন না। বিক্ষুব্ধদের আরও দাবি, ২১ জুলাইয়ের প্রচার সভার আগে মানুষের সমস্যাগুলির দিকে নজর দেওয়া উচিত ছিল। অথচ তা করেননি সিদ্দিকুল্লা। তাই জনরোষ ফেটে পরেছে তার উপর। ঘটনায় বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্ব দিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা রফিকুল ইসলাম শেখ, এমনটাই দাবি সিদ্দিকুল্লা ঘনিষ্ঠদের। রফিকুলের পাল্টা অভিযোগ, মন্ত্রী তোলাবাজদের সঙ্গে নিয়ে এলাকায় ঢুকেছেন। এলাকার প্রকৃত কর্মীদের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগই নেই। অপরদিকে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী অবশ্য গোটা ঘটনায় ক্ষুব্ধ। তার বক্তব্য, বিক্ষোভকারীরা দলের কেউ নয়। এরা বহিরাগত গুণ্ডা। বাইরের লোকজনকে ভাড়া করে এনে নাটক করছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী। তিনি জানান, আইসির সামনেই সব হয়েছে, তিনি কোনও ব্যবস্থা নেননি। এদিকে শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় মোতায়েন রয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ঘটনাই প্রমাণ করে মন্তেশ্বরে শাসকদলের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠেছে। যদিও জেলা নেতৃত্ব এখনও নীরব। উল্লেখ্য, ৮ ও ৯ জুলাই মন্তেশ্বরের মালডাঙা ও কুসুমগ্রামে সভা করার কথা রয়েছে সিদ্দিকুল্লার। তবে বৃহস্পতিবারের ঘটনার পর সেই কর্মসূচি ঘিরেও নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

জলদাপাড়ায় বাইসনের হামলায় মৃত্যু বনকর্মীর

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩ জুলাই ঃ ভেবেছিলেন জঙ্গলে হয়তো ঢুকে পড়েছে চোরাশিকারীর দল। তড়িঘড়ি টাওয়ার থেকে নেমে পড়েন। আর সেই সময় জঙ্গল থেকে ধেয়ে এসে অতর্কিতে হামলা চালায় বাইসন। তাতেই মৃত্যু হল বনকর্মীর। জলদাপাড়ার মালঙ্গি বিটের ঘটনায় নেমেছে শোকের ছায়া। নিহত দুলাল রাভা। পেশায় বনকর্মী। বৃহস্পতিবার অ্যান্টি পোচিং ডিউটি করছিলেন তিনি। কর্তব্যরত অবস্থায় তার উপর হামলা চালায় বাইসন। জঙ্গলেই মৃত্যু হয় বনকর্মীর। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জে ভি বলেন, বনকর্মী অ্যান্টি পোচিং ডিউটিতে ছিলেন। আচমকা টাওয়ার থেকে নামেন। বনাঞ্চলে কেউ ঢুকেছে কিনা দেখতে যান। সেই সময় বাইসনের হামলায় তার মৃত্যু হয়। নিহত বনকর্মীর দেহ উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই হয় তার ময়নাতদন্ত। চিকিৎসক সঞ্জীব কুমার দত্ত বলেন, শরীরে শিং বা খুড়া দিয়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল বনকর্মীর। তাতেই মৃত্যু হয় তাঁর। নিহত বনকর্মীর বাড়িতে রয়েছেন তার স্ত্রী গীতা রাভা। দুই সন্তানও রয়েছে তার। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিলেন ওই বনকর্মী। আচমকা এমন অঘটনে স্বাভাবিকভাবেই ভেঙে পড়েন নিহতের পরিবারের লোকজন।

SHORT NOTICE INVITING TENDER
SNIT No.:- WBIW/EE/DM&ED/ SNIT-02/2025-26
Above mentioned Short Notice Tender is hereby invited by the undersigned from eligible contractors having sufficient credential and financial capacity for 1 No. Mechanical Work & 1 no Electrical Work under this Division. Last date of submission of the bid: **10.07.2025 15:00 HRS.** The other details may be seen from **https://www.wbiwd.gov.in** and also from office of the undersigned on any working days.
Sd./-Executive Engineer
Durgapur Mechanical & Electrical Division
Durgapur, Paschim Bardhaman, I & W Dte.

DEHIBATPUR GRAM PANCHAYET
VILL –DEHIBATPUR, P.O.-ALATI
P.S.-PURSURAH, HOOGHLY.
Notice Inviting e-Tender
e-NIT vide NIT No:02/DGP/25-26(Sl no. 1 to 6), Dated 03.07.2025, Fund:15 th FC are invited by the Prodhan Dehibatpur Gram Panchayat, from reliable and bonafied Tenderer for work. Online EMD & Tender fees through ICICI Bank Payment Gateway in e-procurement portal for deposit from **03/07/2025 to 14/07/2025**, Bid submission closing online on **14/07/2025 at 17:30 Hrs.** Date of Bid Opening **17.07.2025 (11:30 O'Clock).** For details contact the above office or visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Dehibatpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE DADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill.- Jampur, P.O.: Puinan , P.S.- Dadpur, Dist.- Hooghly
e-NIT – 02/DGP/2025-26 ; Dated. 3 rd July 2025
For and on behalf of the Dadpur Gram Panchayat, Prodhan, Dadpur Gram Panchayat invites tenders through E-tendering for the 2(Two)Nos. different works. Source of Fund: 15 th FC(Tied), Work completion Period: **35 Days.** Last date of Submission of Bid (online) **17.07.2024 up to 13:30 Hrs.** Date of Opening of Bid(online) on **17.07.2025 at 13:30 Hrs**. For details please visit office of the undersigned or visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Dadpur Gram Panchayat

বৈদ্যবাটিতে যুগলের রহস্যজনক মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩ জুলাইঃ গত ছ'বছর ধরে একসঙ্গে থাকতেন তাঁরা। হঠাৎই রাত তিনটের সময়ে ‘বাবাগো... মা গো...’ চেঁচানি শুনতে পান পড়শিরা। তা শুনেই বিপদ আঁচ করতে পারেন। দৌড়ে যান পাশের বাড়িতে। গিয়ে দেখেন উঠোনেই একজন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন, ঘরের ভিতরে পড়ে রয়েছেন আরও একজন। হুগলির

বৈদ্যবাটিতে রহস্যজনক মৃত্যু যুগলের! পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম মণীশ ভাদুড়ি (৩৫) ও অপর্ণা মাঝি (৩২)। রাত তিনটে নাগাদ তাঁদের মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। বৈদ্যবাটি পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের সীতারাম বাগান এলাকার একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন মণীশ ও অপর্ণা। মণীশ একটি ঢালাই কারখানায় কাজ করতেন, অপর্ণা পরিচারিকার কাজ করতেন বলে জানা গিয়েছে। বৈদ্যবাটি রাজার বাগানে মণীশের বাড়ি রয়েছে। গত ছয় বছর ধরে সীতারামবাগানে ভাড়া ছিলেন দু'জনে। প্রতিবেশী শুভেন্দু মাঝি বলেন, রাত তিনটে নাগাদ প্রথমে চিৎকার, পরে গোঙানি শুনতে পান তাঁরা। তারপর ওই বাড়িতে গিয়ে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় ঘরের মধ্যে একজন এবং ঘরের বাইরে পড়ে রয়েছে একজন। ওই অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ তাঁরা ছটফট করেন। রাজার বাগানে মণীশের বাড়ির লোককে খবর দেন প্রতিবেশী। তাঁরাই পুলিশ ডাকে। পুলিশ গিয়ে দুজনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে। দেহ দুটি শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রতিবেশীরা জানাচ্ছেন, দু'এজনে সকালে কাজে বেরিয়ে যেতেন। রাতে বাড়ি ফিরতেন। মণীশ নেশা করতেন, তা নিয়ে দুজনের মধ্যে মাঝে মধ্যে অশান্তি হত বলে জানান প্রতিবেশীরা। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, নিজেরাই অশান্তির মাঝে মারামারি করেছেন, ধারাল অস্ত্র নিয়ে আঘাত করেছেন, তাতেই এই ঘটনা। ঘটনার এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান চন্দননগর পুলিশের ডিসিপি শ্রীরামপুর অর্ণব বিশ্বাস, আইসি শ্রীরামপুর সুখময় চক্রবর্তী। এই ঘটনায় বাইরের কেউ জড়িত কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

২১ জুলাই সফল করতে জেলা শ্রমিক সংগঠনের বৈঠক বোলপুরে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৩ জুলাই ঃ জেলা থেকে সর্বাধিক শ্রমজীবী মানুষদের একুশে জুলাই এর ময়দানে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে বোলপুরে বৈঠক করল জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন। বৈঠকে শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি ত্রিদিব ভট্টাচার্য্য, কোর কমিটির সদস্য অনুব্রত মণ্ডল, জেলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক কর্মাধ্যক্ষ বিশ্ববিজয় মার্ডি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এছাড়াও শ্রমিক সংগঠনের শহর এবং ব্লক স্তরের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। ত্রিদীব ভট্টাচার্য্য বলেন, ২৯ তারিখ জেলা কমিটির বৈঠকে কোর কমিটির চেয়ারম্যান ড আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমিক সংগঠনের এই বৈঠকের কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই মোতাবেক আজকের এই বৈঠক। আমরা আশা করছি বীরভূম জেলা থেকে সর্বাধিক সংখ্যা শ্রমজীবী মানুষ ২১ জুলাই সভায় যোগদান করবে।

প্লাস্টিক মুক্ত দিবসে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অভিযান খড়গ্রামে, কড়া বার্তা অতিরিক্ত জেলা শাসকের

দুরন্ত বার্তা, খড়গ্রাম, ৩ জুলাই ঃ ৩ জুলাই আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক মুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম ব্লকে প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়। এরই অঙ্গ হিসেবে এদিন খড়গ্রামের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হানা দেন মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) চিরন্তন প্রামাণিক। খড়গ্রাম ব্লকের রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত এক সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক ছাড়াও বিডিও মিলনি দাস, জেলা পরিষদের সদস্য শাশ্বত মুখার্জি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জু আখতার বিবি সহ ব্লকের সমস্ত পঞ্চায়েতের প্রধান ও জনপ্রতিনিধিরা। আলোচনা সভায় বিশেষভাবে তুলে ধরা হয় প্লাস্টিকের ক্ষতিকর দিক - কীভাবে প্লাস্টিক সমাজকে দূষিত করছে এবং মানব জীবনে বিপুল ক্ষতি করছে। উপস্থিত ব্যবসায়ীদের বোঝানো হয়, ১২০ মাইক্রনের কম পুরুত্বের প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই ধরনের ব্যাগ ব্যবহার করলে জরিমানা গুনতে হবে। এদিন বাজার এলাকায় দোকানে দোকানে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়। পাশাপাশি বেশ কিছু দোকান থেকে নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ব্যাগ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্লাস্টিক মুক্ত ব্লক গড়তে শুধু ব্যবসায়ীদের নয়, সাধারণ মানুষকেও সচেতন করার

উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিশুদের নিয়ে এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রারও আয়োজন করা হয়, যা নজর কাড়ে স্থানীয়দের। অতিরিক্ত জেলা শাসক চিরন্তন প্রামাণিক জানান, প্লাস্টিক দূষণ রুখতে আমাদের সবারই দায়িত্ব আছে। এই অভিযান চলবে এবং মানুষের সহযোগিতায় খড়গ্রামকে প্লাস্টিক মুক্ত করা হবে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে আলুয়াবাড়ী রোড-ঠাকুরগঞ্জ সেকশনের দ্বৈতকরণ অনুমোদিত

মালিগাঁও, ৩ জুলাই ঃ রেল মন্ত্রালয় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে আলুয়াবাড়ী রোড এবং ঠাকুরগঞ্জের

মধ্যে রেল লাইন দ্বৈতকরণ করার গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত কাজের অনুমোদন দিয়েছে, যার মোট দৈর্ঘ্য ১৯.৯৫ কিলোমিটার। অর্থবর্ষ ২০২৪-২৫-এর আনুমানিক ৩২৬.৬৭ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে অনুমোদিত এই প্রকল্পটি ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মাল্টি-ট্র্যাকিং এবং ফ্লাইওভারবাইপাস কাজের জন্য আমব্রেলা পদক্ষেপের অধীনে গ্রহণ করা হয়েছে। এই দ্বৈতকরণ পূর্ব বিহার এবং উত্তরবঙ্গের জনগণের জন্য আঞ্চলিক গতিশীলতা উন্নতকরণ, ভ্রমণের সময়কাল হ্রাস এবং ট্রেনের সময়ানুবর্তিতায় বৃদ্ধির জন্য প্রচুর সুবিধা হবে। এটি কৃষিপণ্য, উপভোক্তা সামগ্রী এবং প্রয়োজনীয় পণ্য বহনকারী মালবাহী ট্রেনগুলির সুগম চলাচলকে সহজতর করবে, যার ফলে স্থানীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হবে এবং কৃষক ও ব্যবসায়ীদের বাজারে উন্নত প্রবেশযোগ্যতা নিশ্চিত হবে। আলুয়াড়ী রোড-ঠাকুরগঞ্জ সেকশনটি আলুয়াবাড়ীকে নিউ জলপাইগুড়ির সঙ্গে সংযোগকারী হাই- ডেনসিটি নেটওয়ার্ক রুটে অবস্থিত। এই গুরুত্বপূর্ণ করিডোরটিতে ইতিমধ্যেই ৯৪ হাই ইউটিলাইজেশন রেট রয়েছে, যা ২০২৭-২৮-এর মধ্যে ২০০ পর্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সেকশনের দ্বৈতকরণ করার ফলে লাইনের ক্ষমতায় উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত, ডিটেনশন সময় হ্রাস এবং পরিচালনের ক্ষেত্রে নমনীয়তা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। আরারিয়া এবং গলগলিয়ার মধ্যে নতুন লাইনের মতো সমান্তরাল পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে এই সেকসনের কৌশলগত্ প্রাসঙ্গিকতা আরও বৃদ্ধি পাবে। বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে, এই প্রকল্পটি বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পরিবহন নেটওয়ার্কের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি করবে, যার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ করিডোরে যানজট কমাবে, যা ভারতের পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই প্রকল্পটি দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যার ফলে এই অঞ্চলের সংযোগ এবং উন্নয়নের সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত হয়।

ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় আহত ১০ জনের বেশি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩ জুলাই ঃ ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা কোচবিহারে। ঘটনায় গুরুতর আহত প্রায় ১৫ জন যার মধ্যে চারজন আশঙ্কাজনক। বৃহস্পতিবার কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ি বিডিও অফিসের ঠিক সামনে ইঁট ভর্তি একটি পিকআপ ভ্যান প্রথমে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা এক পাইক আরোহীকে ধাক্কা মারে তাকে বেশ কিছু দূর ছেড়ে নিয়ে যায় তারপর পর পর তিনটি টোটোতে ধাক্কা মেরে অস্থায়ী একটি দোকানে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে।

পিকআপ ভ্যানটি কোচবিহার থেকে পুন্ডিবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। ইটভর্তি ওই পিকআপ ভ্যানটি প্রথমে চঞ্চল সরকার নামে একজন ব্যক্তি যিনি সরকারি কর্মচারী তাকে বেশ খানিকটা ছেঁচড়ে নিয়ে যায় গুরুতর আহত অবস্থায় বর্তমানে তিনি কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাসপাতাল সূত্রের খবর অনুযায়ী তার একটি পায়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে এবং ওই পায়ে অস্ত্র প্রচার করা হবে। এরপর রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা পরপর তিনটি টোটো তে জোরে ধাক্কা মারে পিকআপ ভ্যানটি। যদিও সেই সময় টোটো গুলিতে কোন যাত্রী ছিল না। তবে দুটি টোটো দুমড়ে মুছড়ে যায়। এরপরে পিকআপ ভ্যানটি সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারে একটি অস্থায়ী দোকানে। দোকানের সামনে বেশ কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে ছিলেন যারা আহত হন। সূত্রের খবর অনুযায়ী প্রায় ১৫ জন আহত হয়েছেন যার মধ্যে চারজন এই মুহূর্তে কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এমত অবস্থায় ওই পিকআপ ভ্যানের চালক প্রথমে আহত হওয়ার নাটক করেন এবং তাকে স্থানীয় মানুষেরা যখন ধরে কিছুদূর নিয়ে যান তারপর তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান। ঘটনার খবর পেয়ে পুন্ডিবাড়ী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হয়। পরবর্তীতে ক্রেনের সাহায্যে পিকআপ তুলে নিয়ে গিয়ে পুন্ডিবাড়ী থানায় রাখা হয়েছে। কি কারনে এই দুর্ঘটনার তা খতিয়ে দেখছে পুন্ডিবাড়ী থানার পুলিশ।

প্রেমের ফাঁদে ফেলে পাচারের অভিযোগে মারধর যুবককে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩ জুলাই ঃ প্রেমের ফাঁদে ফেলে এক মহিলাকে পাচারের চেষ্টার অভিযোগে এক যুবক আটক করল কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার কোচবিহার শহরের উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাস টার্মিনাস থেকে অভিযুক্ত যুবক এজাউল হককে আটক করা হয়। তার বাড়ি দিনহাটায়। সূত্রের খবর অনুযায়ী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিযুক্তের সঙ্গে পরিচিত হন এক মহিলা। মহিলার বয়স ২৪ বছর । ধীরে ধীরে এজাউলের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে ওই মহিলার। বা বলা যায় এজাউল নিজেই তা গোরে তোলেন। এমনকি তাকে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে কেরালায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে বলে অভিযোগ। এই বিষয়টি কোনভাবে জানতে পারেন ওই মহিলার বৌদি। মহিলার বৌদি বিষয়টি জানার পর সেই মহিলার কাছ থেকে তার ফোন নং নিয়ে ফোন করেন। তিনি এজাউলকে কাযদা করে কোচবিহার শহরের উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাস টার্মিনাসে আসতে বলেন। এজাউল বুঝতেও পারেননি কে ফোন করেছে। পরবর্তীতে এজাউল কোচবিহারের উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাস ডিপোতে আসেন। বাস ডিপোতে আসার পর যুবকটি যখন ওই মহিলার বৌদি এবং দাদাকে দেখতে পায় তখন সেই যুবক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এমতাবস্থায় স্থানীয় মানুষ তাকে ধরে ফেলে এবং বেধড়ক মারধর করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। স্থানীয় মানুষেরা পরবর্তীতে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় কোচবিহার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা। অভিযোগকারীরা জানান দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে পাচারের চেষ্টা করছিল ওই যুবক। অভিযুক্ত যুবক এজাউল হক বলেন - তিনি ওই মহিলার সাথে সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। ১ সপ্তাহ ধরে তাদের সম্পর্ক বলে জানান তিনি। এদিন পাচারের প্রসঙ্গ নস্যাৎ করে বলেন তিনি শুধু দেখা করতে এসেছিলেন বলে উল্লেখ করেন। যদিও এই বিষয়ে এখনো কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় কোন লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (W/S), S.S.Unit, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/WS/EE/SSU/W-127/07/25-26/43 (1st Call)**
Name of the Work: **Link connection of a Big dia Tubewell at Kasta Danga Link Road (Banstala) near H/No.-66 in Ward No.-127, Borough-XIV.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **₹ 1,56,740.16.** Earnest Money: **₹ 3,150.00.** Period of Completion: **15 days.**
2. NIT No.: **KMC/WS/EE/SSU/W-121/07/25-26/45 (1st Call)**
Name of the Work: **Laying of 150 mm dia D.I. Pipe with M.S, Saddle connection (450 mm to 150 mm) at Raja Ram Mohan Roy Road from SBI ATM to 326/10 in Ward No.-121, Borough-XIV.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **₹ 3,94,402.79.** Earnest Money: **₹ 7,900.00.** Period of Completion: **21 days.**
3. NIT No.: **KMC/WS/EE/SSU/W-120/01/25-26/44 (1st Call)**
Name of the Work: **Maintenance of Water Supply Mains, Standposts, Checking Scanty supply, Pipe Change, Installation of pressure points, S.V. and Allied Works in Ward No.-120, Borough-XIII.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **₹ 2,70,415.33.** Earnest Money: **₹ 5,450.00.** Period of Completion: **180 days.** Last date of submission of bid: **17.07.2025 (up to 2.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). Tender will be opened on: **19.07.2025 (at 2.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **07.07.2025 at 2.00 p.m.** (for Sl. No. **1 to 3**). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-tender for the following works :–
1. NIT No.: **EEWS/KMC/GRWW/25-26/34**
Name of the Work: **Strengthening of Leaky 900 mm dia S.S. Grid at Zinjira Bazar Sobji Market on Taratala Road.** Estimated Amount: **₹ 1,58,417.00.** Earnest Money: **₹ 3,200.00.** Period of Completion: **10 days.**
2. NIT No.: **EEWS/KMC/GRWW/24-25/233**
Name of the Work: **Leak repairing of 1500 mm dia CC Grid and 900 mm dia SS Grid at Three different locations IHM Gate, near SBI IMU Branch and IHM Bus Stop along Taratala Road.** Estimated Amount: **₹ 1,69,000.29.** Earnest Money: **₹ 3,400.00.** Period of Completion: **12 days.**
3. NIT No.: **EEWS/KMC/GRWW/DEV03/25-26**
Name of the Work: **Reconstruction of Masonary Boundary Wall along Western Periphery of 18 MG SUGR clear Water Complex GRWW.** Estimated Amount: **₹ 2,68,233.00.** Earnest Money: **₹ 5,400.00.** Period of Completion: **25 days.** Last date and time of receipt/opening of Tender (online): **17.07.2025 at 2.00 p.m./19.07.2025 at 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 2) & **19.07.2025 at 1.00 p.m./21.07.2025 at 2.00 p.m.** (for Sl. No. 3). The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2) & **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 3).

The **Executive Engineer (Civil), Borough-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-II/018/08/2025-2026/UTTARAN**
Name of the Work: **Repairing of Uttaran Sewer Line at 12/1 Ram Chand Ghosh Lane, 167A, Masjid Bari Street, 152 Masjid Bari Street etc. in Ward No.-18.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 1,99,850.01.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **25 days.**
2. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-II/011/012/2025-2026**
Name of the Work: **Annual Civil Maintenance Works at KMC Borough-II, Office.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 4,20,833.20.** Earnest Money: **₹ 8,500.00.** Period of Completion: **180 days.**
3. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-II/011/05/2025-2026**
Name of the Work: **Repairing of Community Gents and Ladies Latrine & Passage of Labour Quarter at 72/1, Grey Street in Ward No.-11.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 4,94,659.44.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **60 days.**
4. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-II/010/010/2025-2026**
Name of the Work: **Renovation of Public Urinal at Ananda Lane and Padda Nath Lane in Ward No.-10, under Borough-II.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 3,49,949.83.** Earnest Money: **₹ 7,000.00.** Period of Completion: **45 days.**
5. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-II/012/015/2025-2026**
Name of the Work: **Maintenance of under Ground Sewer Line at Bipin Mitra Lane, Jadu Mitra Lane and different places in Ward No.-12.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **₹ 2,49,725.94.** Earnest Money: **₹ 5,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **15.07.2025 up to 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 to 5). Bid will be opened on: **17.07.2025 at 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 to 5). The bid forms and other details will be available on and from **04.07.2025 at 5.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 5).

The **Executive Engineer (Water Supply), Borough-XVI, KMC** invite the following e-tender works :–
1. NIT No.: **KMC/WS/JOKA/19/2025-26**
Name of the Work: **Development of work by replacement of old damaged 100 mm dia C.I. Pipe to New D.I. at Thakurpukur Station Road by Lane (52 Pally) from Stationery Shop, H/O B. Agarwal, H/O B. Baidya to Pr. No. 463/1/1, H/O S. Das, S. Naskar in Ward No.-124.** Estimated Cost of the work: **₹ 2,62,839.33.** Earnest Money: **₹ 5,500.00.** Period of Completion: **18 days.**
2. NIT No.: **KMC/WS/JOKA/20/2025-26**
Name of the Work: **Raising of existing 1000 mm dia MS Valve Chamber at D.H. Road opposite of Thakurpukur Police Station in Ward No.-124, Borough-XVI.** Estimated Cost of the work: **₹ 3,58,608.00.** Earnest Money: **₹ 7,500.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date of submission of bid: **15.07.2025 up to 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: **17.07.2025 at 3.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **07.07.2025 at 5.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Water Supply)/North, KMC** invites e-tender online in two bid systems for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/WS/N/25-26/38/19**
Name of the Work: **Renovation of FW supply by New TEE Connection of Service Main Pipe and Allied Works to Facilitate drainage work of Mahendra Sreemani Street from Raja Rammohan Sarani to APC Road in Ward No.-38.** Estimated Cost: **₹ 2,17,651.63.** Earnest Money: **₹ 4,500.00.** Time of Completion: **12 days.** Last date and time of submission of bid: **16.07.2025 up to 2.00 p.m.** The tender will be opened on: **18.07.2025 after 2.00 p.m.** The bid forms and other details will be available on and from **08.07.2025 after 2.00 p.m.**
2. NIT No.: **KMC/WS/N/25-26/25/18**
Name of the Work: **Mending of F.W. & U.F.W by leak repairing, Cut & Flush and other Allied Works at different places in Ward No.-25 under Borough-IV.** Estimated Cost: **₹ 1,92,767.19.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Time of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **15.07.2025 up to 2.00 p.m.** The tender will be opened on: **17.07.2025 after 2.00 p.m.** The bid forms and other details will be available on and from **05.07.2025 after 2.00 p.m.** The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Water Supply) BPS, KMC** invites e-tender online quotation two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/WS/RBPS/25-26/04**
Name of the Work: **Modification Motor Base Frame to Match Indigenous Motor Mounting at Unit No.-3 at Ranikuthi BPS.** Estimated Cost: **₹ 1,07,479.00.** Earnest Money: **₹ 2,500.00.** Period of Completion: **10 days.**
2. NIT No.: **KMC/WS/NNHW/25-26/03**
Name of the Work: **Installation of New Valve on Common Header and Inter Connection with Fire Spout at Netaji Nagar Head Works.** Estimated Cost: **₹ 2,63,913.00.** Earnest Money: **₹ 5,500.00.** Period of Completion: **25 days.** Last date of submission of bid: **12.07.2025, 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: **14.07.2025, 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **04.07.2025, 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer, Water Supply (South) KMC** invites e-tender online percentage two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/WS/EE/S/089/2025-26/01/1st Call**
Name of the Work: **Maintenance of Water Supply Network by Repairing Stand Posts, Service Pipes, Cut and Flush and other Allied Works to Prevent Contamination at 59, 61, 63, 67 S.A. Road and other different places in Ward No.-89.** Estimated Cost: **₹ 1,49,840.01.** Earnest Money: **₹ 3,000.00.** Period of Completion: **35 days.**
2. NIT No.: **KMC/WS/EE/S/081/2025-26/01/1st Call**
Name of the Work: **Maintenance of Water Supply Network by Repairing Stand Posts, Service Pipes, Cut and Flush and other Allied Works to prevent Contamination at 56/1, 61C, 61D, Tollygunge Road, 28, 30, D.P.S. Road and other different places in Ward No.-81.** Estimated Cost: **₹ 2,49,670.09.** Earnest Money: **₹ 5,000.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date of submission of bid: **14.07.2025, 2.30 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: **16.07.2025, 2.30 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **04.07.2025, 5.30 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following work :–
NIT No.: **KMC/WS/WEST/W-70/T-04/2025-26**
Name of the Work: **Restoration of F.W. supply by removal of Big Tree Roots through Cut and Flush Method and change the portion of 150 mm dia old D.I. F.W. Main from 5B, A.T.M. Road to 11/1, A.T.M. Road some Miscellaneous Work in Ward No.-70.** Estimated Amount: **₹ 2,27,443.00.** Earnest Money: **₹ 4,600.00.** Period of Completion: **7 days.** Last date of receipt/opening of Tender (online): **14.07.2025 up to 1.00 p.m./16.07.2025 at 1.00 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in** & **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (W.S.)/IGWTP, KMC** invites e-tender for the following works (Submission of bid through online) :–
1. NIeT No.: **KMC/IGWTP/050/25-26, DT-28/06/2025**
Name of the Work: **Reconditioning of the Wooden Gate at the Clarified Water Outlet Points at the 100 MGD Clarified Plant, IGWTP.** Estimated amount (Including GST @18% & LWC @ 1%): **₹ 2,45,913.00.** Earnest Money: **₹ 5,000.00.** Time of Completion: **30 days.**
2. NIeT No.: **KMC/IGWTP/051/25-26, DT-28/06/2025**
Name of the Work: **Maintenance of the front premises of The Workshop at 100 MGD Plant by Removal of Jungles, Garbage for safe approach at IGWTP.** Estimated amount (Including GST @18% & LWC @ 1%): **₹ 2,76,910.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Time of Completion: **180 days.**
3. NIeT No.: **KMC/IGWTP/052/25-26, DT-28/06/2025**
Name of the Work: **Repairing of The Bathroom, Kitchen with Damped Wall/Ceiling and damaged parts of Wooden doors/windows of the Qtr. No. B/18 at IGWTP.** Estimated amount (Including GST @18% & LWC @ 1%): **₹ 2,91,027.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Time of Completion: **60 days.**
4. NIeT No.: **KMC/IGWTP/053/25-26, DT-28/06/2025**
Name of the Work: **Maintenance of The Children Park Premises by Cleaning of Jungles/Scum at IGWTP.** Estimated amount (Including GST @18% & LWC @ 1%): **₹ 2,94,203.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Time of Completion: **150 days.**
5. NIeT No.: **KMC/IGWTP/054/25-26, DT-28/06/2025**
Name of the Work: **Repairing of The Wall and Ceiling of The Godown Barrack and attach Kitchen cum Corridor Premises under IGWTP.** Estimated amount (Including GST @18% & LWC @ 1%): **₹ 3,89,828.00.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.** Time of Completion: **60 days.**
6. NIeT No.: **KMC/IGWTP/055/25-26, DT-28/06/2025**
Name of the Work: **Restoration of the Inside Wall Ceiling, Doors/Office Furniture etc. within The Establishment Office Premises at IGWTP.** Estimated amount (Including GST @18% & LWC @ 1%): **₹ 4,94,812.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Time of Completion: **60 days.**
7. NIeT No.: **KMC/IGWTP/056/25-26, DT-28/06/2025**
Name of the Work: **Improvement of the Roof Treatment Work of the 2 Storied Labour Quarter No.-D1/33 to D1/40 (Block-D/1 type No.-5) by laying of Tarfelt Layer at IGWTP.** Estimated amount (Including GST @18% & LWC @ 1%): **₹ 4,92,437.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Time of Completion: **60 days.**
8. NIeT No.: **KMC/IGWTP/057/25-26, DT-28/06/2025**
Name of the Work: **Restoration of The Inner Damaged Parts of The Mess Building in The Residential Complex having Qtr. No.-M/B/23 at IGWTP.** Estimated amount (Including GST @18% & LWC @ 1%): **₹ 3,70,853.00.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.** Time of Completion: **60 days.**
9. NIeT No.: **KMC/IGWTP/058/25-26, DT-28/06/2025**
Name of the Work: **Cleaning of Jungle / Scum within The Premises of The Recreation Club, Common Utilities and Security Guard Room at Gate No.-1, IGWTP.** Estimated amount (Including GST @18% & LWC @ 1%): **₹ 2,54,425.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Time of Completion: **180 days.**
10. NIeT No.: **KMC/IGWTP/059/25-26, DT-28/06/2025**
Name of the Work: **Repairing of The Alum Lifting Pump House at 100 MGD Clarifier Plant, IGWTP.** Estimated amount (Including GST @18% & LWC @ 1%): **₹ 2,92,608.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Time of Completion: **30 days.**
11. NIeT No.: **KMC/IGWTP/060/25-26, DT-28/06/2025**
Name of the Work: **Maintenance of The Northern Alignment Premises of The Clarifier No.-1, 2 & 3 Removal of Slushy Earth, Jungles etc. at 100 MGD Clarifier Plant, IGWTP.** Estimated amount (Including GST @18% & LWC @ 1%): **₹ 2,45,098.00.** Earnest Money: **₹ 5,000.00.** Time of Completion: **180 days.** Cost of Tender & Tender Documents: **₹ NIL.** (for Sl. No. 1 to 11). Last date and time of submission of bid: **22.07.2025 up to 1.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 11). For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. **1** to11). Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarification, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right accept / reject any / all tenders without showing any reason (for Sl. No. 1 to11).

570/25-26

কোচ রাজাদের পুরনো কয়েন, গ্রামের বৃদ্ধেরা আগলে রেখেছেন ঐতিহ্য

বিশেষ প্রতিনিধি

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার অঞ্চলের গ্রামগুলিতে একটি প্রাচীন ঐতিহ্য আজও জীবন্ত রয়েছে। কোচ রাজবংশের পুরনো কয়েন, যা শতাব্দী আগের শাসনকালের সাক্ষ্য বহন করে, গ্রামের বৃদ্ধেরা তাদের পূর্বপুরুষের স্মৃতি হিসেবে যত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছেন। এই কয়েনগুলি কেবল মুদ্রা নয়, বরং কোচ রাজবংশের গৌরবময় ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি জীবন্ত প্রমাণ। কোচবিহার, গোয়ালপাড়া, এবং অসমের কিছু অংশে এই কয়েনগুলি গ্রামবাসীদের কাছে ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে সম্মানিত। এই প্রতিবেদনে আমরা এই কয়েনগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব, তাদের সংরক্ষণ এবং গ্রামীণ সম্প্রদায়ের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব।

কোচ রাজবংশের ইতিহাস

কোচ রাজবংশ (১৫১৫-১৯৪৯) ভারতের পূর্বাঞ্চলের কমতা রাজ্যে শাসনকারী একটি শক্তিশালী রাজবংশ ছিল, যা বর্তমানের অসম এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশে বিস্তৃত ছিল। ১৪৯৮ সালে খেন রাজবংশের পতনের পর বিশ্ব সিংহ এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিভিন্ন বোডো জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় শাসকদের একত্রিত করে কমতা রাজ্যে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার পুত্র নরনারায়ণ এবং সেনাপতি চিলারায়ের নেতৃত্বে কোচ রাজবংশ কামরূপ রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণ অসমের কিছু অংশ দখল করে। এই সময়ে কোচবিহার এবং কোচ হাজো নামে দুটি শাখায় রাজবংশ বিভক্ত হয়, এবং কোচবিহার মুঘলদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ শাসনকালে কোচবিহার একটি প্রিন্সলি স্টেটে পরিণত হয় এবং ভারতের স্বাধীনতার পর এটি ভারতের অংশ হয়। কোচ রাজবংশের শাসনকালে মুদ্রা বা কয়েন ছিল অর্থনৈতিক লেনদেনের প্রধান মাধ্যম। এই কয়েনগুলি সাধারণত রুপো এবং তামার তৈরি হতো এবং এতে রাজার নাম, রাজকীয় প্রতীক এবং কখনো কখনো সংস্কৃত বা স্থানীয় ভাষায় শিলালিপি খোদিত থাকত। এই কয়েনগুলি কেবল অর্থনৈতিক লেনদেনের জন্যই নয়, বরং রাজবংশের ক্ষমতা, প্রভাব এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতো। ঐতিহাসিকদের মতে, নরনারায়ণের শাসনকালে মুদ্রিত কয়েনগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কয়েনগুলিতে প্রায়শই 'শ্রী শ্রী শ্রী নরনারায়ণ' বা অন্যান্য রাজকীয় শিরোনাম খোদিত থাকত, যা রাজবংশের গৌরব প্রকাশ করত। এই কয়েনগুলি কমতা রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের সাক্ষ্য বহন করে। এগুলি মুঘল, আহোম এবং অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যে ব্যবহৃত হতো। কোচবিহারের কিছু কয়েনে স্থানীয় শিল্প ও নকশার প্রভাবও দেখা যায়, যা এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে তুলে ধরে। এই কয়েনগুলি আজও ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রামের বৃদ্ধদের ভূমিকা

কোচবিহার, গোয়ালপাড়া, এবং অসমের গ্রামাঞ্চলে বৃদ্ধরা এই কয়েনগুলিকে তাদের পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য হিসেবে যত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছেন। এই কয়েনগুলি প্রায়শই তাদের পারিবারিক সম্পত্তি হিসেবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে হস্তান্তরিত হয়েছে। গ্রামের বৃদ্ধরা এই কয়েনগুলিকে কেবল ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবেই নয়, বরং তাদের পূর্বপুরুষের গৌরবময় অতীতের স্মৃতি হিসেবে দেখেন। কোচবিহারের কিছু গ্রামে, যেমন তুফানগঞ্জ বা দিনহাটার মতো অঞ্চলে, বৃদ্ধরা এই কয়েনগুলি তাদের ঘরের পূজার স্থানে বা বিশেষ বাক্সে রেখে দেন। কেউ কেউ এগুলি স্থানীয় উৎসবে প্রদর্শন করেন, যা তরুণ প্রজন্মের কাছে তাদের ইতিহাস সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দেয়। এক্স-এ পোস্ট করা একটি সাম্প্রতিক আলোচনায়, কোচবিহারের একজন বাসিন্দা লিখেছেন, 'আমার দাদুর কাছে একটি কয়েন ছিল, যেটি তিনি বলতেন নরনারায়ণের আমলের। এটি আমাদের পরিবারের গর্ব।' এই ধরনের গল্প গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। তবে, এই কয়েনগুলির সংরক্ষণে চ্যালেঞ্জও রয়েছে। আধুনিকীকরণ, শিক্ষার অভাব এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনে কিছু পরিবার এই কয়েনগুলি বিক্রি করে দিয়েছে, যা ঐতিহ্যের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সংরক্ষণের চ্যালেঞ্জ ও সরকারি উদ্যোগ

কোচ রাজবংশের কয়েনগুলি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই কয়েনগুলির প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য থাকলেও, অনেক গ্রামবাসী এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত নন। ফলে, কিছু কয়েন কালোবাজারে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া, সঠিক সংরক্ষণের অভাবে অনেক কয়েনের ক্ষতি হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই কয়েনগুলি আর্দ্রতা, ধুলো এবং অনুপযুক্ত সংরক্ষণের কারণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সরকার এবং বিভিন্ন এনজিও এই ঐতিহ্য রক্ষায় কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। কোচবিহার জেলা প্রশাসন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থানীয় জাদুঘরে এই কয়েনগুলি সংরক্ষণের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কোচবিহারের মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ জাদুঘরে ইতিমধ্যে কিছু কয়েন প্রদর্শনের জন্য সংগ্রহ করেছে। এছাড়া, স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে কর্মশালা এবং প্রচারণার আয়োজন করা হচ্ছে। সিসিএন বাংলার একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কোচ নৃগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্য বজায় রাখতে সচেষ্ট, তবে শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে তাদের প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য

কোচ রাজবংশের কয়েনগুলি কেবল ঐতিহাসিক নিদর্শন নয়, এগুলি স্থানীয় সংস্কৃতি এবং পরিচয়ের অংশ। এই কয়েনগুলি কোচ নৃগোষ্ঠীর সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং তাদের শাসনকালের সাফল্যের প্রতীক। গ্রামের বৃদ্ধরা এই কয়েনগুলির মাধ্যমে তাদের ইতিহাসকে তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। এই কয়েনগুলি স্থানীয় উৎসব, যেমন বিহু বা অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয়, যা তরুণদের মধ্যে ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ জাগায়। কোচবিহারের একজন ইতিহাসবিদ বলেন, 'এই কয়েনগুলি কোচ রাজবংশের অর্থনৈতিক শক্তি এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রমাণ। এগুলি সংরক্ষণ করা আমাদের ঐতিহ্য রক্ষার অংশ।' তবে, তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, আধুনিকীকরণের ফলে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এই ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ কমছে। কোচ রাজবংশের পুরনো কয়েনগুলি কেবল ধাতব মুদ্রা নয়, এগুলি একটি গৌরবময় অতীতের সাক্ষ্য। গ্রামের বৃদ্ধরা এই কয়েনগুলিকে তাদের ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে আগলে রেখেছেন, যা তাদের পূর্বপুরুষের গল্প বহন করে। তবে, এই ঐতিহ্য রক্ষায় সরকারি ও সামাজিক উদ্যোগের প্রয়োজন। স্থানীয় জাদুঘর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই কয়েনগুলি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত হতে পারে। কোচ রাজবংশের এই ঐতিহ্য আমাদের ইতিহাসের একটি অমূল্য অধ্যায়, যা আগলে রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

সংগৃহীত

বিহারের মতো ভোটার যাচাই বাংলাতেও

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাইঃ সিঁদুরে মেঘ আগেই দেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্র বলছে, মমতার আশঙ্কা এবার সত্যি হতে চলেছে। বিহারের পর বাংলায় নজর নির্বাচন কমিশনের। 'পাটনা মডেলেই' এখানেও হবে তালিকা যাচাই। জানা গিয়েছে, সম্ভবত আগস্ট থেকেই বাংলায় ভোটার তালিকার বিশেষ এবং নিবিড় সমীক্ষা বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের কাজ শুরু করবে নির্বাচন কমিশন। শেষবার বাংলায় ২০০২ সালে এই তালিকা যাচাইয়ের কাজ করেছিল তারা। তারপর থেকে কেটে গিয়েছে কয়েক দশক, ফের একবার নিবিড় সমীক্ষা নিয়ে সরব কমিশন।

Name Change

I, Siddik Sekh (Old Name) S/O–Islam Sk residing at Vill-Puratan Soluadanga, Po-Bejpara, Ps-Berhampore, Dist-West Bengal, Pin-742134 do hereby decrale that I have changed my name from Siddik Sekh to Siddik Sk and henceforth I shall be known as Siddik Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 03/07/2025 . My name Siddik Sk & Siddik Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Saidur Sekh (Old Name) S/O-Late Serafat Sk residing at Vill- Lokepur, Po-Basudebkhali, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin-742187 do hereby decrale that I have changed my name from Saidur Sekh to Saidur Rahaman and henceforth I shall be known as Saidur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/05/2025 . My name Saidur Rahaman & Saidur Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Safidul Halsana (Old Name) S/O–Ichha Hoque Halsana residing at Vill-Paschim Betberiya Halsanapara, Po-Hridaypur, Ps-Chapra, Dist-Nadia, 741123 do hereby decrale that I have changed my name from Safidul Halsana to Safidul Islam and henceforth I shall be known as Safidul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 03/07/2025 . My name Safidul Islam & Safidul Halsana both are same and one identical person.

Name Change

I, Asma Bibi (Old Name) W/O–Tahidul Islam residing at Vill- Paschim Betberiya Halsanapara, Po-Hridaypur, Ps-Chapra, Dist-Nadia, 741123 do hereby decrale that I have changed my name from Asma Bibi to Asma Khatun and henceforth I shall be known as Asma Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 03/07/2025 . My name Asma Khatun & Asma Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I Sandip kumar sau S/O sasadhar Sau Residing at village & Post - Jangalpara, P.S -Pursurah, Dit - Hooghly. W.B Pin - 712401 , do hereby Solemnly affidavit and Declare my actuall name sandipa kumaar Sasadhar Sau. That Said Sandip kumar Sau & Sandip Shaw. S/O Sasadhar Shaw and S. Shaw are the Same and one identical Person Vide affidavit Before the notary Public at Arambag, Hooghly Date- 18/6/25

CHANGE OF NAME

I, Fouzia Jafri W/o Ishrat Amin Jafri Residing at Dr M N Ghosh Road Raniganj, P.s - Raniganj, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713347 West Bengal India shall henceforth be known as Fauzia Jafri. I declare that Fouzia Jafri and Fauzia Jafri is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-07-2025.

CHANGE OF NAME

I, Anasuya Chakraborty W/o Debraj Bardhan Residing at 317, Purba Sinthee Bye Lane, P.o - Ghughudanga, P.s - Dum Dum, District - North 24 Parganas, Pin - 700030 West Bengal India shall henceforth be known as Anusuya Chakraborty Bardhan. I declare that Anasuya Chakraborty and Anusuya Chakraborty Bardhan is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-07-2025.

নাম পরিবর্তন

আমি Bilash Biswas (পুরাতন নাম) পিতা Binod Sarkar ঠিকানা Churni Raghunath Pur, Kesaipur, District - Nadia, Pin - 741501 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 03-07-2025 এর Affidavit No 642025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Bilash Sarkar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Bilash Sarkar (নতুন নাম) ও Bilash Biswas (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, MONOARA BEGUM and MOSAMMAT MONOARA KHATUN (Old Name) W/O MOHAMMAD SAMSUDDIN AHAMED Residing at VILL - Gobindapur, P.O - Bhangar Gobindapur, P.S - Bhangar, District - South 24 Parganas, Pin-743502, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MST MONOARA KHATUN (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore, South 24 Parganas, vide affidavit no 4306 dated 09-03-2023. MONOARA BEGUM and MOSAMMAT MONOARA KHATUN (Old Name) and MST MONOARA KHATUN (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Asik Ali Shaik (Old Name) S/o Akkash Ali Shaikh Residing at Vtc - Deuli Sultanpur, P.o - Ghorahata, District- South 24 Parganas, Pin-743503 West Bengal shall henceforth be known as Ashik Ali Sk (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 65/2025 Dated 03-07-2025. Asik Ali Shaik (Old Name) and Ashik Ali Sk (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, DEBIKA SAHA GHARAI and DEBIKA SAHA (Old Name) W/O DEBANIK SAHA Residing at Uttaryan R N Avenue, Panihati, Sodepur, District - North 24 Parganas, Pin - 700110, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as DEBIKA GHARAI (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Calcutta vide affidavit no 199 dated 01-07-2025. DEBIKA SAHA GHARAI, DEBIKA SAHA (Old Name) and DEBIKA GHARAI (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, RAKHI RANI KARMAKAR and RAKHI RANI PAUL (Old Name) W/O TAPASH KARMAKAR Residing at Amorabati, Naba Pally, P.S - Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700126 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as RAKHI KARMAKAR (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 03-07-2025. RAKHI RANI KARMAKAR, RAKHI RANI PAUL (Old Name) and RAKHI KARMAKAR (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, PAWAN AGARWAL (Old Name) S/O SATYA NARAYAN AGARWAL Residing at Royal Villa, 142/A, Amalangshu Road, S K Deb Road, P.S - Lake Town, District - North 24 Parganas, Pin - 700048 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as PAWAN KUMAR AGARWAL (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 03-07-2025. PAWAN AGARWAL (Old Name) and PAWAN KUMAR AGARWAL (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, SUTAPA MAJI (Old Name) W/O SANDIP DEY Residing at Flat - 7, Rupkatha Apartment, 802 Nayabad Avenue, P.O+P.S - Panchasayar District - Kolkata, Pin - 700094, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SUTAPA DEY (New Name) as declared before the Notary public govt of india at Kolkata vide affidavit dated 25-04-2017. SUTAPA MAJI (Old Name) and SUTAPA DEY (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Biswajit Das S/o Late Santiranjan Das Residing at Vill - Arjunpur, P.o - Champapukur, P.s - Basirhat, District - North 24 Parganas, Pin - 743291, West Bengal India shall henceforth be known as Bishwajit Das. I declare that Biswajit Das and Bishwajit Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-07-2025.

CHANGE OF NAME

I, Akkash Ali Sk (Old Name) S/o Asraf Ali Shaik Residing at Deuli Sultanpur, Ghorahata Mukundapur, District- South 24 Parganas, Pin- 743503 West Bengal shall henceforth be known as Akkash Ali Shaik (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 66/2025 Dated 03-07-2025. Akkash Ali Sk (Old Name) and Akkash Ali Shaik (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Papiya Pan W/o Shyamal Kumar Pan Residing at Vill - Somsara, P.o - Hanral, P.s - Dadpur, District - Hooghly, Pin - 712305 West Bengal India shall henceforth be known as Papiya Rani Pan. I declare that Papiya Pan and Papiya Rani Pan is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-07-2025.

CHANGE OF NAME

I, Geeta M Jones W/o Walter Jerome Jones Residing at 20C, Param Hangsa Dev Road, P.o - Alipore, P.s - Chetla, District- Kolkata, Pin- 700027 West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Geeta Jones as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore, vide affidavit no 12882 Dated 17-02-2025. I declare that Geeta M Jones and Geeta Jones both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Meher Angrej W/o Rejaul Karim Molla Residing at V-41/1/1, Kankhuli Road, P.o - Bartala, P.s - Rajabagan, District - Kolkata, Pin - 700018 West Bengal India shall henceforth be known as Mahar Angraj. I declare that Meher Angrej and Mahar Angraj is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-07-2025.

CHANGE OF NAME

I, Shaalini Joycee Lazarus W/o Michael Victor Lazarus Residing at 20C, Param Hangsa Dev Road, P.o - Alipore, P.s - Chetla, District- Kolkata, Pin- 700027 West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Shaalini Joycee Jones as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore, vide affidavit no 12883 Dated 17-02-2025. I declare that Shaalini Joycee Lazarus and Shaalini Joycee Jones both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shyamal Pan S/o Late Gobinda Chandra Pan Residing at Vill - Somsara, P.o - Hanral, P.s - Dadpur, District - Hooghly, Pin - 712305 West Bengal India shall henceforth be known as Shyamal Kumar Pan. I declare that Shyamal Pan and Shyamal Kumar Pan is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-07-2025.

NAME CHANGE

I, Benazir Aman W/o, Mohammad Anishossain residing at R 117, Masjid Talab, Garden Reach, P.O.-Garden Reach, P.S.-Metiabruz, Kol-24, My son's name is Mohammad Ubaidullah, By mistake my son's name has wrongly recorded in my son's passport as Anis Mohammad Obaidullah in place of Mohammad Obaidullah vide affidavit no. 7500/25 date 28.06.2025 in the Court of Ld 1st Class Executive Magistrate at Howrah. Mohammad Ubaidullah & Anis Mohammad Obaidullah both are same and one identical person.

পুণেতে ঘরে ঢুকে ধর্ষণের পর নির্যাতিতার ফোনেই সেলফি তুলল অভিযুক্ত!

পুণে, ৩ জুলাইঃ পুণের এক অভিজাত আবাসনে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ঘরের মধ্যে ঢুকে ধর্ষণ! ২২ বছর বয়সি এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এক ডেলিভারি কর্মীর বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, ধর্ষণের পর নির্যাতিতার সঙ্গে সেলফি তুলে এক বার্তাও দিয়ে যায় সে। অভিযুক্তর খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, একটি ব্যাঙ্কের নথি পৌঁছে দিতে ওই ডেলিভারি কর্মী তরুণীর ফ্ল্যাটে আসেন। পিন নম্বর যাচাই করতে তরুণী ভিতরে গেলে অভিযুক্তও তার পিছন পিছন ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। অভিযোগ, তারপরই তরুণীকে ধর্ষণ করে সে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, তরুণীকে অচেতন করতে কোনও রাসায়নিক ব্যবহার করেছিল অভিযুক্ত। কারণ তাঁকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তদন্তে উঠে এসেছে এক ভয়াবহ তথ্য। দাবি, ধর্ষণের পর অভিযুক্ত তরুণীর মোবাইলে একটি সেলফি তোলে এবং ফোনেই লেখে, আমি আবার আসব। ঘটনার তদন্তে ইতিমধ্যেই দশটি দল গঠন করেছে পুলিশ। এর মধ্যে পাঁচটি ক্রাইম ব্রাঞ্চের, বাকি পাঁচটি বিভিন্ন জোনাল ইউনিটের। পুণের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রাজকুমার শিন্ডে জানিয়েছেন, অভিযুক্তর বিরুদ্ধে ধর্ষণ, নারী নিগ্রহ এবং অপরাধমূলক হুমকির ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ফরেনসিক দল খতিয়ে দেখছে তরুণীর মুখে কিছু স্প্রে করা হয়েছিল কিনা। তিনি আরও জানান, তদন্তে উদ্ধার হওয়া সেলফি নিয়ে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। এই ঘটনার পর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে পুণের অভিজাত আবাসনগুলিতেই। কীভাবে এক বহিরাগত নিরাপত্তার তদারকি ছাড়াই এমন এলাকায় প্রবেশ করল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত পলাতক। সিসিটিভি ফুটেজ ও প্রযুক্তির সাহায্যে তাকে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। শহর জুড়ে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান।

২১ জুলাই থেকে শুরু বাদল অধিবেশন, কী প্রস্তুতি বিরোধীদের?

সামনে আসবে অপারেশন সিঁদুরের না-জানা ঘটনা?

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাইঃ শুরু হতে চলেছে সংসদ অধিবেশন। আগামী ২১ জুলাই থেকে সংসদে শুরু হবে বাদল অধিবেশন। চলবে ২১ আগস্ট পর্যন্ত। বুধবার এই কথা জানালেন কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরণ রিজিজু। এবারের অধিবেশন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে কারণ অপারেশন সিঁদুরের পর এটাই প্রথম অধিবেশন হতে চলেছে। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরণ রিজিজু জানান, ২১ জুলাই থেকে ২১ আগস্ট পর্যন্ত সংসদের বাদল অধিবেশনের অনুমোদন দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। তবে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ১৩ ও ১৪ আগস্ট কোনও অধিবেশন হবে না। আগে ১২ আগস্টের মধ্যেই বাদল অধিবেশন শেষ হয়ে যেত। তবে এবার অধিবেশনের মেয়াদ আরও এক সপ্তাহ বাড়ানো হয়েছে। মে মাসে পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাত ও অপারেশন সিঁদুর নিয়ে কেন্দ্রের কাছে আরও তথ্য জানতে চেয়েই বিশেষ অধিবেশনের দাবি করেছিলেন বিরোধী দলের নেতা-সাংসদরা। এবারের বাদল অধিবেশন শুরু হলে মূল আলোচ্য বিষয়ই হতে পারে অপারেশন সিঁদুর। আদৌ ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় এই সংঘাত থেমেছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে বিরোধীরা। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশন ও ভোটার লিস্টে নাম তোলার নিয়ম নিয়ে একজোট হয়েছে বিরোধীরা। এই ইস্যুতেও সংসদে সুর চড়াবে ইন্ডিয়া জোট। বাজেট অধিবেশনে ওয়াকফ সংশোধনী বিল ও অর্থ বিল পাশ হয়েছিল। এবারের বাদল অধিবেশনেও একাধিক বিল পাশ হতে পারে।

হানিয়া, ফাওয়াদ-দের ইন্সটা প্রোফাইল দেখতে পেয়েই রেগে আগুন ভারতীয়রা!

বড় পদক্ষেপ ভারত সরকারের

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাইঃ দিলজিতের সিনেমায় পাকিস্তানি নায়িকা হানিয়া আমির! এই নিয়ে বিতর্ক, সমালোচনার শেষ নেই। ডাক দেওয়া হয়েছে সিনেমা বয়কটের। তার মধ্যেই হঠাৎ আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানি তারকাদের পোস্ট। ব্যস, দেখেই অগ্নিশর্মা ভারতীয়রা। সরকার ফের ব্যান করে দিল পাক তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট। পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার ক্ষত এখনও দগদগে। পাকিস্তানকে পাল্টা জবাব দিয়েছিল ভারত অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে। আর সেই অপারেশন সিঁদুরের নিন্দায় মুখর হয়েছিল পাকিস্তানি তারকারা। তাদেরও জবাব দিতে ভারতে ব্যান করে দেওয়া হয়েছিল। হঠাৎ দেখা গেল, বুধবার থেকে পাকিস্তানি অভিনেতা, গায়ক, খেলোয়াড়দের সোশ্যাল মিডিয়াগুলি আবার দেখা যাচ্ছে। হানিয়া আমির, মাহিরা খান, শাহিদ আফ্রিদি, মাওয়ারা হোকানে, ফাওয়াদ খানের ইনস্টাগ্রাম ও এক্স অ্যাকাউন্ট দেখা যাচ্ছে। ভারতীয়রা এটা দেখেই ক্ষুব্ধ হয়ে যায়। অভিযোগের পাহাড় জমতেই এ দিন ফের কেন্দ্রের তরফে পাকিস্তানি তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ব্যান করে দেওয়া হল। পাশাপাশি পাকিস্তানি ইউটিউব চ্যানেলগুলিও ফের ব্যান করে দেওয়া হয়েছে। এখন ইন্সটাগ্রামে কোনও পাকিস্তানি তারকার অ্যাকাউন্ট সার্চ করলেই একটি পপ-আপ মেসেজ আসছে, যাতে লেখা অ্যাকাউন্ট নট অ্যাভেলেবল ইন ইন্ডিয়া। তবে সরকারের তরফে পাকিস্তানি তারকাদের উপরে ব্যান প্রত্যাহার এবং একদিন বাদেই ফের ব্যান করে দেওয়া নিয়ে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

পাক নিন্দা ছাড়াই যৌথ বিবৃতি এবার নিরাপত্তা মঞ্চ কোয়াডের, কেন স্বাক্ষর করলেন জয়শঙ্কর

নিউ ইয়র্ক, ৩ জুলাইঃ চিনে এসসিও সম্মেলনের পর আমেরিকায় অনুষ্ঠিত কোয়াডের যৌথ বিবৃতিতেও পাকিস্তানের নিন্দা অন্তর্ভুক্ত করাতে ব্যর্থ হল ভারত। তবে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন বা এসসিও-র যৌথ বিবৃতিতে ভারত স্বাক্ষর না করলেও কোয়াডের ক্ষেত্রে করেছে। কোয়াডের বিবৃতিতে পহেলগাম হত্যাকাণ্ডের কড়া সমালোচনা নথিভুক্ত হওয়ার বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর তাতে সই করেন। গত সপ্তাহে চিনে অনুষ্ঠিত এসসিও মঞ্চের বিদেশ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। ওই মঞ্চের অন্যতম সদস্য পাকিস্তান, চিন, রাশিয়া। স্বভাবতই পহেলহাম-সহ দেশের নানা জায়গায় পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি গোষ্ঠীর তৎপরতা নিয়ে নয়াদিল্লির অভিযোগ তেমন আমল পায়নি। এসসিও-র যৌথ বিবৃতিতে এমনকী পহেলগাম হত্যাকাণ্ডের নিন্দাও স্থান পায়নি। সদস্য দেশগুলি ঘটনার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব মানতে চায়নি। অন্যদিকে, কোয়াড হল ভারত আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের একটি নিরাপত্তা বিষয়ক মঞ্চ। মূলত ভারত মহাসাগরীয় এলাকায় চিনের ক্রমবর্ধমান তৎপরতা ঠেকাতেই এই বোঝাপড়ার মঞ্চ গড়া হয়েছে। ওয়াশিংটনে কোয়াডের বিদেশ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেন দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীরা। বৈঠক শেষে

তৈরি যৌথ বিবৃতিতে পহেলগামের হত্যাকাণ্ডকে আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য দুশ্চিন্তার বলে মন্তব্য করা হলেও ঘটনার পিছনে পাকিস্তানের ভূমিকা নিয়ে ভারতের অভিযোগকে গ্রহণ করেনি বাকি তিন দেশ। এই ব্যাপারে জয়শঙ্করের তৎপরতা ব্যর্থ হলেও তিনি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, পহেলগামের ঘটনার নিন্দাসূচক মন্তব্য ভারতের জন্য ইতিবাচক। তাছাড়া পর পর দুটি আন্তর্জাতিক মঞ্চের যৌথ বিবৃতিতে ভারত সই না করলে বিশ্বে ভুল বার্তা যাবে। ভারত কোণঠাসা, পাকিস্তানকে কোণঠাসা করতে গিয়ে ভারত বিপাকে পড়েছে, এমন বার্তাই যেত। চিনে অনুষ্ঠিত এসসিও সম্মেলনের বিবৃতিতে পাকিস্তানের বালুচিস্তানে জঙ্গি ও বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার নিন্দা করা হলেও জম্মু-কাশ্মীরের নাশকতামূলক ঘটনাগুলির উল্লেখ ছিল না। খসড়া প্রস্তাবে চোখ বুলিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ জানিয়ে দেন ভারত এই বিবৃতিকে সই করবে না। কূটনীতিতে ভারতের এই সিদ্ধান্তকে যেমন সঠিক বলা হচ্ছে, একই সঙ্গে এই পরিস্থিতিকে কূটনৈতিক ব্যর্থতা হিসাবেও দেখা হচ্ছে। সেখানে কোয়াডের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমরা ২২ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানাই, যেখানে ২৫ জন ভারতীয় নাগরিক এবং একজন নেপালি নাগরিক নিহত হন এবং আরও বেশ কয়েকজন আহত হন। আমরা নিহতদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই...।' প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, 'আমরা এই নিন্দনীয় কাজের অপরাধী, সংগঠক এবং অর্থায়নকারীদের অবিলম্বে বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানাই এবং আন্তর্জাতিক আইন এবং প্রাসঙ্গিক জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অধীনে তাদের বাধ্যবাধকতা অনুসারে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানাই।'

বীরভূমের ১৯ জন বাংলাভাষিকে ছাড়তে বাধ্য হল উড়িষ্যার পুলিশ প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩ জুলাই ঃ বাংলাদেশি তকমা দিয়ে উনিশ জন বীরভূমের পরিযায়ী শ্রমিক উড়িষ্যায় ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাদের সবাইকে ছাড়তে বাধ্য হল উড়িষ্যার পুলিশ প্রশাসন। বৃহস্পতিবার সকালে রেমুনা থানার ওসির কাছ থেকে এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট সংবাদ আসে নলহাটি দুই ব্লকের বাসিন্দা তথা তৃণমূল নেতা ডক্টর মহসিন মন্ডলের কাছে। এছাড়াও রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম জানান, বাংলাদেশী তকমা দিয়ে বেআইনিভাবে বিদ্বেষবশত বাংলার মানুষকে হেনস্থা বা অপমান করা হচ্ছে। ওই অসহায় মানুষগুলোর মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি এই অন্যায় হেনস্থার বিরুদ্ধে কী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে সেই ব্যাপারে আলোচনা চলছে। অন্যায়ভাবে ১৯ জনপরিযায়ী শ্রমিককে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখার পর বিভিন্ন মহল থেকে উড়িষ্যার বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন তোলা হয়। এদিকে কোনো খবর না পেয়ে আটক সদস্যদের পরিবার চিন্তায় নাওয়া- খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলো এতদিন। বৃহস্পতিবার তারা খবর পেয়ে ডঃ মোঃ মহসিন মন্ডল এর বাড়িতে সদল বলে হাজির হন। তারা কেউ আনন্দের উচ্ছ্বাস গোপন করেননি। শুক্রবারেরর শাহির হোসেন বলেন, আমার দুই ভাই আমির হামজা এবং সাবের হোসেন উড়িষ্যায় পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে যায়। কিন্তু শুধুমাত্র বাংলা বলার জন্য তাদের বালেশ্বরের ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রাখা হয়। আমরা খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। এখন তারা ছাড়া পেয়েছে এমন খবর পেয়ে স্বভাবতই আমরা খুব খুশি। মারফুমা বিবি বলেন, আমির হামজা আমার স্বামী। ডক্টর চাচার কাছে খবর পেয়ে আমরা আনন্দে ছুটে এসেছি। এ কদিন বাড়িতে কখনো রান্না হয়েছে, আবার কখনো হয়নি। রাঁধা ভাত খেতে পারেনি কেউ। খুব আনন্দের খবর যে ১৯ জনকেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ডঃ মুহম্মদ মহসিন মন্ডল বলেন, খুব সকালে রেমুনা থানার ওসির কাছ থেকে এই সুখবর পেয়ে আমি আনন্দ ধরে রাখতে পারিনি। তিনি আরও জানান ১৮ জনের মেডিকেল চেকআপ হয়ে গেছে। তাদের শীঘ্রই ছাড়া হবে। উল্লেখ্য, শুক্রবারেরর মেরিনা খাতুন বলেন, ২৫ তারিখ তার স্বামী শুকুর ইসলাম ফোনে জানায় যে তাদের রেমুনা থানার পুলিশ ডেকে পাঠিয়েছে। তারপর থেকে আর তাদের কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি, ফোনের সুইচ অফ ছিলো। একইভাবে হানফা বিবি জানান, বাড়িতে সবাই খুব দুশ্চিন্তায় এতদিন ছিলো। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ ছিলো। ছেলে- মেয়ের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধ ছিলো। অসুস্থ জামিমা বিবির মুখের হাসি ফুটেছে। এবার স্বামী ফিরবেন এবং কলকাতায় তার চিকিৎসা হবে। অভিযোগ, শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলার জন্য উড়িষ্যা বালেশ্বর জেলার রিমনা থানার ওসি বীরভূমের উনিশ জন ফেরিওয়ালাকে কাগজপত্র নিয়ে থানায় ডেকে পাঠান। ২৫ জুন সকাল ৯ টা নাগাদ থানায় যাওয়ার আগে তারা শেষবারের মতো বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে কথা হয়েছিলো। থানায় যাওয়ার পর তাদের কাছ থেকে কাগজপত্র এবং মোবাইল ফোন কেড়ে জমা নেওয়া হয়। তারপরেই বালেশ্বরের ডিটেনশন ক্যাম্পে তাদের রেখে দেওয়া হয়। কোনভাবেই পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি এতোদিন। দিন কুড়ি আগে উড়িষ্যার বিভিন্ন গ্রামে অ্যালুমিনিয়াম এবং প্লাস্টিকের জিনিসপত্র ফেরি করতে বীরভূমের নলহাটি থানার নলহাটি দুই ব্লকের শুকরবাদ থেকে ১৬ জন এবং রামপুর থেকে একজন উড়িষ্যায় জিনিসপত্র ফেরি করতে গেছিল। তাদের সঙ্গেই একই জেলার মুরারই দুই ব্লকের পাইকর থানা এলাকার দুইজনও জিনিস ফেরি করতে যায়। মূলতঃ তারা বালেশ্বর এর কাছে রেমুনা থানার অন্তর্গত আরমালা, বাহাবলপুর, বালাগোপালপুর প্রভৃতি গ্রামে অ্যালুমিনিয়াম ও প্লাস্টিকের জিনিসপত্র ফেরি করতো।

জঙ্গিপুর পুরসভার জট কাটাতে তৎপর তৃণমূল কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, ফরাক্কা, ৩ জুলাই ঃ জঙ্গিপুর পুরসভার জট কাটাতে তৎপর তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী ৮ জুলাই বেলা ৩টের সময় বৈঠক ডাকলেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি।

বৈঠকে ডাকা হয়েছে বিধায়ক জাকির হোসেন, সাংসদ খলিলুর রহমান-সহ জঙ্গিপুর পুরসভার ১৬ জন তৃণমূল কাউন্সিলর ও দুই টাউন সভাপতিকে। জঙ্গিপুর পুরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন দলেরই কাউন্সিলররা। তারপরই কার্যত অচলাবস্থা তৈরি হয়। সেই জট কাটাতে উদ্যোগ নিল তৃণমূল। রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার দলের কাউন্সিলরদের বার্তা পাঠিয়ে বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা জানিয়েছেন। সূত্র মারফত খবর, বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমও। গত মাসের ২৬ তারিখ জঙ্গিপুর পুরসভার চেয়ারম্যান মফিজুল ইসলামের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন দলেরই কাউন্সিলররা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন এক বিজেপি ও কংগ্রেসের ২ কাউন্সিলর। এদের মধ্যে কংগ্রেসের এক কাউন্সিলর পরবর্তীকালে তৃণমূলে যোগ দেন। কাউন্সিলরদের অভিযোগ ছিল, চেয়ারম্যান কাজ করতে দিচ্ছেন না। উন্নয়নে বাধা পড়েছে।

শান্তিপুরে প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হবে রাস্তা, প্লাস্টিক মুক্ত সমাজের লক্ষ্যে উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩ জুলাই ঃ এখন পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় রাস্তা নির্মাণে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক ব্যবহার করা হবে। শান্তিপুর ব্লকের বিডিও (ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার) সন্দীপ ঘোষ এই দিকে একটি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক অপব্যবহার দিবস উপলক্ষ্যে শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সচেতনতা অভিযানের অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার এই উপলক্ষ্যে ফুলিয়া এলাকায় আয়োজিত প্রচার র‍্যালির নেতৃত্ব দেন বিডিও সন্দীপ ঘোষ। তাঁর সাথে ছিলেন পঞ্চায়েত কমিটির চেয়ারম্যান নৃপেন মণ্ডল, বিডিও অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তা, আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। সকলেই হাতে প্ল্যাকার্ড বহন করে সমগ্র এলাকায় প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে সচেতনতা ছড়িয়ে দেন। শান্তিপুর বিডিও অফিসের আওতাধীন ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে ইতিমধ্যেই প্লাস্টিক দূষণ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় প্লাস্টিক সংগ্রহের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। বিডিও সন্দীপ ঘোষ জানান যে এই পঞ্চায়েতগুলি থেকে সংগৃহীত প্লাস্টিক পণ্যগুলি একটি বিশেষ কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে, এই প্লাস্টিক বর্জ্যগুলি জনসাধারণের কাছে পাঠানো হবে। এটিকে টুকরো টুকরো করে রাস্তা নির্মাণে ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে। বিডিও ঘোষ বিশ্বাস করেন যে একদিকে যেমন এই ধরনের প্রচেষ্টা পরিবেশ রক্ষা করবে এবং অন্যদিকে পুনঃব্যবহারের এই পদ্ধতি সামাজিক উন্নয়নের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে প্রমাণিত হবে।

দুই পরিবারের বিবাদে মৃত এক

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৩ জুলাই ঃ দুই পরিবারের বিবাদের জেরে মৃত্যু হল এক প্রবীণ ব্যক্তির। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন দুই পরিবার ছয় জন। বৃহস্পতিবার কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা এক নং ব্লকের বাকালীর টারি এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী রইল। মৃত ব্যক্তির নাম দেবেশ্বর বর্মন বয়স ৬০ বছর। বছর ছয়েক আগে মৃত দেবেশ্বর বর্মনের ছেলে তাপস বর্মনের সাথে বিয়ে হয় সাকাতির হাট এলাকার এক যুবতীর। তবে

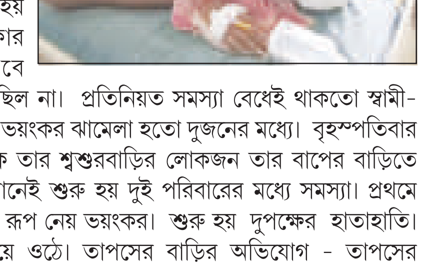

বিবাহিত জীবন শান্তি ছিল না। প্রতিনিয়ত সমস্যা বেধেই থাকতো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। মাঝে মাঝে ভয়ংকর ঝামেলা হতো দুজনের মধ্যে। বৃহস্পতিবার সকালে তাপসের স্ত্রীকে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন তার বাপের বাড়িতে পৌঁছে দিতে যান। এখানেই শুরু হয় দুই পরিবারের মধ্যে সমস্যা। প্রথমে বচসা পরবর্তীতে তার রূপ নেয় ভয়ংকর। শুরু হয় দুপক্ষের হাতাহাতি। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। তাপসের বাড়ির অভিযোগ - তাপসের শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাপসের বাবার মাথায় গুরুতর আঘাত করে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে দেবেশ্বর বর্মন। এই ঘটনার পর স্থানীয়রা আহত দেবেশ্বর বর্মন সহ আরো ৬ জনকে উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে পৌঁছানোর পর কর্তব্যরত চিকিৎসকরা দেবেশ্বর বর্মন কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। যদিও আহত ছয়জন বর্তমানে মাথাভাঙ্গা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। যদিও তাপস বর্মনের শ্বশুরবাড়ির লোকেজন এই কথা অস্বীকার করেছেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ বাহিনী। তখনো পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে উভয় পক্ষের ছয়জনকে আটক করেছে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। ইতিমধ্যে এই ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ।

আবারও লাইনচ্যুত টয় ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই ঃ আবার লাইনচ্যুত টয় ট্রেন , শুকনা থেকে কিছু দূরে গিয়ে লাইনচ্যুত হয়ে পড়ল টয় ট্রেন। সেই ট্রয় ট্রেনকে উঠালেন রেল কর্মীরা। যদিও সেরকম কোন ক্ষতি হবার খবর পাওয়া যায়নি। কি কারণে ওই টয় ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়ে পড়ল জানতে না পারা গেলেও মনে করা হচ্ছে কোন ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই টয় ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়েছিল। ট্রেনের যাত্রীরা লাইনচ্যুত হওয়ার কারণে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। যাত্রীদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন পর্যটক। পরে রেল কর্মীদের চেষ্টায় ওই টয় ট্রেনটিকে আবার রেললাইনে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। টয় ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার খবরে প্রচুর মানুষ ছুটে আসেন, তবে রেল কর্মীদের চেষ্টায় আর সমস্যা বাড়েনি।

ভোট পরবর্তী হিংসায় বিজেপি পরিবারের ৪ বছরের মেয়েকে ধর্ষণ, দোষী সাব্যস্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ জুলাইঃ ভোট পরবর্তী হিংসার শিকার বিজেপি সমর্থক পরিবারের নয় বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন। সিবিআই-এর তদন্তাধীন পকসো মামলায় রাজ্যে এই প্রথম অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করল জেলা আদালত। অভিযোগ, চার বছর আগে চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করেন এলাকার প্রভাবশালী এক তৃণমূল নেতা, যিনি আবার অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক। মালদা অতিরিক্ত নগর দায়রা আদালতের দ্বিতীয় (এডিজে ২ কোর্ট) বিচারক রাজীব সাহা অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। আগামী শুক্রবার মামলার সাজা ঘোষণা হবে। বিধানসভা ভোট পরবর্তী হিংসায় হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআইয়ের দায়ের করা মামলায় রাজ্যে এই প্রথম সাজা ঘোষণা হল। আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে দোষীর কঠোর শাস্তির দাবি জানায় নির্যাতিতার পরিবার। এদিকে এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। মালদহের একটি ব্লকে (মানিকচক) ২০২১ সালের ৫ জুন ঘরের বাইরে খেলাধুলো করার সময় চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রীকে ফাঁকা ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেন ওই ব্লকেরই এক স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক তথা তৃণমূল নেতা রফিকুল ইসলাম। অভিযোগ, নির্যাতিতার পরিবার বিজেপি সমর্থক হওয়ায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই অভিযুক্ত নাবালিকা মেয়েটিকে ধর্ষণ করেন ওই তৃণমূল নেতা রফিকুল ইসলাম। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। ওই বছর সেপ্টেম্বর মাসে জেলা সফরে আসেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্যরা। হাইকোর্টের নির্দেশে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগের মামলায় দায়িত্বভার নেয় সিবিআই। একই সঙ্গে রাজ্যে সিবিআই মোট ৫৫টি মামলার দায়িত্বভার নেয়। তারমধ্যেই এবার প্রথম ধর্ষণের মামলায় সাজা ঘোষণা হচ্ছে বলে জানান, সিবিআই পক্ষের আইনজীবী অমিতাভ মৈত্র। আইনজীবী বলেন, ''সিবিআই হাইকোর্টের নির্দেশে ভোট পরবর্তী রাজ্যে হিংসায় মোট ৫৫টি মামলার দায়িত্বভার নেয়। তার মধ্যে মালদহের ধর্ষণের মামলাটিও রয়েছে। এ দিন পকসো আইনে ২২ জন সাক্ষীর ভিত্তিতে বিচারক অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। শুক্রবার সাজা ঘোষণা হবে। আমরা সর্বচ্চ সাজার দাবি জানাব।'' নির্যাতিতার মা বলেন, ''মেয়ে বাড়ির সামনে খেলা করছিল। তাকে ফুঁসলে ঘরে নিয়ে গিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি ধর্ষণ করে। বিধানসভা ভোটে বিজেপি করার কারণে আমাদের শাস্তি দেওয়া হয়।'' জানা গিয়েছে, মেয়েটি এখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। অভিযুক্ত ঘটনার পর থেকে এখনও জেল হেফাজতেই রয়েছে। প্রথমে তিনি সিপিএম করতেন। পরে তৃণমূলে যোগ দেন, দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক।

পাখি মারার অভিযোগে নাবালকদের হাত-পা বেঁধে মারধর, এলাকায় তীব্র উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই ঃ পাখি মারার অভিযোগে নাবালকদের হাত-পা বেঁধে মারধর। মারের চোটে এক নাবালককে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। শিলিগুড়ির নকশালবাড়ির ওই ঘটনায় এলাকায় তীব্র উত্তেজনা রয়েছে। পুলিসে এনিয়ে অভিযোগ করেছেন নিগৃহীত নাবালকদের অভিভাবকরা। কী হয়েছিল? গতকাল বিকেলে শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ির রায়পাড়ায় ৯ নাবালক স্কুল ছুটির পর পাশের অটল চা বাগানের সাতভাইয়া সাবডিভিসনে ঘুরতে যায়। নাবালকদের দাবি, ঘুরতে ঘুরতে তাদের একটি মরা পাখি দেখতে পায়। কৌতুহলবশত পাখিটিকে একজন তুলে নেয়। তখনই সেখানে চলে আসে চা বাগান কর্মী নন্দলাল রাউতিয়া। সঙ্গে সঙ্গে সেই ওই নাবালকদের ধরে ফলে। তার দাবি পাখিটিকে ওই নাবালকই মেরেছে। ওই সন্দেহের বশেই সে ওই নাবালকদের প্রবল মারধর করে। এখানেই শেষ নয়, চা শ্রমিকদের অভিযোগ, পাখি মারার জন্য নাবালকদের বাড়িতে ফোন করে টাকার দাবি করা হয়। বাড়িতে খবর যাওয়ার পর নাবালকদের বাড়ি থেকে লোকজন এসে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তবে ওইসব কিশোরদের মধ্যে চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া প্রশান্ত তির্কিকে এমনই মারধর করা হয় যে তার নাক মুখ ফুলে যায়। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ওই নাবালকের অভিভাবক পুরসা তির্কি বলেন, ঘরে ছিলাম না। কাজে গিয়েছিলাম। ঘরে এসে শুনলাম ছেলেরা স্কুলের ছুটির পর ঘুরতে গিয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে একটি মরা টিয়াপাখি দেখতে পায়। সেটা হাতে তুলে নেয়। এরপরই একজন এসে ওদের প্রবল মারধর করে। ওদের বলে পাঁচশো টাকা জরিমানা দিতে হবে। তা না দিলে কেস করে দেবে। মেরে গাল, মুখ ফাটিয়ে দিয়েছে। আমার ৯ বছরের যে ছেলেটা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে তার খরচ কে দেবে? পুলিসে অভিযোগ করেছি। ওদের শাস্তি চাই। তা না হলে ওকে আমাদের হাতে তুলে দিক। আমরাই ওর বিচার করব।

পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতিতে প্রসূতি মৃত্যুর অভিযোগ, থানার দ্বারস্থ পরিবার

দুরন্ত বার্তা, পাঁশকুড়া, ৩ জুলাই ঃ আবার চিকিৎসার গাফিলতিতে প্রসূতি মৃত্যুর অভিযোগ। চিকিৎসার গাফিলতিতে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় এফ আই আর দায়ের করা হলো পাঁশকুড়া থানায়, অভিযোগ জানানো হয় জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর কাছেও। মৃতার নাম প্রিয়াঙ্কা বাগ পড়িয়া। গত ৩০ তারিখ প্রিয়াঙ্কার প্রসব যন্ত্রণা শুরু হলে পরিবারের লোকজন তাকে পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করে। ওই হাসপাতালেই তার নিয়মিত চেকআপ চলতো। শেষ চেকআপ এর সময় ও তার শারীরিক অবস্থা স্বাভাবিক ছিল। সোমবার বিকালে সিজার করার পর তিনি এক পুত্র সন্তানের জন্মদেন। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার রক্তক্ষরণ হতে শুরু করে। রাত বারোটার পর অর্থাৎ গত মঙ্গলবার তাকে রেফার করা হয় তমলুক হাসপাতালে। হাসপাতালে আনা হলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ যে ডাক্তার সিজার করেছেন তার গাফিলতিতেই অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ-এ প্রসূতির মৃত্যু ঘটেছে। তার পরিবারের বড় অভিযোগ তাড়াহুড়ো করে অন্য রোগীর ইউএসজি রিপোর্ট দেখে প্রসূতির সিজার করা হয়েছিল। এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ভুলবশত অন্য রোগীর ইউ এসজি রিপোর্টটি তাদের রোগীর ডকুমেন্টের সাথেই রেখে দেয়। সাথে সাথেই একজন সদ্যজাত শিশুকে যেভাবে নজরদারিতে না রেখে তার মায়ের সাথে বের করে দেওয়া হয় সেই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন তারা। আরেক প্রস্থ নাটক শুরু হয় প্রিয়াঙ্কার মৃত্যুর রিপোর্ট নিয়ে। সোমবার র মৃত্যু ঘটলেও তমলুক হাসপাতালে রিপোর্ট দেওয়া হয় তার সিজারের সময়কালের। মৃতার পরিবার বলেন সম্পূর্ণ চিকিসার গাফিলতিতে মৃত্যু ঘটেছে তাদের রোগীর। এমনকি ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে আগেও এরকম ভুলে ঘটনার উল্লেখ তুলে ধরেন তারা। শেষমেষ গতকাল মৃতার পোস্টমর্টেম করা হয় তমলুক হাসপাতালে। অভিযুক্ত ডাক্তারের শাস্তির চেয়ে তারা পাঁশকুড়া থানার দ্বারস্থ হন। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ বিভাস রায় বলেন তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। ঠিক কি কারনে মৃত্যু হল সেটা তদন্ত করে দেখা হবে।

মেডিক্যাল কলেজে সহ-ইন্টার্নকে ওটি-তে হেনস্তার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য বর্ধমান মেডিক্যালে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩ জুলাই ঃ রাজ্যের একের পর এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কসবার আইন কলেজের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার অভিযোগ উঠল পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে। এক ইন্টার্ন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে সহকারী ইন্টার্নকে অপারেশন থিয়েটারে (OT) হেনস্তা করার অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কলেজ চত্বরে। জানা গেছে, মঙ্গলবার হাসপাতালের ওটিতে কর্মরত অবস্থায় এক ইন্টার্ন চিকিৎসক তাঁর সহকর্মীকে হেনস্তা করেন বলে অভিযোগ। পরদিন, বুধবার কলেজের অধ্যক্ষ মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন ওই ইন্টার্ন চিকিৎসক। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে আগামী শুক্রবার কলেজ কাউন্সিলের জরুরি বৈঠক ডেকেছে কর্তৃপক্ষ। অভিযুক্ত ইন্টার্ন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে সেখানেই ইন্টার্নশিপে রয়েছেন। অভিযোগ, তিনি সরাসরি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ঘনিষ্ঠ এবং অতীতে কলেজ ইউনিটের নেতৃত্বেও ছিলেন। জুনিয়র ডাক্তার ও সহপাঠীদের একাংশের দাবি, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আগেও একাধিক অভিযোগ উঠেছে-মহিলা চিকিৎসকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, আর্থিক দুর্নীতি, পরীক্ষায় হস্তক্ষেপ-সহ নানা অপকর্মে যুক্ত ছিলেন তিনি। তা সত্ত্বেও কলেজ কর্তৃপক্ষ বা তদন্ত কমিটি কোনও কড়া পদক্ষেপ নেয়নি। একাধিক জুনিয়র চিকিৎসক নাম প্রকাশ না করে অভিযোগ করেন, এই ইন্টার্নের নামে আরজিকর আন্দোলনের সময় থেকেই লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। তদন্ত কমিটির সামনে হাজিরাও দিয়েছে সে, কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এদিকে, মেডিক্যাল কলেজে যখন ছাত্র সংসদ ছিল, তখন এই অভিযুক্ত সেই ইউনিটের নেতা ছিল। তারপর থেকেই 'অভীক ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত। অভিযোগ আরও রয়েছে, হাসপাতালের সিস্টারদের সঙ্গেও অভব্য আচরণ করেছেন অভিযুক্ত। এমনকি হাসপাতালের সুপারের কাছে মৌখিক অভিযোগও করা হয়েছিল। কিন্তু প্রতিবারই বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। চূড়ান্ত বর্ষের পড়ুয়া সম্প্রীত দত্ত বলেন, আমরা বারবার বলছি-কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দরকার। নির্বাচন না হওয়ায় কিছু ইন্টার্ন ও পড়ুয়া নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। যাদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে, তাদেরই সাংসদ-বিধায়ক-অধ্যক্ষের পাশে দেখা যাচ্ছে। এতে প্রশ্ন উঠছে কলেজ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়েও। এই প্রসঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি ' জেন্ডার হ্যারাসমেন্ট কমিটি'-র কাছে পাঠানো হয়েছে। শুক্রবার কলেজ কাউন্সিলের জরুরি বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তপ্ত বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ। ছাত্রছাত্রীদের একাংশের দাবি, অভিযোগকারিণীর সুরক্ষার বিষয়টি দ্রুত নিশ্চিত করতে হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে। অন্যথায় আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তারা।

গৃহবধূকে গণধর্ষণ, গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, কাটোয়া, ৩ জুলাই ঃ আবার গণধর্ষণ! এক গৃহবধূকে গণধর্ষণের অভিযোগ। গৃহবধূকে গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার প্রতিবেশী গ্রামের দুই ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে। কাটোয়া থানার পাঁজোয়া গ্রামের পোল্ট্রি ফার্মের কাছে ঘটনাটি ঘটে। নির্যাতিতার অভিযোগ পাওয়ার পর বুধবার গভীর রাতেই নতুনগ্রামের বাড়ি থেকে দুই অভিযুক্ত দুলাল সেখ ও বজরুল সেখকে কাটোয়া থানার পুলিস গ্রেফতার করেছে। বৃহস্পতিবার কাটোয়া থানার পুলিস ধৃতদের কাটোয়ায় মহকুমা আদালতে পেশ করে। নির্যাতিতার ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়। গোপন জবানবন্দির জন্য নির্যাতিতা মহিলাকেও পুলিস কাটোয়া মহকুমা আদালতে পাঠায়। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা গৃহবধূ বুধবার কাটোয়া আদালতে পুরনো একটি দাম্পত্য কলহ সংক্রান্ত মামলার কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। সেইসময় গণধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে। রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ পাঁজোয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে নিজের বাড়ি ফেরার সময় নির্যাতিতা গৃহবধূর সঙ্গে পূর্ব পরিচিত পাশের নতুনগ্রামের দুই বাসিন্দা দুলাল সেখ ও বজরুল সেখের দেখা হয়। নির্যাতিতার অভিযোগ, অন্ধকারে তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে পোল্ট্রি ফার্মের কাছে পরিচিত ওই ২ ব্যক্তি দুলাল সেখ ও বজরুল সেখ ধর্ষণ করে। এরপর নির্যাতিতা রাতে বাড়ি ফিরে স্বামীকে ঘটনার কথা জানায়। তখন রাতেই, রাত ১০টা নাগাদ স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে কাটোয়া থানায় যান নির্যাতিতা। রাতেই অভিযুক্ত দুলাল সেখ ও বজরুল সেখের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। গভীর রাতে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে পুলিস।

মালদায় ছাত্র মৃত্যু, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ জুলাই ঃ মালদার মানিকচকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবাসনে ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। আবাসনের ঘরে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় এক ছাত্রের। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ তুলে সরব মৃতের পরিবার। মৃত ছত্রের নাম শ্রীকান্ত মন্ডল(১৩)। অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল সে। এই ঘটনায় মৃত ছাত্রের পরিবার মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ পাঠিয়েছে পুলিস। মানিকচক এলাকায় অবস্থিত রোজমেরি মিশনারী নামে বেসরকারি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেই স্কুলেই পড়ত শ্রীকান্ত। স্কুলের আবাসনেই থাকত সে। যে ঘরে থাকত, সেখানে ৪০ জন ছাত্র রয়েছে। কী করে এই ঘটনা ঘটল, তা মানতে পারছেন না ছাত্রের পরিবার। পরিবারের দাবি, গতকাল শ্রীকান্তের উপর মানসিক নির্যাতন করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। তবে কী কারণে নির্যাতন, তা বলতে পারেননি পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনার তদন্তে বিদ্যালয়ে যান মানিকচক থানার আইসি সহ পুলিস কর্তারা। সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃত ছাত্রর সহপাঠী ও বিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন পুলিস কর্তারা। প্রতিষ্ঠানেরই আবাসনে গত ৩ বছর ধরে ছিল শ্রীকান্ত। গভীর রাতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার কথা পরিবারের লোকেদের জানায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পরিবারের দাবি, এটি আত্মহত্যার ঘটনা নয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অত্যাচারেই মৃত্যু হয়েছে ওই ছাত্রের, দাবি মৃতের পরিবারের।

Office of The Ladhurka Gram Panchayat
Vill+PO-Ladhurka, PS-Hura, Purulia, Pin-723148
e-mail id: ladhurkagp@gmail.com
NIT No. 03/LGP/2025-26, Memo No-328/LGP/2025-26, Date-01/07/2025
Sale of Tender form **02/07/25 to 11/07/25.** Last date of Dropping Tender Paper- **14/07/2025 (up to 3.00 PM)**. Opening of Tender **14/07/2025 (up to 3.30 PM.)**.
Sd/- Pradhan
Ladhurka Gram Panchayat
Hura Panchayat Samity
Purulia

BERUGRAM GRAM PANCHAYAT
BOWAI : PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender No:-01/BGP/ 2025-26, Dated-03/07/2025.
The Prodhan, BERUGRAM GRAM PANCHAYAT invites e-tender for the work of Construction of Concrete Cover Drain. Document download/ sale date from **03/07/2025 from 18.00 hrs. up to 11/07/2025 up to 03.00 p.m.** Bid submission starting from **04/07/2025 from 10.00 a.m. up to 11/07/2025 up to 4.00 p.m**. Bid Opening Date **14/07/2025 at 2.00 p.m.** For details please contact at GP office and visit website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Berugram Gram Panchayat

Marriage Declaration
I am israfil mondal, son of Naser Ali mondal, residing at purba Bardhaman, West Bengal, India Holder of passport No: T8465435 and Aadhaar No: 663331519319 do hereby solemnly affirm and declare as follows: That on 15rd June 2025 ,my marriage was solemnised in Bangladesh with Mehena akter daughter of A Hakim residing at kishoreganj, Bangladesh, holder Of passport No: A17791691 and birth Registration Number: 20064814217100594, Since that date, we have been living as husband and wife. My father contact number: +919609519310 and my father-in-law's contact number: +8801928348128 I affirm that the above information is true and Correct to the best of my knowledge and belief.
Sd/- Molay Majumder
Regd No.033/24

e – Tender Notice
e- Tender are invited for works as follows:
1. Name of work:- Emergent restoration of cable fault including supply and fixing of necessary equipment at Toll Plaza under HRBC.
Tender ID - 2025_HRBC_873397_1
2. Name of work:- Emergency restoration of cable fault including S & F of necy. Equipment for High Mast no. 16, 18 & 21 at Howrah side under HRBC.
Tender ID - 2025_HRBC_873397_2
e-NIT No. HRBC/JPM (E)/NIT/05/25-26
Last date of submission of bid (online) is **14.07.2025** up to 10.00 AM.
Other details may be seen from the website: https://wbtenders.gov.in.
Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE
SNIT No.-EE/MID/SNIT-02/ 2025-26
The **Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda** invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application **07/07/2025 & Time up to 12.00 PM**. Details may be had from the office of the undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov.in/**
Sd/- Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

HALLMARK PROPERTIES AND TRADERS LIMITED
CIN : L70101WB1983PLC036161
Regd. Office :
7, P.K.Tagore Street, Kolkata - 700006
NOTICE
Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Saturday, the 12th day of July, 2025 at 11:00 A.M.** to take on record the Unaudited Financial Results for the 1st quarter ended on 30th June, 2025 at its Registered Office.
By Order of the Board
Sd/-
(Vinita Harlalka)
Place : Kolkata — Director
Date : 3.7.2025 — DIN:00612517

NORTH BARRACKPORE MUNICIPALITY
PALTA, BARRACKPORE
NORTH 24 PARGANAS
1. One (1) no. of Cancellation Notice vide Ref No. 1280/NBM/ Store dtd. 02.07.2025 is being uploaded by The Chairman, North Barrackpore Municipality for the following e-tender: Tender Details: 2025_MAD_863645_1(900/NBM/ Store dtd. 13.06.2025) 2. Notice Inviting Tender ; Open Tenders are being invited by The Chairman, North Barrackpore Municipality from Manufracturer / bonafied suppliers for the followings: Tender Reference No. 1281/NBM/ Stor(2025_MAD_873374_1) Date: 02.07.2025, Sub: Procurement of 30 nos. Tri Cycle Van Rickshaws. Last date of submission of tender: 14.07.2025 within 5 pm. For details see http://wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman
North Barrackpore Municipality

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এস অ্যান্ড টি সংশ্লিষ্ট কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এসঅ্যান্ডটি/এপিডিজে/ ১৯, তারিখ: ৩০-০৬-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্রম নং - ১; টেন্ডার নং. :** এপি-এসটি-১৯-২০২৫-২৬; **কাজের নাম:** দলগাঁওয়ে - স্টেশন উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত গুডস ইয়ার্ড, মার্চেন্ট রুম, পণ্য অফিস, শ্রমিক বিশ্রাম কক্ষ, সিসিটিভি, টয়লেট, জল ধুলো প্রতিরোধী প্রাচীর, পণ্য সাইডিং সংযোগকারী রাস্তার বিকল্প প্রবেশপথের উন্নয়ন (এসঅ্যান্ডটি সংশ্লিষ্ট কাজ)। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য:** ৫৬,৫৪,৪৫৭.৬৪/-টাকা; **বিড সিকিউরিটি :** ১,১৩,১০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২৮-০৭-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং টেন্ডার **খোলার** তারিখ **২৮-০৭-২০২৫** তারিখে বন্ধের পরে। বিস্তারিত জানার জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখুন।
ডিআরএম (এস এন্ড টি), আলিপুরদুয়ার ডিভিশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR
(i) NIT No. 516/PHE(C)/BMC, Dated: 02/07/2025
(ii) NIT No. 517/PHE(C)/BMC, Dated: 02/07/2025
e-Tender has been invited for Different type water related job under BMC. For details, please follow Tender Id
(i) 2025_MAD_873395_1 to 7
(ii) 2025_MAD_873462_1
in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board
Last date of Bid submission-
(i) 12/07/2025 up to 3.00 p.m.
(ii) 19/07/2025 up to 3.00 p.m.
Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ই-টেন্ডার নোটিস নং এসইআর-ওএইচই-কেজিপি-টাটা-২x২৫ কেভি-আরটি, তারিখ ০২.০৭.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (প্রোজেক্ট), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** ৩০০০ এমটি লোডিং সামাল দিতে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর/ চক্রধরপুর ডিভিসনে খড়গপুর (ব্যতীত) থেকে টাটানগর (সহ) পর্যন্ত ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন সিস্টেমকে ১ x ২৫ কেভি থেকে ২ x ২৫ কেভি ট্র্যাকশন সিস্টেমে উন্নীত করতে ডিজাইন, সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা এবং সূচনার কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্যঃ** ১৭৯,১৩,০৫,০৮৯.২৮ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৯১,০৬,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৪ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ১২০ দিন। **জিজ্ঞাস্য গ্রহণের শেষ তারিখ ঃ** ২৫.০৭.২০২৫। **প্রাক্ দরপ্রস্তাব সভা ঃ** ২৫.০৭.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে। **সকল নথির সশরীরে দাখিল ঃ** ১৯.০৮.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ২০.০৮.২০২৫ [ভারতীয় প্রমাণ সময় ১৪.০০ ঘ.]। **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ দেখা যাবেঃ www.ireps.gov.in**
(PR-351)

টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেড
CIN: L01132WB1893PLC000742
নিবন্ধিত অফিসঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণি, তৃতীয় তলা, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নংঃ ২২৪৮৭৬৮৫, ফ্যাক্স নংঃ ০৩৩ ২২১০০৫৪১
ই-মেইলঃ **info@tonganitea.com**, ওয়েবসাইটঃ **www.tonganitea.com**
ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'') অথবা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে (''ওএভিএম'') একশত ত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের জন্য জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেডের সদস্যদের ১৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা শুক্রবার, ১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১.৩০ (IST) ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) অথবা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (OAVM) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভাটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এবং SEBI এবং MCA সার্কুলার নং ২০ / ২০২০, ১০/ ২০২২, ০৯/২০২৩ এবং ০৯/ ২০২৪ তারিখের যথাক্রমে ৫ মে, ২০২০, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলারের বিধান মেনে চলবে।
সেন্ট্রাল ডিপোজিটরিজ সিকিউরিটিজ লিমিটেড (CDSL) কর্তৃক বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য সভার জন্য VC/ OAVM সুবিধা প্রদান করা হবে। সদস্যরা শুধুমাত্র VC/ OAVM এর মাধ্যমে AGM এ যোগদান এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন কারণ AGM এ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকার কোন বিধান করা হয়নি। VC/ OAVM এর মাধ্যমে উপস্থিতি AGM এর কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।
প্রাসঙ্গিক সার্কুলার মেনে, বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতির নোটিশ, বোর্ডের প্রতিবেদন, নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন এবং এর সাথে সংযুক্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র কোম্পানির সকল সদস্যের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী / RTA এর সাথে নিবন্ধিত। উপরোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.tonganitea.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট, অর্থাৎ ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.cse-india.com এবং কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট , মেসার্স নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড এবং মেসার্স সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। কোনও সদস্যকে নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের কোনও বাস্তব অনুলিপি পাঠানো হবে না।
যেসব সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি, তারা অনুগ্রহ করে ডিপির সাথে যোগাযোগ করে তাদের তথ্য যাচাই / আপডেট করতে পারেন, যদি ডিম্যাট আকারে শেয়ার থাকে এবং বাস্তব আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানের পদ্ধতিঃ
সদস্যরা ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে (ই-ভোটিং) উল্লেখিত ব্যবসায় তাদের ভোটদানের সুযোগ পাবেন। ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের, বাস্তব পদ্ধতিতে এবং যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য দূরবর্তীভাবে (দূরবর্তী ই-ভোটিং) ভোটদানের পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে প্রদান করা হবে। বিস্তারিত তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট www.tonganitea.com এবং মেসার্স নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড এবং মেসার্স সিডিএসএলের ওয়েবসাইটে (https:// www.evotingindia.com/) পাওয়া যাবে।
ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা বার্ষিক সাধারণ সভায় (ইন্সটা পোল) উপলব্ধ থাকবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যরা যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট(গুলি) দেননি তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) তারিখে ইন্সটা পোলের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।
ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদানের জন্য লগইন শংসাপত্রগুলি ইমেলের মাধ্যমে সদস্যদের কাছে উপলব্ধ করা হবে। যে সদস্যরা ইমেল পান না বা যাদের ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) / আরটিএ-তে নিবন্ধিত নয়, তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) নোটিশে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে লগইন শংসাপত্র তৈরি করতে পারবেন।
একই লগইন শংসাপত্রগুলি ভিসির মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।
চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদানের রেকর্ড তারিখ ঃ
কোম্পানি ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য সদস্যদের চূড়ান্ত লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য শুক্রবার, ২৫ জুলাই, ২০২৫ তারিখকে রেকর্ড তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করেছে, যা ১৩ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভায় সুপারিশ করা হয়েছিল।
বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত লভ্যাংশ অনুমোদনের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে প্রদান করা হবে যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের আপডেট তথ্য পাওয়া যাবে। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া তাদের ৭ মে, ২০২৪ তারিখের মাস্টার সার্কুলার নং SEBI/ HO/ MIRSD/ POD-1/P/CIR/ 2024/ 37 এর মাধ্যমে ১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে লভ্যাংশ, সুদ বা রিডেম্পশন সহ যেকোনো অর্থ প্রদান বাধ্যতামূলক করেছে। লভ্যাংশ গ্রহণে বিলম্ব এড়াতে, সদস্যদের তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন / আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ইলেকট্রনিকভাবে লভ্যাংশ গ্রহণের জন্য আদেশ নিবন্ধনের পদ্ধতি/ ব্যাঙ্কের বিবরণ আপডেট করা যাতে কোম্পানি ভবিষ্যতে ব্যাংকের মাধ্যমে ঘোষিত লভ্যাংশ পাঠাতে পারেঃ তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (যাদের সাথে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট বজায় রাখে, যদি শেয়ার ডিম্যাট মোডে থাকে, প্রয়োজনীয় নথি জমা দিয়ে। আপনার ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা নির্ধারিত ফর্মে বিশদ বিবরণ কোম্পানি / আরটিএ-তে অথবা info@tonganitea.com/ nichetechpl@nichetechpl.com এ ইমেল করে অথবা (।) স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্রের স্ক্যান করা কপি জমা দিয়ে জমা দিতে হতে পারে যাতে সদস্যের নাম, ফোলিও নম্বর, ব্যাঙ্কের বিবরণ (ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর, ব্যাঙ্ক ও শাখার নাম ও ঠিকানা, IFSC, MICR বিবরণ), (।।) প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি এবং (।।।) বাতিল চেক পাতা থাকবে।
যারা সদস্যরা ইতিমধ্যেই ডিপোজিটরি/ কোম্পানি/ আরটিএ-তে তাদের ব্যাঙ্কের বিবরণ আপডেট করেছেন এবং ব্যাঙ্কের মাধ্যমে লভ্যাংশ পাচ্ছেন তাদের ব্যাঙ্কের বিবরণ আপডেট করার প্রয়োজন নেই যদি না ব্যাঙ্কের বিবরণে কোনও পরিবর্তন হয়।
টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর-অরিন্দম রায়চৌধুরী
(কোম্পানি সচিব)
সদস্যপদ নং A37602
স্থান- কলকাতা
তারিখ- ২ জুলাই ২০২৫

আইপিএলে স্পট ফিক্সিংয়ের দায়ে নির্বাসিত ক্রিকেটারকে কোচ করল মুম্বই!

মুম্বই, ৩ জুলাইঃ মুম্বইয়ের অনূর্ধ্ব ১৪ দলের কোচ হলেন অঙ্কিত চহ্বান। এই তথ্য তো গড়পড়তা। এক কোচের বিদায় হলে আর এক কোচ আসবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু অঙ্কিতের ইতিহাস খুঁজতে বসে মিলছে অবাক করা তথ্য। ২০১৩ সাল ভারতীয় ক্রিকেটের কলঙ্কিত সময়। আইপিএলে স্পট ফিক্সিংয়ের দায়ে ধরা পড়েছিলেন তিন ক্রিকেটার। শান্তাকুমারন শ্রীসন্থ, অজিত চাণ্ডিলার সঙ্গে ছিলেন তিনিও। স্পট ফিক্সিংয়ে অভিযুক্ত হওয়ার পরই ক্রিকেট থেকে আজীবন নির্বাসিত হন তিন ক্রিকেটারই। আদালতে পাল্টা চ্যালেঞ্জ করে ক্রিকেটে ফেরেন শ্রীসন্থ। আবার কেরলের হয়ে খেলেন রঞ্জি ক্রিকেট। বাকি দু'জন চলে যান লোকচক্ষুর আড়ালে। অঙ্কিত আবার মুম্বইয়ের যুব দলের কোচ হওয়ার মধ্যে দিয়ে ফিরলেন ক্রিকেটের

মূলস্রোতে। ২০২১ সালে শ্রীসন্থের মতো চিরনির্বাসন উঠে যায় বাকি দু'জনেরও। ২০২৩ সালে নির্বাসনের মেয়াদ শেষ হয় অঙ্কিতের। তিনি আর ক্রিকেটে ফেরেননি। একদা মুম্বইয়ের হয়েই রঞ্জি খেলেছেন। নির্বাসন ওঠার পর কোচিংয়ে মন দেন অঙ্কিত। পাশ করেছেন লেভেল ওয়ান কোচিং পরীক্ষাও। সেই অঙ্কিতকে মূলস্রোতে ফেরাল মুম্বইয়ের মতো ক্রিকেট খেলিয়ে রাজ্য। যা অনেককেই চমকে দিয়েছে। অঙ্কিতকে কোচ করার পাশাপাশি ওঙ্কার সালভিকে সিনিয়র দলের কোচ করা হল। গত আইপিএলে যিনি ছিলেন আরসিবির বোলিং কোচ। নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান থেকে গেলেন সন্দীপ পাটিল। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অঙ্কিত বলেছেন, ''এটা আমার জীবনের সেকেন্ড ইনিংস। কোচিংকেই আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছি। জীবনে ফিরে আসার সুযোগ এক-আধবার ঠিক পাওয়া যায়। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থাকে ধন্যবাদ জানাব, আমার উপর ভরসা রাখার জন্য। কোচিং আমার মাথায় বরাবরই ছিল। সামনে কী কী চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে, তাও জানি। অনূর্ধ্ব ১৪ দলের কোচ হিসেবে আমি প্লেয়ারদের বেকিসে জোর দিতে চাই। এটা করতে পারলে ওরা আগামী দিনে আরও ভালো খেলতে পারবে।''

ভারতীয় ফুটবল নিয়ে বিস্ফোরক ভুকোমানোভিচ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় ফুটবল দলের বর্তমান চিত্র অত্যন্ত হতাশাজনক। কেরালা ব্লাস্টার্সের প্রাক্তন প্রধান কোচ ইভান ভুকোমানোভিচ মনে করেন, বর্তমান অবস্থা এতটাই খারাপ যে পেপ গুয়ার্দিওলা এবং হোসে মরিনহো একসঙ্গে কোচিং করালেও তাতে কোনও পরিবর্তন আসবে না। মালয়ালাম সংবাদমাধ্যম মনোরমারকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে সার্বিয়ান কোচ বলেন, ''ভারতীয় ফুটবল ভেঙে পড়ছে। একজন কোচকে এনে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এর জন্য গোটা ফেডারেশনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে।'' ইভান ভুকোমানোভিচ তিন বছর কেরালা ব্লাস্টার্সের কোচ ছিলেন। সেখান থেকে ভারতীয় ফুটবলের ভিতরের অবস্থা খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তিনি জানান, ''আপনি যদি স্বীকার না করেন যে সমস্যা আছে, তবে আপনি তা সমাধানও করতে পারবেন না।'' ২০২৩ সালের নভেম্বরের পর থেকে ভারতীয় পুরুষ দল একটি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচেও জয় পায়নি। মালদ্বীপের বিরুদ্ধে একক প্রীতি ম্যাচে ৩-০ ব্যবধানে জয়ই কেবল সাময়িক স্বস্তি দিয়েছিল। কিন্তু তারপর হংকংয়ের কাছে ০-১ ব্যবধানে হার সহ টানা তিন ম্যাচে গোলশূন্য থাকা ভারতীয় ফুটবলের ক্রমাবনতি স্পষ্ট করছে। অনেকেই মনে করেন ইন্ডিয়ান সুপার লিগ ভারতীয় ফুটবলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখছে। কিন্তু ভুকোমানোভিচের মতে,

আইএসএল ক্লাবগুলো মূলত প্লে-অফে ওঠা আর মুনাফার লক্ষ্যেই কাজ করে। খুব কম ক্লাবই তরুণ প্রতিভাকে চিহ্নিত করে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় গড়ে তোলে।'' তিনি যোগ করেন, ''ভারতে এমন কোনো স্ট্রাকচার নেই যা নিয়মিত তরুণ ফুটবলার তৈরি করতে পারে। যুব উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান এখনও বহু পিছিয়ে। ইউরোপের অনেক দেশ অনেক আগেই এই পথ ধরেছে। এমনকি জাপান, কাতার, সৌদি আরবের মতো এশীয় দেশগুলিও অনেক এগিয়ে আছে।'' ভারতের ফুটবলের ভিত্তি গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিকভাবে যেটি দরকার, তা হলো উচ্চমানের কোচ তৈরি করা। ভুকোমানোভিচ বলেন, ''ভাল কোচ মানে এমন কেউ, যিনি প্রতিভা চিহ্নিত করতে পারেন এবং সেই প্রতিভাকে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যেতে পারেন। এআইএফএফ এবং আইএসএল উভয়ের উচিত এই দিকেই মনোযোগ দেওয়া।'' তিনি আরও বলেন, ''অনূর্ধ্ব-১৯, ১৯, ২১ স্তরে শক্ত ভিত তৈরি করতে হবে। নিয়মিত ম্যাচ খেলানো, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা দেওয়া, এবং প্রশিক্ষণ-এই তিনটি দিকেই জোর দিতে হবে। তাহলেই ভবিষ্যতে জাতীয় দলের জন্য মানসম্পন্ন খেলোয়াড় তৈরি হবে।'' মানোলো মার্কুয়েজের পদত্যাগের পর ইভান ভুকোমানোভিচ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, বর্তমানে ভারতীয় জাতীয় দলের কোচ হওয়ার কোনও আগ্রহ তার নেই। তিনি বলেন, ''আমি একজন ক্লাব কোচ। এমনকি আইএসএলের কোনও ক্লাবের অফারেও আমার আগ্রহ নেই।'' জাতীয় দলে এখনই তরুণদের সুযোগ দেওয়া প্রসঙ্গে জানান, ''বর্তমান সিনিয়রদের অবসর নিতে দিন। ৪ থেকে ৬ বছরের পরিকল্পনা তৈরি করে নতুন অধ্যায় শুরু হোক।''

ভারতের প্রথম একাদশ দেখে সৌরভের প্রশ্ন

এরাই কি দুই সেরা স্পিনার?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাইঃ বুধবার থেকে বার্মিংহামের এজবাস্টনে শুরু ইংল্যান্ড-ভারত পাঁচ টেস্টের সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ। প্রথম টেস্টে হেরে সিরিজে পিছিয়ে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া। এজবাস্টনে ভারত নেমেছে প্রথম টেস্ট খেলা তিন ক্রিকেটারকে বাদ দিয়ে। জসপ্রীত বুমরাহকে যে ওয়ার্কলোডের কথা ভেবে দ্বিতীয় টেস্টের দলে রাখা হবে না সেটা প্রত্যাশিতই ছিল। সেই সঙ্গে বাদ পড়েছেন সাই সুদর্শন ও শার্দূল ঠাকুর। এই তিন ক্রিকেটারের পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে নীতীশকুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর ও আকাশ দীপকে। তবে ভারতের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম একাদশ দেখে অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটারই অবাক হয়েছেন। বিশেষ করে দ্বিতীয় স্পিনার হিসাবে ওয়াশিংটন সুন্দরকে দেখে। বেশির ভাগেরই মতামত, এজবাস্টনের পিচে সুন্দরের থেকে অনেক বেশি কার্যকরী হতেন কুলদীপ যাদব। অনেকে আবার সাই সুদর্শনের বাদ পড়া নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। প্রথম একাদশ নির্বাচন নিয়ে গৌতম গম্ভীরের প্রতি অভিযোগের আঙুল উঠেছে। অনেকেই মনে করছেন, তাঁর গোয়ার্তুমির ফল ভোগ করতে হবে ভারতকে। দ্বিতীয় টেস্টের আগে ধারণা করা হচ্ছিল যে, জসপ্রীত বুমরাহর অনুপস্থিতিতে কুলদীপ

যাদব বার্মিংহামে দ্বিতীয় টেস্টের জন্য সুযোগ পেতে পারেন। তবে, জাদেজা এবং সুন্দরকে দুই স্পিনার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করায় তা হয়নি। ভারতের টিম ম্যানেজমেন্টের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি জাতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করে বাংলা ও জাতীয় দলের এই প্রাক্তন ক্রিকেটার বলেছেন, ''আমি নিশ্চিত নই যে, ভারত তাদের দুই সেরা স্পিনারকে খেলাচ্ছে কি না। ইংল্যান্ড প্রথমে ফিল্ডিং করেছে, আমি এতে অবাক। আমার মনে হয় এই মুহূর্তে এটি ভারতের সেরা সুযোগ। বোর্ডে রান রাখুন এবং আশা করি এটি কার্যকর হবে।'' বুধবার বার্মিংহামে শুরু হওয়া ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের জন্য দলের সমন্বয় নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল গাভাসকরও। সানি প্রথম একাদশ দেখে বলেছিলেন, ''কুলদীপকে দলে নেওয়া হয়নি দেখে আমি বিস্মিত। কারণ এই ধরনের পিচে টার্ন রয়েছে। এখানে কুলদীপ ভাল অপশন হতে পারত।'' সনি স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গাভাসকর বলেন, ''যদি তোমার টপ-অর্ডার ব্যাটাররা প্রত্যাশা অনুযায়ী রান না করতে পারে, তাহলে এটা কখনওই ভাবা উচিত নয় যে, সাত নম্বরে ওয়াশিংটন অথবা আট নম্বরে নিতীশ রেড্ডি এটা করে দেবে। তাই উচিত ছিল বোলিং ইউনিটকে শক্তিশালী করা, ব্যাটিং বিভাগে খুব বেশি নয়।''

ইতিহাসের পথে মহিলা মশাল ব্রিগেড, প্রতিপক্ষ হংকং এবং কম্বোডিয়ার দল

কুয়ালালামপুর, ৩ জুলাইঃ এএফসি মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২০২৪-২৫ আসরের প্রিলিমিনারি রাউন্ডের 'গ্রুপ ই'তে খেলবে ইস্টবেঙ্গল এফসি। বৃহস্পতিবার, মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে এএফসি হাউসে আয়োজিত ড্র-অনুষ্ঠানে মশাল ব্রিগেডকে হংকংয়ের কিচি এসসি এবং কম্বোডিয়ার ফনম পেন ক্রাউন এফসির সঙ্গে একই গ্রুপে রাখা হয়েছে। ভারতীয় ফুটবলের ২০২৪-২৫ মরসুমে ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। এবার প্রথমবারের মতো এশিয়ার সর্বোচ্চ মহিলা ক্লাব প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। ২৫ থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত কম্বোডিয়ায় কেন্দ্রীভূত রাউন্ড-রবিন পদ্ধতিতে আয়োজিত হবে

প্রিলিমিনারি রাউন্ডের ম্যাচগুলো। দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দল গত কিছু বছর ধরেই ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে এসেছে। ২০২৪-২৫ মরসুমে ভারতীয় মহিলা লিগে অসাধারণ পারফরম্যান্সের মাধ্যমে তারা চ্যাম্পিয়ন হয়ে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবার এশিয়ার মঞ্চে খেলতে চলেছে তারা। এই প্রসঙ্গে লাল-হলুদ শিবিরের সচিব বলেন, ''এটা শুধু ইস্টবেঙ্গল নয়, গোটা ভারতের জন্য গর্বের বিষয়। আমাদের মেয়েরা দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছে এএফসি মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে। আমরা আত্মবিশ্বাসী, তারা ভালো ফল এনে দেবে।'' গ্রুপ ই'তে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ দুইটি শক্তিশালী দল কিচি এসসি এবং ফনম পেন ক্রাউন এফসি। কিচি এসসি হংকং মহিলা ফুটবলে অন্যতম প্রধান নাম। তাদের অভিজ্ঞতা ও ফিজিকাল গেম স্টাইল ইস্টবেঙ্গলের জন্য চ্যালেঞ্জ হতে পারে। অন্যদিকে, হোস্ট কম্বোডিয়ান দল ফনম পেন ক্রাউন এফসি ঘরের মাঠে খেলবে বলে কিছুটা বাড়তি সুবিধা পাবে। তবে ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলের কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ জানান, ''আমরা আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুতি নিচ্ছি। প্রতিপক্ষ যেমনই হোক না কেন, মাঠে জয়ের লক্ষ্য নিয়েই নামব।'' এই বছর প্রিলিমিনারি রাউন্ডে মোট ১৯ ক্লাব অংশ নিচ্ছে। পাঁচটি গ্রুপের মধ্যে চারটি গ্রুপে চারটি করে দল এবং একটিতে তিনটি দল রয়েছে। গ্রুপ চ্যাম্পিয়নরা উঠবে মূল গ্রুপ পর্বে, যেখানে অপেক্ষা করছে এশিয়ার সেরা সাতটি দেশের ক্লাব। গ্রুপ পর্বে ইতিমধ্যে নিশ্চিত সাতটি দলের মধ্যে রয়েছে মেলবোর্ন সিটি (অস্ট্রেলিয়া), সুওন এফসি (দক্ষিণ কোরিয়া), টোকিও ভার্ডি বেলেজা (জাপান), গতবারের চ্যাম্পিয়ন উহান জিয়াংদা (চীন), হো চি মিন সিটি (ভিয়েতনাম), বাম খাটোওন (ইরান) ও সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে একটি দল, যার নাম পরে ঘোষণা হবে। প্রিলিমিনারি রাউন্ড শেষ হওয়ার পর সেপ্টেম্বর মাসে মূল গ্রুপ স্টেজের ড্র অনুষ্ঠিত হবে। ইস্টবেঙ্গলের এই ঐতিহাসিক অংশগ্রহণ নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। ক্লাবের এক প্রবীণ সমর্থক বলেন, ''পুরুষদের পাশাপাশি এবার মেয়েরাও লাল-হলুদ পতাকা নিয়ে এশিয়ার মঞ্চে নামবে। এটা আমাদের জন্য গর্বের মুহূর্ত।'' আগামী দিনে ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলের পারফরম্যান্স গোটা ভারতীয় মহিলা ফুটবলের ভবিষ্যতের পথ দেখাবে বলেই মনে করছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। এখন দেখার, কম্বোডিয়ার মাঠে কেমন পারফরম্যান্স করে লাল-হলুদের মেয়েরা।

তরুণদের ভরসায় কলকাতা লিগের অভিযান শুরু করছে মহামেডান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুলাইঃ বহু প্রতীক্ষিত কলকাতা ফুটবল লিগ ২০২৫ সূচনা ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। আর এবার ময়দানের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী দল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব মাঠে নামতে চলেছে তাদের প্রথম ম্যাচে। আগামী ৪ জুলাই বারাকপুরের বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেডিয়ামে শুরু হতে চলেছে এই মরসুমের তাদের অভিযান। প্রতিপক্ষ কলকাতা পুলিশ ফুটবল ক্লাব। প্রথমে নির্ধারিত ছিল ৫ জুলাই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু কিছু প্রশাসনিক কারণে ম্যাচটি একদিন এগিয়ে আনা হয়েছে। এই হঠাৎ সূচি বদলেও প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখেনি মহামেডান শিবির। দলের কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু জানিয়েছেন, ''ছেলেরা গত কয়েক সপ্তাহ ধরে কঠোর পরিশ্রম করছে। আমরা প্রস্তুত মাঠে নামতে, এবং এই লিগে নিজেদের সেরা ফুটবল উপহার দিতে।'' এবার কলকাতা লিগে মহামেডান স্পোর্টিং মূল দল নয়, খেলছে রিজার্ভ দল। তবে তাতে প্রতিযোগিতার মান বা লক্ষ্যে কোনও পরিবর্তন নেই। বরং এই দলটি নিয়ে ক্লাবের কর্তারা এবং কোচিং স্টাফ বেশ আশাবাদী।

বিশ্বকাপের নকআউট পর্বের বিদায়ে চাকরি হারালেন পর্তুগিজ কোচ

রিও দি জেনেইরো, ৩ জুলাইঃ চার মাস আগে কেউ যদি বলত, ইউরোপিয়ান জায়ান্ট পিএসজিকে হারিয়ে ক্লাব বিশ্বকাপ মাতাবে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব বোটাফোগো। তাকে অনেকে হয়ত চোখ কপালে তুলে তাকাত। আর যদি যোগ করত, এই সাফল্যের পরও তাদের কোচ চাকরি হারাবেন। তাহলে হয়তো বিষয়টি ঠাট্টা বলেই উড়িয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু বাস্তবে সেই রূপকথার পরিসমাপ্তি ঘটল হতাশার এক অধ্যায় দিয়ে। পর্তুগিজ কোচ হেনাতো পাইভা বোটাফোগোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে। তার আগে দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলে কোচিং অভিজ্ঞতা থাকলেও ব্রাজিলের ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক ফুটবলের কাঠামো ছিল নতুন তার কাছে। তবে তার কোচিংয়ে দল অল্প সময়েই আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো আয়োজিত ৩২ দলের নতুন ফরম্যাটের ক্লাব বিশ্বকাপে বোটাফোগো ছিল অনেকটা 'আন্ডারডগ'। কিন্তু সেই তকমা ছিন্ন করে তারা শুরুতেই ২-১ গোলে হারিয়ে দেয় সিয়াটল সাউন্ডার্সকে। পরের ম্যাচে ঘটে যায় বড় বিস্ময়। ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন পিএসজিকে ১-০ গোলে হারিয়ে ব্রাজিলের এই ক্লাব চমক সৃষ্টি করে বিশ্বজুড়ে। ছোট দল হিসেবে এত বড় সাফল্য যেন বোটাফোগোর আত্মবিশ্বাসের পারদকে আরও চড়া

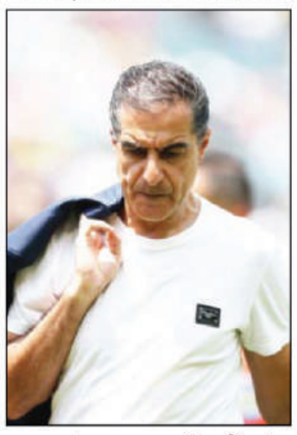

করে তোলে। তবে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরে 'বি' গ্রুপে রানার্সআপ হয়ে নকআউটে পৌঁছায় তারা। নকআউট পর্বে স্বদেশি প্রতিপক্ষ পালমেইরাসের বিপক্ষে লড়াই ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। নির্ধারিত সময়ে গোল না হলেও অতিরিক্ত সময়ে একটি গোল হজম করে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয় বোটাফোগো। এমন এক বিদায়, যা বোঝায় তাদের স্বপ্ন ভাঙল একটুখানি কম অভিজ্ঞতার ভারে। পরের দিনই ক্লাব থেকে আসে চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত। পর্তুগিজ কোচ হেনাতো পাইভার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বতাফোগো কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয়, তারা নতুন পথচলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই সিদ্ধান্তকে কেউ কেউ সময়ের দাবি বললেও, অনেকেই বলছেন, ক্লাব বিশ্বকাপে পাওয়া সাফল্যকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। পাইভার বিদায়ে প্রশ্ন উঠছে, ব্রাজিলিয়ান ক্লাবগুলো কি খুব বেশি আবেগপ্রবণ? চার মাসে দুটি বড় দলের বিপক্ষে জয়, অথচ ছোট্ট এক পরাজয়েই বিদায়। কোচের কাজ কি কেবল জেতানো, না কি ভবিষ্যতের রূপরেখা আঁকাও তার দায়িত্বের অংশ? বোটাফোগোর বিদায় যেমন ব্যথিত করেছে সমর্থকদের, তেমনি পাইভার কোচিং অধ্যায়ের এই হঠাৎ ইতি ফের একবার আলোচনায় আনল ব্রাজিলিয়ান ক্লাব সংস্কৃতির চাপ ও তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তের প্রবণতাকে। বিশ্বকাপে জয়-পরাজয় তো হতেই পারে। কিন্তু যিনি রূপকথা শুরু করেছিলেন, তার হাত ধরেই কি গল্পের শেষটাও হওয়া উচিত ছিল না?

বিয়ের দুই সপ্তাহ পর গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেলেন লিভারপুল তারকা জোতা

স্পেনে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছেন লিভারপুলের ২৮ বছর বয়সী পর্তুগিজ তারকা দিয়োগো জোতা। একই দুর্ঘটনায় তাঁর ২৬ বছর বয়সী ভাই আন্দ্রে সিলভাও মারা গেছেন। প্রায় দুই সপ্তাহ আগে শৈশবের প্রেমিকাকে বিয়ে করেছিলেন জোতা।

মাদ্রিদ, ৩ জুলাইঃ লিভারপুল ফরোয়ার্ড দিয়োগো জোতা স্পেনে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছেন, জানিয়েছে পর্তুগিজ সংবাদমাধ্যম। ২৮ বছর বয়সী এ পর্তুগিজ ফুটবলার তাঁর ভাই আন্দ্রেকে নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। গতকাল রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ে। মর্মান্তিক এ ঘটনাটি ঘটেছে স্পেনের জামোরা প্রদেশের এ-৫২ মহাসড়কে। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, স্থানীয় অগ্নিনির্বাপণকর্মীদের বরাত দিয়ে স্পেনের রাষ্ট্রায়ত্ত টিভি চ্যানেল জোতার মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছে। বিবিসি জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডের ভাই আন্দ্রে সিলভাও মারা গেছেন। জোতার মতো সিলভাও ফুটবলার ছিলেন। পর্তুগালের দ্বিতীয় বিভাগের ক্লাব পেনাফিয়েলে খেলতেন ২৬ বছর বয়সী সিলভা। মাত্র দুই সপ্তাহ আগেই দীর্ঘদিনের প্রেমিকা রুতে কারদোসোকে বিয়ে করেন জোতা। এই জুটির তিনটি সন্তান আছে। গত ২২ জুন পোর্তোয় বিয়ের ছবি সামাজিক কিছুদিন আগে (২৮ জুন) পোস্ট করেন জোতা। এরপর নিয়মিতই নিজেদের ছবি পোস্ট করেছেন। এর মধ্যেই ভেসে এল এমন মর্মান্তিক খবর। স্থানীয় পুলিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছে, সংবাদমাধ্যমে দুর্ঘটনার যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তা সত্য তবে নিহতের নাম তারা নিশ্চিত করতে পারেনি। জামোরার স্থানীয় অগ্নিনির্বাপক বিভাগ তাদের ওয়েবসাইটে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার মাঝ রাতের একটু পরে গাড়িটি দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং গাড়িতে আগুন ধরে যায়। ২৮ বছর বয়সী ও ২৬ বছর বয়সী দুজন ব্যক্তিকে সেখানে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ২০১৪ সালে পর্তুগালের ক্লাব পাকোস দে ফেরেইরায় পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু করেন জোতা। দুই বছর পর লা লিগার ক্লাব আতলেতিকো মাদ্রিদে যোগ দিলেও ক্লাবটির হয়ে কোনো

ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি। ধারে খেলেছেন পোর্তো ও উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সে। ২০১৮ সালে ইংলিশ ক্লাব উলভারহ্যাম্পটনে যোগ দিয়ে দুই বছর কাটিয়ে যোগ দেন লিভারপুলে। ২০১৭-১৮ মরমৌসুমে উলভারহ্যাম্পটনের হয়ে জেতেন লিগ কাপ। লিভারপুলের হয়ে গত মরসুমে প্রিমিয়ার লিগ জয়ের পাশাপাশি ২০২১-২২ মরসুমে এফএ কাপও জিতেছিলেন জোতা। পর্তুগালের হয়ে নেশনস লিগ জিতেছেন দুবার-২০১৯ সালের জুনে এবং এ বছর। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে ৪ কোটি ১০ লাখ পাউন্ডে লিভারপুলে যোগ দেওয়ার পর ক্লাবটির হয়ে ১৮২ ম্যাচে ৬৫ গোল করেছেন জোতা। পর্তুগালের জার্সিতে তাঁর অভিষেক ২০১৯ সালে ইউরো বাছাই পর্বে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর বদলি হিসেবে। চোটের কারণে ২০২২ বিশ্বকাপে খেলতে পারেননি। গত বছর ইউরোয় তিন ম্যাচ খেলেন। পর্তুগালের হয়ে ৪৯ ম্যাচে ১৪ গোল করেছেন জোতা। মাঠের ফুটবলের বাইরেও আরেকটি বিষয়ে ভীষণ আগ্রহ ছিল জোতার। খুব ভালো গেমার ছিলেন তিনি। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফিফা ২১ ভিডিও গেমে চ্যাম্পিয়নসের লিডারবোর্ডে গোটা বিশ্বের মধ্যে এক নম্বর স্থান দখল করেছিলেন নিজেই একটি ই-স্পোর্টস দল বানানো জোতা। জোতার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছে পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশন (এফপিই)। তাদের বিবৃতিতে বলা হয়, 'পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশন এবং পর্তুগিজ ফুটবল সংশ্লিষ্ট সবাই পুরোপুরি বিধ্বস্ত। অসাধারণ খেলোয়াড়ের চেয়েও বেশি কিছু প্রায় ৫০টির কাছাকাছি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা দিয়োগো জোতা ছিলেন দারুণ এক মানুষ। সতীর্থ ও প্রতিপক্ষের সম্মান পেয়েছেন। আমরা দুজন চ্যাম্পিয়নকে হারিয়েছি। দিয়োগো ও আন্দ্রে সিলভার চলে যাওয়া পর্তুগিজ ফুটবলে অপূরণীয় ক্ষতি। তাদের লিগ্যাসির সম্মান আমরা যা যা করার দরকার সবই করব।' সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করা লিভারপুলের শোকবার্তায় বলা হয়, 'দিয়েগো জোতার মর্মান্তিক চলে যাওয়ায় লিভারপুল ফুটবল ক্লাব শোকে ভেঙে পড়েছে।' জোতা ও সিলভার মৃত্যুতে শোক জানাতে আজ মেয়েদের ইউরোয় পর্তুগাল-স্পেন ম্যাচে এক মিনিট নীরবতা পালনের জন্য উয়েফাকে অনুরোধ করেছে পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশন। ২০১৬-১৭ মরসুমে পোর্তোয় ধারে খেলেছিলেন জোতা, তাঁর ভাই এই ক্লাবেরই বয়সভিত্তিক দল থেকে উঠে এসেছেন। দুই ভাইয়ের মৃত্যুতে পোর্তোর শোকবার্তায় বলা হয়, 'গভীর দুঃখের সঙ্গে আমরা দিয়োগো জোতা এবং তার ভাই আন্দ্রে সিলভার পরিবারের প্রতি হৃদয় নিংড়ানো শোক জানাচ্ছি।'

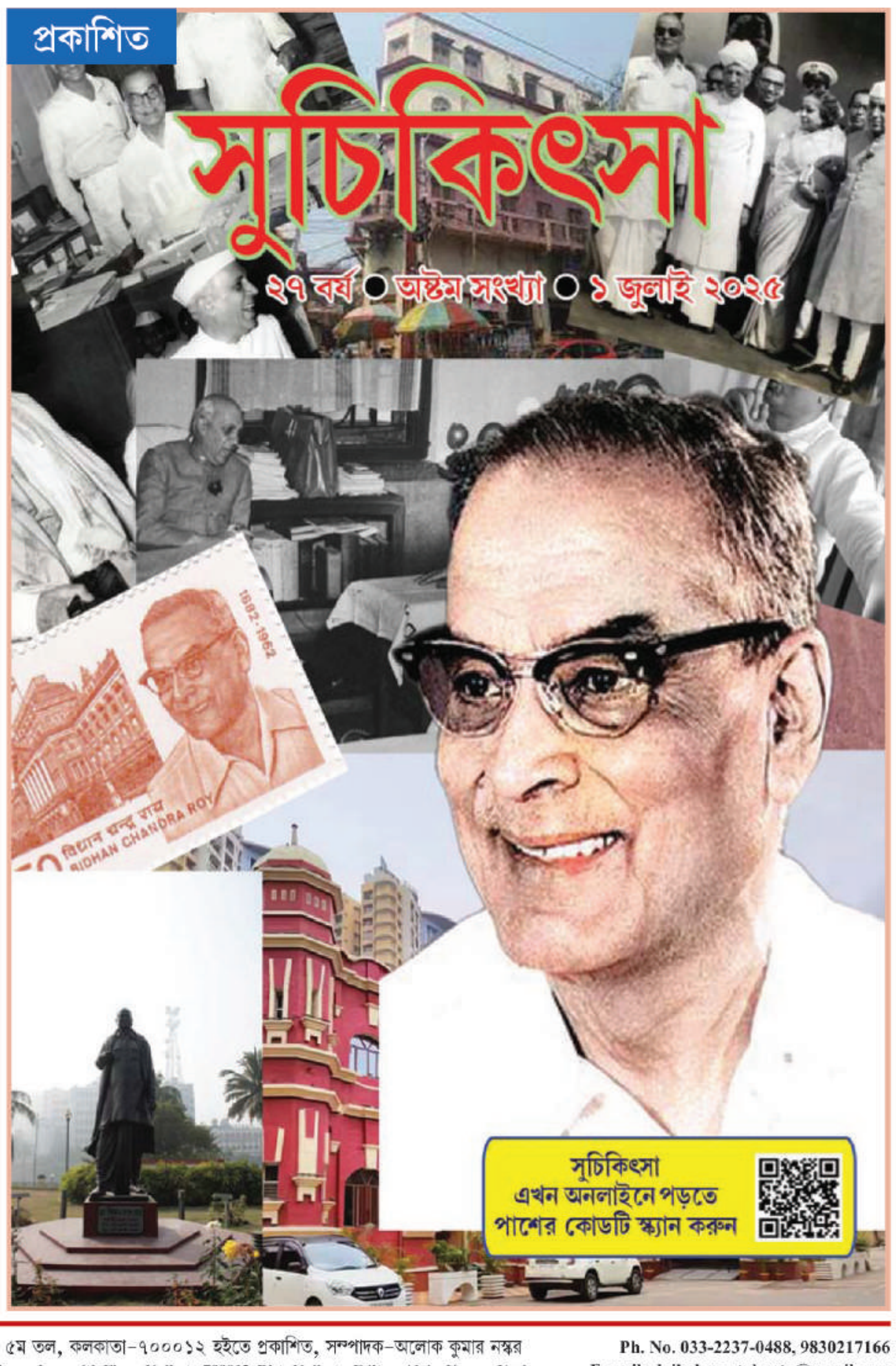

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com